রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, জুলাই ২৯, ২০২৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
অধিগ্রহণ-১ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৭ শ্রাবণ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ/ ২২ জুলাই, ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ

এস.আর.ও. নং ২৮৬-আইন/২০২৬।—স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ২১ নং আইন) এর ধারা ৪৯ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা:—

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

১। **শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই বিধিমালা স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল বিধিমালা, ২০২৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—(১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়,—

(ক) "**অধিগ্রহণ প্রস্তাব**" অর্থ কোনো স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণের নিমিত্ত বিধি ৩ এর, ক্ষেত্রমত, উপ-বিধি (১) বা উপ-বিধি (২) এর অধীন দাখিলকৃত কোনো প্রস্তাব;

(খ) "**আইন**" অর্থ স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ২১ নং আইন);

(গ) "**আরবিট্রেটর**" অর্থ ধারা ২৯ এর অধীন নিয়োগপ্রাপ্ত কোনো আরবিট্রেটর;

(ঘ) **"আরবিট্রেশন আপিলেট ট্রাইব্যুনাল"** অর্থ ধারা ৩৬ এর উপ-ধারা (২) এর অধীন গঠিত কোনো আরবিট্রেশন আপিলেট ট্রাইব্যুনাল;

(ঙ) **"কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটি"** অর্থ বিধি ১৪ এর উপ-বিধি (২) এর অধীন গঠিত কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটি;

(চ) **"ক্ষতিপূরণ"** অর্থ কোনো স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ বা হুকুমদখলের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত মালিক বা স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রদেয় অর্থ;

(ছ) **"জনপ্রয়োজন" বা "জনস্বার্থ"** অর্থ জনগণের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রয়োজন বা স্বার্থ রহিয়াছে এইরূপ কোনো বিষয়;

(জ) **"জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটি"** অর্থ বিধি ১৫ এর উপ-বিধি (২) এর অধীন গঠিত জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটি;

(ঝ) **"জেলা স্থান নির্বাচন কমিটি"** অর্থ বিধি ৫ এর উপ-বিধি (২) এর অধীন গঠিত জেলা স্থান নির্বাচন কমিটি;

(ঞ) **"টেকনিক্যাল কমিটি"** অর্থ বিধি ৬ এর উপ-বিধি (৩) এর অধীন গঠিত কোনো টেকনিক্যাল কমিটি;

(ট) **"তফসিল"** অর্থ এই বিধিমালার কোনো তফসিল;

(ঠ) **"ধারা"** অর্থ আইনের কোনো ধারা;

(ড) **"পুনর্বাসন"** অর্থ কোনো স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণের কারণে উক্ত সম্পত্তির কোনো ভূমিতে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী ভূমির মালিক যিনি ব্যক্তিগতভাবে বা পরিবারসহ বাস্তুচ্যুত হইয়াছেন, তাহাকে আইন ও এই বিধিমালার অধীন বা সরকারের কোনো আদেশে বাস্তুভিটা প্রদান এবং বসবাস উপযোগী গৃহের সংস্থানসহ দখল প্রদান;

(ঢ) **"প্রত্যাশী বেসরকারি ব্যক্তি বা সংস্থা"** অর্থ স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ বা হুকুমদখলের জন্য প্রস্তাবকারী কোনো বেসরকারি ব্যক্তি বা সংস্থা;

(ণ) **"প্রত্যাশী সরকারি সংস্থা"** অর্থ স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ বা হুকুমদখলের জন্য প্রস্তাবকারী কোনো সরকারি, আধা-সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা;

(ত) **"প্রত্যাশী সংস্থা"** অর্থ স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ বা হুকুমদখলের জন্য প্রস্তাবকারী কোনো সরকারি, আধা-সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা অথবা, ক্ষেত্রমত, কোনো বেসরকারি ব্যক্তি বা সংস্থা;

(থ) **"প্রস্তাবিত ভূমি"** অর্থ অধিগ্রহণের জন্য প্রস্তাবিত কোনো ভূমি;

(দ) **"বিধি"** অর্থ এই বিধিমালার কোনো বিধি;

(ধ) **"ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা"** অর্থ ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা এবং, এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, উক্ত কর্মকর্তার দায়িত্ব পালনের জন্য জেলা প্রশাসক কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অতিরিক্ত ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন;

(ন) "**যৌথ তদন্ত**" অর্থ বিধি ২৩ এর অধীন কৃত তদন্ত;

(প) "**যৌথ তালিকা**" অর্থ বিধি ২৩ এর উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রস্তুতকৃত তালিকা;

(ফ) "**রোয়েদাদ**" অর্থ, ক্ষেত্রমত, বিধি ৩২ বা বিধি ৪৬ এর অধীন প্রস্তুতকৃত ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে প্রদেয় ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থের বিবরণী; এবং

(ব) "**সম্ভাব্যতা যাচাই ও স্থান নির্ধারণ কমিটি**" অর্থ বিধি ৫ এর উপ-বিধি (৩) এর অধীন গঠিত সম্ভাব্যতা যাচাই ও স্থান নির্ধারণ কমিটি।

(২) এই বিধিমালায় যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি ব্যবহৃত হইয়াছে কিন্তু সংজ্ঞায়িত করা হয় নাই, সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি আইনে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে প্রযোজ্য হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
প্রাক-অধিগ্রহণ কার্যক্রম

৩। **অধিগ্রহণ প্রস্তাব দাখিল**।—(১) সরকারি, আধা-সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত কোনো সংস্থার জন্য কোনো স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণের প্রয়োজন হইলে সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে, নিম্নবর্ণিত নির্দেশনা অনুসরণপূর্বক প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ [প্রত্যেকটির ৫ (পাঁচ) কপি], সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট অধিগ্রহণের প্রস্তাব দাখিল করিতে হইবে, যথা:—

(ক) তফসিল-১ মোতাবেক নির্ধারিত ছকে অধিগ্রহণ প্রস্তাব;

(খ) অধিগ্রহণের জন্য প্রস্তাবিত ভূমির তফসিল-২ মোতাবেক বিবরণী ও প্রকৃতি এবং তফসিল-৩ মোতাবেক ফসলি প্রকৃতি সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র;

(গ) পূর্ববর্তী জরিপসমূহে প্রস্তুতকৃত নকশার সহিত বিদ্যমান জরিপের নকশার সমন্বিত অধিগ্রহণ প্রস্তাবিত ভূমির নকশা;

(ঘ) ট্রেসিং ক্লথে প্রস্তুতকৃত মৌজা ম্যাপে প্রস্তাবিত ভূমির অবস্থানসহ প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি লাল কালিতে, এবং প্রস্তাবিত ভূমির সীমানার অভ্যন্তরে ধর্মীয় উপাসনালয়, কবরস্থান, শ্মশান, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, সামাজিক প্রতিষ্ঠান বা বিদ্যমান কোনো আইনের অধীনে সংরক্ষণযোগ্য কোনো ভূমি বা স্থাপনা থাকিলে ভিন্ন কালিতে চিহ্নিত করিয়া সাংকেতিক চিহ্ন দ্বারা নকশায় উল্লেখকরণ;

(ঙ) যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত লে-আউট প্ল্যান;

(চ) প্রস্তাবিত ভূমির বিস্তারিত ব্যবহার পরিকল্পনা, যথা:—

(অ) আবাসিক প্রকল্প বা অফিসের ক্ষেত্রে ভবনের সংখ্যা ও উচ্চতা (উর্ধ্বমুখী ও নিম্নমুখী) এবং রাস্তাসহ প্রতিটি ভবন ও ভবন ব্যতীত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাজে ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় ভূমির পরিমাণ ও বিবরণ;

(আ) রাস্তা, বাঁধ ও খালখনন প্রকল্পের ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের বিবরণসহ মূল রাস্তা, বাঁধ ও খালখননের জন্য প্রকৃত ভূমির পরিমাণসহ রাস্তার ক্ষেত্রে মূল রাস্তার পার্শ্ববর্তী প্রয়োজনীয় জমি এবং বাঁধ ও খালের ক্ষেত্রে বাঁধ ও খাল পাড়ের জন্য প্রয়োজনীয় রাস্তার পরিমাণ ও বর্ণনাসহ উহা নকশায় অঙ্কিতকরণ;

(ছ) প্রত্যাশী সরকারি সংস্থার নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয় বা বিভাগ কর্তৃক তফসিল-৪ এর বিষয়বস্তু অনুসরণে ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত প্রশাসনিক অনুমোদন;

(জ) সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন সংক্রান্ত পত্র;

(ঝ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, অর্থ প্রদানের নিশ্চয়তা বা অঙ্গীকারপত্র [বাজেট বরাদ্দ বা অনুমোদিত Development Project Proforma/Proposal (ডিপিপি) এর সত্যায়িত কপি অথবা, ডিপিপি না থাকিলে, তফসিল-৫ এ বর্ণিত ছক মোতাবেক প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সচিব কর্তৃক স্বাক্ষরিত পত্র অথবা, পরিচালন বাজেটের আওতায় অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে, অর্থ বিভাগ হইতে অর্থ বরাদ্দ বা নিশ্চয়তা প্রদান সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র];

(ঞ) প্রস্তাবিত ভূমির বর্তমান ব্যবহার ও অবকাঠামোর বিবরণ [নির্মাণ সালসহ বিদ্যমান অবকাঠামো ও গাছপালার বিবরণ এবং নাম ও আনুমানিক বয়সসহ পুকুর বা জলাশয় ও রাস্তা (যদি থাকে), ইত্যাদির বিবরণ];

(ট) আইন অনুযায়ী পুনর্বাসনের আবশ্যকতা থাকিলে তফসিল-৬ এ বর্ণিত নির্দেশনা অনুযায়ী পুনর্বাসন পরিকল্পনা (পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ভূমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন হইলে উক্ত প্রস্তাবও দাখিল করিতে হইবে);

(ঠ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, গাজীপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, নারায়ণগঞ্জ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, বরিশাল উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ময়মনসিংহ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, কুমিল্লা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বা রংপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, এবং আইন দ্বারা সৃষ্ট অন্য কোনো কর্তৃপক্ষের অনাপত্তিপত্র;

(ড) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের ছাড়পত্র;

(ঢ) পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র এবং, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, নদী রক্ষা কমিশনের অনাপত্তিপত্র;

(ণ) প্রস্তাবিত ভূমিতে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় উপাসনালয়, কবরস্থান, শ্মশান বা অন্য কোনো ধর্মীয় বা সামাজিক প্রতিষ্ঠান থাকিলে উক্ত তথ্য, এবং অধিগ্রহণের অপরিহার্যতার যৌক্তিকতাসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা স্থাপনা স্থানান্তর বা পুনর্নির্মাণের প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্রে পরিকল্পনা ও আর্থিক সংস্থান, ইত্যাদি;

(ত) সীমানা চিহ্নিতকরণ ও অবস্থানের প্রমাণক হিসাবে অধিগ্রহণ প্রস্তাবিত এলাকার ভিডিওচিত্র এবং গুগল ম্যাপ ও গুগল আর্থ, ইত্যাদি হইতে সংগৃহীত ছবির স্থিরচিত্র ও ভিডিওচিত্র পেনড্রাইভ বা অন্য কোনো ডিজিটাল মাধ্যমে সরবরাহকরণ;

(থ) পুরাতন দপ্তর বা স্থাপনার পরিবর্তে নূতন দপ্তর বা স্থাপনার জন্য ভূমি অধিগ্রহণ প্রস্তাবের ক্ষেত্রে পুরাতন দপ্তর বা স্থাপনা ও সংশ্লিষ্ট ভূমি জেলা প্রশাসকের নিকট সমর্পণ করা হইবে মর্মে প্রত্যাশী সরকারি সংস্থার প্রধান কর্তৃক স্বাক্ষরিত অঙ্গীকারপত্র;

(দ) ইতঃপূর্বে অধিগ্রহণ, বন্দোবস্ত বা অন্য কোনোভাবে ভূমি প্রাপ্ত হইয়া থাকিলে অধিগ্রহণকৃত, বন্দোবস্তকৃত বা অন্য কোনোভাবে প্রাপ্ত জমির তফসিল-৭ অনুযায়ী ব্যবহার বিবরণী;

(ধ) অধিগ্রহণকৃত ভূমি অধিগ্রহণের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিবার বাধ্যবাধকতার বিষয়ে তফসিল-৮ অনুযায়ী অঙ্গীকারপত্র;

(ন) আরবিট্রেটর বা আরবিট্রেশন আপিলেট ট্রাইব্যুনালের নির্দেশে ক্ষতিপূরণ বাবদ বর্ধিত অর্থ পরিশোধের সক্ষমতা সম্পর্কে এবং বর্ধিত অর্থ নির্দেশ প্রাপ্তির পর নির্দিষ্ট সময়ে প্রদান করা হইবে মর্মে তফসিল-৫ অনুযায়ী অঙ্গীকারনামা;

(প) তফসিল-৯ অনুযায়ী অধিগ্রহণের জন্য প্রস্তাবিত ভূমির দাগভিত্তিক সর্বশেষ মালিকানার প্রাথমিক তথ্য; এবং

(ফ) পূর্বে অধিগ্রহণকৃত ভূমি পুনঃঅধিগ্রহণের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী প্রত্যাশী সরকারি সংস্থার সম্মতিপত্র অথবা যৌক্তিকতাসহ মতামত।

(২) বেসরকারি কোনো ব্যক্তি বা সংস্থার কোনো স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণের প্রয়োজন হইলে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা সংস্থাকে, উপ-বিধি (১) এর দফা (ক), (খ), (গ), (ঘ), (ঙ), (চ), (ঞ), (ট), (ঠ), (ড), (ঢ), (ণ), (ত), (দ), (ধ), (ন), (প) ও (ফ)-তে বর্ণিত নির্দেশনা অনুসরণপূর্বক প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ নিম্নবর্ণিত কাগজপত্র [প্রত্যেকটির ৫ (পাঁচ) কপি], সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট প্রস্তাবিত ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব দাখিল করিতে হইবে, যথা:—

(ক) অধিগ্রহণ ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থায়নের উৎস বা অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানের নিশ্চয়তাপত্র;

(খ) বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) এর সম্মতিপত্র;

(গ) যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর হইতে রেজিস্ট্রেশনের প্রমাণক, বোর্ড অব ডাইরেক্টরের তালিকা এবং মেমোরেন্ডামের সত্যায়িত (জয়েন্ট স্টক রেজিস্ট্রার কর্তৃক স্বাক্ষরিত) কপি;

(ঘ) তফসিল-১০ এ বর্ণিত ছক মোতাবেক চুক্তিনামা;

(ঙ) ব্যক্তি উদ্যোগে ভূমি ক্রয়ের ব্যর্থতার ক্ষেত্রে গৃহীত পদক্ষেপের বিবরণ সংবলিত এফিডেভিট;

(চ) প্রস্তাবিত প্রকল্পের জনপ্রয়োজন বা জনস্বার্থ সংশ্লিষ্টতার বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ তথ্য, পরিসংখ্যান ও যৌক্তিকতা;

(ছ) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা সংস্থার নিজস্ব ভূমি থাকিবার ঘোষণাপত্র [নামজারি খতিয়ান, হালনাগাদ ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের রসিদ বা প্রমাণাদি, যাহা সহকারী কমিশনার (ভূমি) কর্তৃক সত্যায়িত হইতে হইবে];

(জ) পরিচালনা পর্ষদ বা, ক্ষেত্রমত, ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সকল সদস্যের স্বাক্ষরিত রেজ্যুলেশন বা সম্মতিপত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে); এবং

(ঝ) রেফারেন্স ও হাল নকশা (প্রস্তাবিত ভূমি ও নিজস্ব ভূমি চিহ্নিত করিয়া দিতে হইবে)।

(৩) অধিগ্রহণ প্রস্তাব এবং উহার সহিত সংযুক্ত সকল কাগজপত্র,—

(ক) প্রত্যাশী সরকারি সংস্থার ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট সংস্থার নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয় বা বিভাগ কর্তৃক, অথবা অফিস প্রধান বা সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক স্বাক্ষরিত বা, ক্ষেত্রমত, সত্যায়িত হইতে হইবে; এবং

(খ) প্রত্যাশী বেসরকারি ব্যক্তি বা সংস্থার ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অথবা সংস্থার স্বত্বাধিকারী বা প্রধান কর্তৃক স্বাক্ষরিত বা, ক্ষেত্রমত, সত্যায়িত হইতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, অস্পষ্ট, কাটাকাটি, ঘষামাজা ও স্বাক্ষরবিহীন কোনো কাগজপত্র গ্রহণযোগ্য হইবে না।

(৪) অধিগ্রহণ প্রস্তাবের সহিত সংযুক্ত কাগজপত্রের মূলকপি বা সার্টিফাইড কপি দাখিল করিতে হইবে, তবে মূলকপি বা সার্টিফাইড কপি প্রদান করা সম্ভবপর না হইলে সত্যায়িত ফটোকপি প্রদান করা যাইবে।

(৫) সাধারণভাবে একটি প্রকল্পের প্রয়োজনীয় সমুদয় ভূমি অধিগ্রহণের জন্য একটি প্রস্তাব পেশ করিতে হইবে, তবে কোনো প্রকল্প একাধিক বৎসরে বা পর্যায়ে বাস্তবায়নযোগ্য হইলে প্রতিবৎসরে বা পর্যায়ে যে পরিমাণ ভূমির প্রয়োজন হইবে সেই পরিমাণ ভূমি অধিগ্রহণের জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রস্তাব দাখিল করা যাইবে, এবং প্রকল্পটি একাধিক জেলায় বিস্তৃত হইলে, প্রত্যেক জেলার জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রস্তাব দাখিল করিতে হইবে।

(৬) প্রত্যাশী সংস্থা, অধিগ্রহণ কার্যক্রম দ্রুততম সময়ে সম্পন্ন করিবার জন্য, উহার এক বা একাধিক কর্মকর্তা বা, ক্ষেত্রমত, প্রতিনিধির সমন্বয়ে গঠিত কমিটি বা টিমের মাধ্যমে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সহিত সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করিবে এবং এতদুদ্দেশ্যে জেলা প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করিবে।

(৭) জেলা প্রশাসক বা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, উপ-বিধি (১) বা (২) এর বিধান মোতাবেক প্রাপ্ত প্রস্তাব ও কাগজপত্র যাচাই অন্তে যথাযথভাবে দাখিল হইয়াছে মর্মে নিশ্চিত হইলে, সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য উহা সম্ভাব্যতা যাচাই ও স্থান নির্ধারণ কমিটিতে প্রেরণ করিবেন।

(৮) ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা, প্রস্তাবিত ভূমির সর্বশেষ জরিপের দাগসূচির সহিত পূর্ববর্তী সকল জরিপের দাগসূচি ও পেন্টাগ্রাফ ম্যাপের ভিত্তিতে প্রস্তাবিত ভূমি পূর্বে কোনো সংস্থার নামে অধিগ্রহণ করা হইয়াছে কি না তাহা যাচাই করিবেন এবং সহকারী কমিশনার (ভূমি), প্রস্তাবিত ভূমিতে কোনো সরকারি স্বার্থ রহিয়াছে কি না তাহা যাচাই করিবেন।

(৯) উপ-বিধি (১) বা (২) এর অধীন প্রস্তাব প্রাপ্তির পর ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা প্রস্তাবিত ভূমির মৌজা ম্যাপের সহিত সংশ্লিষ্ট দাগ, দাগে ভূমির পরিমাণ পরিমাপ করত মৌজা বাউন্ডারির সহিত অপর মৌজা বাউন্ডারি, সংশ্লিষ্ট খতিয়ান ও দাগসূচি এবং খতিয়ান ও দাগ, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, রেফারেন্সের জন্য পূর্ববর্তী জরিপ আবশ্যিকভাবে ক্রস চেক করিয়া প্রতিবেদন প্রস্তুতপূর্বক কোনো সংশোধনের প্রয়োজন হইলে সেই মোতাবেক প্রত্যাশী সংস্থার নিকট হইতে প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি হালনাগাদ করিয়া লইবেন।

(১০) উপ-বিধি (১) এর দফা (ছ) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রত্যাশী সরকারি সংস্থার নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয় বা বিভাগ ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত প্রস্তাবে প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি বিবেচনায় লইবে, যথা:―

(ক) নূতন ভূমি অধিগ্রহণের পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট সংস্থার মালিকানাধীন অন্য কোনো ভূমিতে প্রস্তাবিত প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্ভবপর কি না;

(খ) বহুতল ভবন নির্মাণ, লে-আউট প্ল্যান হইতে পরিহারযোগ্য স্থাপনা বা ভূমির ব্যবহার পরিহার এবং জমির পরিমাণ হ্রাসকরণ সম্ভব কি না; এবং

(গ) অধিগ্রহণ অপরিহার্য হইলে যথাসম্ভব ন্যূনতম পরিমাণ ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব করা যায় কি না।

(১১) প্রত্যাশী সরকারি সংস্থার নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয় বা বিভাগ কর্তৃক ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদানের ক্ষেত্রে অনুমোদনপত্রে কেবল অধিগ্রহণের জন্য প্রস্তাবিত জমির পরিমাণ, উপজেলা, থানা বা এলাকার উল্লেখ করিবে এবং উহাতে সুনির্দিষ্টভাবে কোনো মৌজা বা দাগ নম্বরের উল্লেখ করিবে না।

(১২) প্রত্যাশী সরকারি সংস্থা কর্তৃক ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত প্রস্তাবের ক্ষেত্রে জেলা স্থান নির্বাচন কমিটি ক্ষেত্রমত, এবং সম্ভাব্যতা যাচাই ও স্থান নির্ধারণ কমিটি, সংশ্লিষ্ট সংস্থাসহ, সরেজমিন সম্ভাব্যতা যাচাই করিয়া মৌজা ও দাগ নম্বর সুনির্দিষ্ট করত অধিগ্রহণতব্য ভূমির বিবরণ ও প্রকৃতি উল্লেখসহ জমির পরিমাণ চূড়ান্ত করিবে।

৪। **জেলা প্রশাসক কর্তৃক অধিগ্রহণের প্রস্তাব যাচাই।**―(১) ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা, প্রত্যাশী সংস্থা কর্তৃক জেলা প্রশাসকের নিকট অধিগ্রহণ প্রস্তাব দাখিল করিবার পর উহা নথিতে উপস্থাপনের পূর্বে, প্রস্তাব প্রাপ্তির অনধিক ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে, নিজ উদ্যোগে প্রস্তাবিত ভূমির খতিয়ান নম্বর, দাগ নম্বর এবং দাগের বিপরীতে উল্লিখিত ভূমির পরিমাণ ও উহাতে সরকারি স্বার্থযুক্ত বা সরকারি খাস খতিয়ানভুক্ত কোনো ভূমি রহিয়াছে কি না, প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর সহযোগিতা গ্রহণক্রমে, যাচাই করিয়া উহার উপর একটি সার-সংক্ষেপ প্রস্তুত করিয়া নথিতে সন্নিবেশ করিবেন।

(২) ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা, ভূমি অধিগ্রহণের নিমিত্ত দাখিলকৃত প্রস্তাব ও কাগজপত্র যাচাইঅন্তে নথিতে উপস্থাপনকালে, প্রযোজ্যতা অনুসারে, সকল কাগজপত্র যথাযথভাবে দাখিল করা হইয়াছে কি না তাহা নথির নোটাংশে উল্লেখ করিবেন।

৫। **জেলা স্থান নির্বাচন কমিটি, ইত্যাদি।**―(১) জেলা সদরে নূতন দপ্তর বা স্থাপনার জন্য ভূমি অধিগ্রহণের নিমিত্ত, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটি বা জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটিতে প্রস্তাব প্রেরণের পূর্বে জেলা স্থান নির্বাচন কমিটির সুপারিশ গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে জেলা স্থান নির্বাচন কমিটি গঠিত হইবে, যথা:—

(ক) জেলা প্রশাসক, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট;

(গ) সিভিল সার্জন;

(ঘ) নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ;

(ঙ) নির্বাহী প্রকৌশলী বা, ক্ষেত্রমত, সহকারী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য বিভাগ;

(চ) প্রত্যাশী সংস্থার প্রতিনিধি; এবং

(ছ) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(৩) অধিগ্রহণ প্রস্তাবের সম্ভাব্যতা যাচাই এবং মৌজা, দাগসূচি ও জমির পরিমাণ চূড়ান্তকরণসহ স্থান নির্ধারণের লক্ষ্যে নিম্নরূপভাবে একটি সম্ভাব্যতা যাচাই ও স্থান নির্ধারণ কমিটি থাকিবে, যথা:—

(ক) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (এল.এ./রাজস্ব), যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) সংশ্লিষ্ট উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার;

(গ) সংশ্লিষ্ট উপজেলা অথবা রাজস্ব সার্কেলের সহকারী কমিশনার (ভূমি); এবং

(ঘ) ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(৪) জেলা প্রশাসক, প্রয়োজনে, উপ-বিধি (২) ও (৩) এ উল্লিখিত কমিটিকে সহায়তা বা কারিগরি মতামত প্রদানের জন্য, অধিগ্রহণ প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন বা বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের এক বা একাধিক ব্যক্তি বা কর্মকর্তাকে উক্ত কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, অধিগ্রহণের জন্য প্রস্তাবিত কোনো ভূমি বা উহার কোনো অংশবিশেষ পূর্বে কোনো সংস্থার নামে অধিগ্রহণ করা হইয়া থাকিলে, সংশ্লিষ্ট সংস্থার স্থানীয় প্রতিনিধিকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ উক্ত কমিটির সভায় উপস্থিত থাকিবার জন্য অনুরোধ জানাইতে হইবে।

(৫) সম্ভাব্যতা যাচাই ও স্থান নির্ধারণ কমিটি, অধিগ্রহণ প্রস্তাব প্রাপ্তির ২১ (একুশ) কার্যদিবসের মধ্যে, প্রত্যাশী সংস্থার প্রতিনিধিসহ, সরেজমিন যাচাই ও পর্যালোচনা করিয়া তফসিল-১১ মোতাবেক প্রস্তাবিত ভূমির বিবরণীসহ পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন জেলা প্রশাসকের নিকট দাখিল করিবে।

(৬) প্রবহমান খাল, নদী, ছড়া বা জলাশয়, পাহাড় ও বন হিসাবে ঘোষিত কোনো এলাকা অধিগ্রহণ করা যাইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, অপরিহার্য ক্ষেত্রে উহাকে অধিগ্রহণসীমা বা অ্যালাইনমেন্টের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করিতে হইলে, উহাকে অধিগ্রহণ প্রস্তাব বা দাগসূচির বাহিরে রাখিয়া ও প্রাকৃতিক ব্যবহার অক্ষুণ্ন রাখিয়া অ্যালাইনমেন্টভুক্ত করা যাইবে:

আরও শর্ত থাকে যে, প্রাকৃতিকভাবে কোনো জলাশয়ের শ্রেণি পরিবর্তিত হইলে, জেলা প্রশাসকের অনুমোদন গ্রহণ ও বিদ্যমান পদ্ধতিতে শ্রেণি পরিবর্তন করিয়া, একান্ত আবশ্যক ক্ষেত্রে উহা অধিগ্রহণভুক্ত করা যাইবে।

(৭) অপেক্ষাকৃত উর্বর কৃষি জমি, ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা, শিল্প ও বাণিজ্যিক এলাকা এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের জন্য ব্যবহৃত ভূমির অধিগ্রহণ যথাসম্ভব পরিহার করিতে হইবে।

(৮) ন্যূনতম জমির পরিমাণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে কোনো টেকনিক্যাল কমিটির মতামত গ্রহণের আবশ্যকতা প্রতীয়মান হইলে সম্ভাব্যতা যাচাই ও স্থান নির্ধারণ কমিটি উহার প্রতিবেদনে বিষয়টি উল্লেখ করিবে।

(৯) সম্ভাব্যতা যাচাই ও স্থান নির্ধারণ কমিটি প্রস্তাবিত স্থানের স্থিরচিত্র বা ভিডিওচিত্র ধারণ বা উপযুক্ত অন্য কোনো প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিতে এবং, প্রয়োজনে, ডিজিটাল সার্ভে করিতে পারিবে।

(১০) সম্ভাব্যতা যাচাই ও স্থান নির্ধারণের কাজে কারিগরি সহায়তার প্রয়োজন হইলে বা কোনো ব্যয় নির্বাহের প্রয়োজন হইলে উহা প্রত্যাশী সংস্থা বহন করিবে।

(১১) জেলা প্রশাসক, কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটির আওতাভুক্ত এলাকার কোনো ভূমি অধিগ্রহণ বিষয়ে তাহার মতামত বা সুপারিশসহ সম্ভাব্যতা যাচাই ও স্থান নির্ধারণ কমিটির প্রতিবেদন ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করিবেন।

৬। **জমির ন্যূনতম পরিমাণ নির্ধারণ সংক্রান্ত টেকনিক্যাল কমিটি**।—(১) জেলা প্রশাসক, সম্ভাব্যতা যাচাই ও স্থান নির্ধারণ কমিটি কর্তৃক অধিগ্রহণ প্রস্তাবের উপর টেকনিক্যাল কমিটির মতামত গ্রহণের সুপারিশ করা হইলে, প্রস্তাবটি, সম্ভাব্যতা যাচাই ও স্থান নির্ধারণ কমিটির প্রতিবেদন ও সুপারিশসহ, টেকনিক্যাল কমিটির মতামত গ্রহণের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করিবেন।

(২) কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটি উহার আওতাধীন এলাকার যেকোনো অধিগ্রহণ প্রস্তাব, পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য, প্রয়োজনে, টেকনিক্যাল কমিটির নিকট প্রেরণ করিতে পারিবে।

(৩) ভূমি মন্ত্রণালয়, উপ-বিধি (১) ও (২) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রকল্পের গুরুত্ব বিবেচনায়, সময় সময়, এক বা একাধিক টেকনিক্যাল কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

(৪) কোনো অধিগ্রহণ প্রস্তাব টেকনিক্যাল কমিটির নিকট প্রেরিত হইলে উক্ত কমিটি, প্রয়োজনীয় তদন্ত, সরেজমিন পরিদর্শন ও পর্যালোচনা, ইত্যাদি পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়া প্রস্তাবিত প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় জমির ন্যূনতম পরিমাণের সুপারিশ সংবলিত প্রতিবেদন ১৫ (পনেরো) কার্যদিবসের মধ্যে ভূমি মন্ত্রণালয়ে দাখিল করিবে।

(৫) ভূমি মন্ত্রণালয়, টেকনিক্যাল কমিটির প্রতিবেদন কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটির আওতাধীন এলাকার ক্ষেত্রে, জেলা হইতে প্রাপ্ত সম্ভাব্যতা যাচাই ও স্থান নির্ধারণ কমিটির প্রতিবেদনসহ, উক্ত কমিটিতে উপস্থাপন করিবে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নির্দেশনাসহ জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরণ করিবে।

৭। **অধিগ্রহণ প্রস্তাবে ১নং খাস খতিয়ানভুক্ত ভূমি, অর্পিত সম্পত্তি, পরিত্যক্ত সম্পত্তি, ইত্যাদি ভূমি অন্তর্ভুক্ত থাকিলে করণীয়।**—(১) প্রস্তাবিত ভূমি সম্পূর্ণরূপে খাস খতিয়ানভুক্ত ভূমি হইলে (প্রত্যাশী বেসরকারি ব্যক্তি বা সংস্থা কর্তৃক দাখিলকৃত প্রস্তাব ব্যতীত) তাহা অধিগ্রহণ না করিয়া বিধি মোতাবেক বন্দোবস্ত প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) অধিগ্রহণ প্রস্তাবে আংশিক ভূমি ১নং খাস খতিয়ানভুক্ত থাকিলে উহা প্রচলিত পদ্ধতিতে বন্দোবস্ত প্রদান কিংবা অধিগ্রহণের জন্য প্রস্তাব করা যাইবে, এবং এইক্ষেত্রে খাস সম্পত্তির মূল্য প্রচলিত পদ্ধতিতে ধার্য করিয়া মূল্য বাবদ অর্থ প্রত্যাশী সংস্থার নিকট হইতে আদায়ক্রমে '৭- ভূমি রাজস্ব বিবিধ আদায়' খাতে বা সরকার নির্ধারিত কোডে জমা প্রদান করিয়া প্রত্যাশী সংস্থা বরাবরে দখল হস্তান্তর করিতে হইবে।

(৩) অধিগ্রহণ প্রস্তাবে আংশিক বা সম্পূর্ণ ভূমিতে অর্পিত, পরিত্যক্ত বা অন্য কোনো সরকারি স্বার্থসংশ্লিষ্ট ভূমি অন্তর্ভুক্ত থাকিলে উক্ত সম্পত্তি, এই বিধিমালার বিধান অনুযায়ী, অধিগ্রহণ করত ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রদেয় অর্থ প্রত্যাশী সংস্থার নিকট হইতে আদায়ক্রমে সংশ্লিষ্ট সরকারি হিসাব বা কোডে জমা প্রদানপূর্বক প্রত্যাশী সংস্থা বরাবরে দখল হস্তান্তর করিতে হইবে।

(৪) কোনো প্রত্যাশী সরকারি সংস্থার জন্য পূর্বে অধিগ্রহণকৃত কোনো স্থাবর সম্পত্তি কোনো প্রত্যাশী বেসরকারি ব্যক্তি বা সংস্থার অনুকূলে অধিগ্রহণ বা হস্তান্তর করা যাইবে না।

৮। **সরকারি, আধা-সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার মালিকানাধীন বা পূর্বে অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তির আন্তঃবিভাগীয় হস্তান্তর।**—(১) অধিগ্রহণ প্রস্তাবে (সম্পূর্ণ বা আংশিক ভূমিতে) অন্য কোনো সরকারি, আধা-সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার মালিকানাধীন বা পূর্বে অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তি অন্তর্ভুক্ত থাকিলে উহা অধিগ্রহণের পরিবর্তে কেবল উক্ত সম্পত্তির মূল্য ধার্য করিয়া উক্ত অর্থ প্রত্যাশী সরকারি সংস্থার নিকট হইতে আদায়ক্রমে উহা উপ-বিধি (২) এর দফা (ঙ) অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে প্রদান করিয়া সংশ্লিষ্ট ভূমি প্রত্যাশী সরকারি সংস্থার বরাবরে দখল হস্তান্তর করা যাইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর বিধান বাস্তবায়নকল্পে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে, যথা:—

(ক) প্রত্যাশী সরকারি সংস্থা ৩ (তিন) ফর্দ নকশা (প্রস্তাবিত ভূমির সীমানা লাল কালি দ্বারা চিহ্নিত করিয়া), তিন ফর্দ দাগসূচি (মৌজা নং, জে.এল. নং, দাগ নং, দাগের মোট সম্পত্তির পরিমাণ ও হস্তান্তরের জন্য প্রস্তাবিত ভূমির পরিমাণ) এবং প্রস্তাবিত ভূমি কত নম্বর ভূমি অধিগ্রহণ মামলা (এল.এ. কেস) মূলে পূর্বতন প্রত্যাশী সংস্থার অনুকূলে অধিগৃহীত হইয়াছে এতৎসম্পর্কীয় তথ্যসহ কী উদ্দেশ্যে প্রস্তাবিত জমি প্রয়োজন, প্রকল্পের জন্য আর্থিক বরাদ্দ রহিয়াছে কি না, ইত্যাদি তথ্য বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করিয়া নিয়ন্ত্রণাধীন মন্ত্রণালয় বা বিভাগের মাধ্যমে ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করিবে;

(খ) দফা (ক) এর অধীন প্রস্তাব প্রাপ্তির পর ভূমি মন্ত্রণালয়,—

(অ) এক ফর্দ নকশা ও এক ফর্দ দাগসূচি পূর্বতন প্রত্যাশী সংস্থার নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয় বা বিভাগে প্রেরণ করিয়া প্রস্তাবিত হস্তান্তরের বিষয়ে মতামত সংগ্রহ করিবে; এবং

(আ) এক ফর্দ নকশা ও এক ফর্দ দাগসূচি সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরণ করিয়া সম্পৃক্ত অধিগ্রহণ চূড়ান্তকৃত কি না, প্রস্তাবিত সম্পত্তি বর্তমানে কী অবস্থায় রহিয়াছে, প্রস্তাব মোতাবেক সম্পত্তি হস্তান্তরে আইনগত বা অন্য কোনো জটিলতা দেখা দিবে কি না তদ্বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করিবে;

(গ) জেলা প্রশাসক এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগের মতামত প্রাপ্তির পর ভূমি মন্ত্রণালয় বিষয়টি বিবেচনা করিয়া হস্তান্তর সম্পর্কে যথোপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণক্রমে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করিবে;

(ঘ) হস্তান্তর প্রস্তাব ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হইলে অনুমোদন সংক্রান্ত ভূমি মন্ত্রণালয়ের পত্র প্রাপ্তির অব্যবহিত পর জেলা প্রশাসক, আইন ও এই বিধিমালা অনুসরণে, সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বাজার মূল্য ও অন্যান্য স্থাপনার মূল্য নির্ধারণ করিয়া প্রত্যাশী সরকারি সংস্থাকে ১২০ (একশত বিশ) কার্যদিবসের মধ্যে উক্ত অর্থ জমা প্রদানের জন্য অবহিত করিবেন এবং ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক আরোপিত শর্ত (যদি থাকে) প্রতিপালনের পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন;

(ঙ) জেলা প্রশাসক, প্রত্যাশী সরকারি সংস্থার নিকট হইতে অর্থ প্রাপ্তির পর, পূর্বতন প্রত্যাশী সংস্থা কর্তৃক বিবেচ্য সম্পত্তি অধিগ্রহণকালে ক্ষতিপূরণ বাবদ যে অর্থ প্রদান করিয়াছিল অথবা দফা (ঘ) অনুযায়ী সম্পত্তির নির্ণীত প্রকৃত বাজারমূল্য (বাজার মূল্যের উপর আরোপিত অতিরিক্ত অংশ ব্যতীত), যাহা অধিক হইবে, সেই পরিমাণ অর্থ পূর্বতন প্রত্যাশী সংস্থাকে প্রদান করিয়া অবশিষ্ট অর্থ, যদি থাকে, '৭- ভূমি রাজস্ব বিবিধ আদায়' বা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত খাত বা কোডে জমা করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, ভূমি ব্যতীত অন্যান্য সম্পত্তির মূল্য বাবদ প্রাপ্ত অর্থ পূর্বতন প্রত্যাশী সংস্থা ফেরত পাইবে;

(চ) জেলা প্রশাসক, দফা (ঙ)-তে উল্লিখিত কার্যাদি সম্পন্ন হইবার পর, ট্রেসিংক্লথে দুই ফর্দ চূড়ান্ত নকশা প্রস্তুত করিয়া এক ফর্দ নকশাসহ প্রস্তাবিত ভূমির দখল প্রত্যাশী সরকারি সংস্থা বরাবরে হস্তান্তর করিয়া দিবেন ও নকশার অপর ফর্দ নথির সহিত সংরক্ষণ করিবেন; এবং সঙ্গে সঙ্গে পূর্বতন এল.এ. কেসের দুই ফর্দ সংশোধিত নকশা টেসিংক্লথে প্রস্তুত করিয়া এক ফর্দ পূর্বতন প্রত্যাশী সংস্থার বরাবরে প্রেরণ করিবেন ও অপর ফর্দ এল.এ. কেস নথিতে সংরক্ষণ করিবেন;

(ছ) জেলা প্রশাসক, প্রস্তাবিত ভূমি হস্তান্তরের অব্যবহিত পর, হস্তান্তর সম্পর্কিত একটি বিজ্ঞপ্তি তফসিল-১২ মোতাবেক সরকারি গেজেট প্রকাশনার ব্যবস্থা করিবেন এবং গেজেটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর যথানিয়মে নামজারি, জমাভাগ ও সংশ্লিষ্ট রেকর্ড সংশোধনের ব্যবস্থা করিবেন।

৯। **ধর্মীয় উপাসনালয়, কবরস্থান, শ্মশান, ইত্যাদির ক্ষেত্রে করণীয়।**—(১) প্রকল্পের অ্যালাইনমেন্টের অভ্যন্তরে কোনো ধর্মীয় উপাসনালয়, কবরস্থান বা শ্মশান হিসাবে ব্যবহৃত কোনো ভূমি থাকিলে এবং কোনোক্রমেই উহাকে অ্যালাইনমেন্ট-বহির্ভূত করিবার অবকাশ না থাকিলে, তাহা নকশায় পৃথক কালিতে চিহ্নিত করিতে হইবে এবং অধিগ্রহণ প্রস্তাবে বিষয়টির অপরিহার্যতা সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত কারণে ধর্মীয় উপাসনালয়, কবরস্থান বা শ্মশান হিসাবে ব্যবহৃত কোনো ভূমি অধিগ্রহণ করিতে হইলে, যথাসম্ভব অধিগ্রহণকৃত অবকাঠামোর সমমানের অথবা উহা অপেক্ষা উন্নতমানের অবকাঠামো নির্মাণ, স্থানান্তর অথবা নূতনভাবে স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে প্রত্যাশী সংস্থা সম্ভাব্য যেসকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে অথবা করিতে পারিবে তাহা অধিগ্রহণ প্রস্তাবে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করিতে হইবে।

(৩) কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটি বা জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটির সভায় ধর্মীয় উপাসনালয়, কবরস্থান বা শ্মশান হিসাবে ব্যবহৃত কোনো ভূমি অধিগ্রহণের বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের সহিত বিস্তারিত আলোচনা করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে এবং প্রত্যাশী সংস্থাকে, প্রয়োজনে, সংশ্লিষ্ট ধর্মীয় উপাসনালয়, কবরস্থান বা শ্মশানের পরিচালনা পর্ষদ বা মালিকের সহিত চুক্তি সম্পাদন করিতে হইবে।

১০। **নদী, খাল বা জলাশয়, পাহাড়, টিলা ও বন হিসাবে ঘোষিত এলাকা, ইত্যাদি ক্ষেত্রে করণীয়।**—(১) নদী, খাল বা জলাশয়, পাহাড়, টিলা ও বন হিসাবে ঘোষিত এলাকা অধিগ্রহণ করা যাইবে না, তবে অপরিহার্য ক্ষেত্রে অধিগ্রহণসীমা বা অ্যালাইনমেন্টের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করিতে হইলে, উহাকে অধিগ্রহণ প্রস্তাব বা দাগসূচির বাহিরে রাখিয়া এবং প্রকৃতি ও ব্যবহার অক্ষুণ্ন রাখিয়া অ্যালাইনমেন্টভুক্ত করা যাইবে।

(২) প্রাকৃতিকভাবে কোনো জলাশয়ের শ্রেণি পরিবর্তিত হইয়া গেলে এবং উহা ভবিষ্যতে জলাশয় হিসাবে ব্যবহারের কোনো অবকাশ না থাকিলে, প্রচলিত পদ্ধতিতে শ্রেণি পরিবর্তন করিয়া, অধিগ্রহণভুক্ত করা যাইবে।

১১। **জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের জন্য অধিগ্রহণ প্রস্তাবিত এলাকার ভূমি ক্রয়-বিক্রয় ও উহাতে অবকাঠামো নির্মাণে নিয়ন্ত্রণ আরোপ।**—(১) জেলা প্রশাসক, ধারা ৪ এর উপ-ধারা (১২) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রয়োজনে, সংশ্লিষ্ট মৌজার 'মূল্য বৃদ্ধির হার' এর অধিক মূল্যে প্রস্তাবিত ভূমি ক্রয়-বিক্রয়, ভূমির প্রকৃতি পরিবর্তন এবং উহাতে সকল প্রকার স্থাপনা বা অবকাঠামো নির্মাণে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করিবেন এবং অনুরূপ কোনো কার্য করা হইলে উহা ক্ষতিপূরণ নির্ধারণে গ্রহণযোগ্য হইবে না মর্মে আদেশ প্রদান করিয়া তফসিল-১৩ মোতাবেক গণবিজ্ঞপ্তি জারি করিবেন।

উদাহরণ।—ধরা যাক, কোনো নির্দিষ্ট মৌজার 'নাল' শ্রেণির ভূমি হস্তান্তরে ২০২৪ সনে ধার্যকৃত মৌজাভিত্তিক সর্বনিম্ন মূল্য ছিল একর প্রতি ৪,০০,০০০/- (চার লক্ষ) টাকা। সাব-রেজিস্ট্রার অফিস কর্তৃক উক্ত মৌজার ২০২৫ সনের জন্য নির্ধারিত সর্বনিম্ন মূল্য ৪,৬০,০০০/- (চার লক্ষ ষাট হাজার) টাকা হইলে ২০২৪ সন হইতে ২০২৫ সনে মূল্য বৃদ্ধি হয় ১৫% (শতকরা পনের ভাগ)। এইক্ষেত্রে ২০২৬ সনে উক্ত ভূমি হস্তান্তর করা হইলে দলিলে উল্লিখিত মূল্য ২০২৫ সনে উল্লিখিত সর্বনিম্ন মূল্য অপেক্ষা ১৫% (শতকরা পনের ভাগ) এর অধিক, অর্থাৎ ৫,২৯,০০০/- (পাঁচ লক্ষ উনত্রিশ হাজার) টাকার অধিক হইবে না।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন জারীকৃত গণবিজ্ঞপ্তির কপি জেলা প্রশাসকের কার্যালয়সহ প্রস্তাবিত স্থানে প্রদর্শন এবং সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তরে প্রদর্শনের জন্য প্রেরণ করিতে হইবে।

(৩) উপ-বিধি (১) এর বিধান লঙ্ঘন করিয়া কোনো কার্য করা হইলে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের সময় উহা বিবেচনা করা যাইবে না এবং, প্রয়োজনবোধে, সরকারি আদেশ লঙ্ঘনের দায়ে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, জরুরি প্রয়োজনে, জেলা প্রশাসকের অনুমতি গ্রহণ সাপেক্ষে, উক্ত সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয় করা যাইবে।

১২। **জেলা প্রশাসক কর্তৃক প্রস্তাব গ্রহণ**।—(১) এই বিধিমালার বিধান অনুযায়ী যাচাই অন্তে এবং সম্ভাব্যতা যাচাই কার্যক্রমের ফলাফলের পরিপ্রেক্ষিতে অধিগ্রহণ প্রস্তাব যথাযথ মর্মে প্রতীয়মান হইলে জেলা প্রশাসক সংশ্লিষ্ট প্রস্তাব গ্রহণ করিবেন।

(২) কোনো প্রস্তাবের সহিত আবশ্যকীয় কাগজপত্র দাখিল করা না হইলে জেলা প্রশাসকের অনুমোদনক্রমে ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট প্রত্যাশী সংস্থাকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিলের জন্য সময় উল্লেখপূর্বক লিখিতভাবে অনুরোধ করিবেন।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন অনুরোধ করা সত্ত্বেও যাচিত কাগজপত্র পাওয়া না গেলে, অথবা উল্লিখিত সময়ের মধ্যে যাচিত কাগজপত্র দাখিল করা না হইলে, অথবা দাখিল করিতে ব্যর্থতার বিষয়ে উপযুক্ত কারণসহ অবহিত করা না হইলে, অথবা কারণ উপযুক্ত প্রতীয়মান না হইলে, জেলা প্রশাসক প্রাপ্ত প্রস্তাবের বিষয়ে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করিবেন না।

(৪)সরকার, প্রয়োজনে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, আইন ও এই বিধিমালার অধীন অধিগ্রহণ প্রস্তাবের বিষয়ে সুপারিশ প্রদানের নিমিত্ত যে কোনো কমিটি গঠন ও পুনর্গঠন এবং উহার কার্যপরিধি ও পদ্ধতি নির্ধারণ বা পুনর্নির্ধারণ করিতে পারিবে।

১৩। **ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তাব যাচাই ও গ্রহণ**।—(১) ভূমি মন্ত্রণালয়, কোনো অধিগ্রহণ প্রস্তাব প্রাপ্ত হইলে, প্রকল্পের জনপ্রয়োজন বা জনস্বার্থ বিবেচনায় ও সংযুক্ত সকল কাগজপত্র যাচাইঅন্তে, ধারা ৪ এর অধীনে কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সংযুক্ত কাগজপত্রসহ সংশ্লিষ্ট প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক বরাবর প্রেরণ করিবে।

(২) জেলা প্রশাসক, উপ-বিধি (১) এর অধীন, ভূমি মন্ত্রণালয় হইতে সংযুক্ত কাগজপত্রসহ অধিগ্রহণ প্রস্তাব প্রাপ্তির পর উহা বিধি ৪ অনুসারে যাচাই করিবার জন্য ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তাকে প্রয়োজনীয় আদেশ প্রদান করিবেন।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন প্রাপ্ত প্রস্তাবের সহিত অত্যাবশ্যকীয় সকল কাগজপত্র না থাকিলে জেলা প্রশাসকের অনুমোদনক্রমে ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট প্রত্যাশী সংস্থাকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিলের জন্য সময় উল্লেখপূর্বক লিখিতভাবে অনুরোধ করিবেন।

(৪)উপ-বিধি (৩) এর অধীন অনুরোধ করা সত্ত্বেও প্রত্যাশী সংস্থা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যাচিত কাগজপত্র দাখিল না করিলে, অথবা দাখিল করিতে ব্যর্থতার বিষয়ে উপযুক্ত কারণসহ অবহিত না করিলে, অথবা কারণ অবহিত করিলেও উহা উপযুক্ত প্রতীয়মান না হইলে, জেলা প্রশাসক, এতদ্বিষয়ে তাহার মতামতসহ প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট প্রস্তাব ও সংযুক্ত কাগজপত্র ভূমি মন্ত্রণালয়ে ফেরত প্রদান করিবেন।

(৫) ভূমি মন্ত্রণালয়, উপ-বিধি (৪) এর অধীন, জেলা প্রশাসকের নিকট হইতে অধিগ্রহণ প্রস্তাব ফেরত প্রাপ্তির পর যেভাবে উপযুক্ত মনে করিবে সেইভাবে উহা নিষ্পত্তি করিবে।

১৪। **কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটি**।- (১) তফসিল-১৪-তে বর্ণিত এলাকা এবং প্রত্যাশী বেসরকারি ব্যক্তি বা সংস্থার অধিগ্রহণ প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটিতে উপস্থাপন করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, প্রত্যাশী বেসরকারি ব্যক্তি বা সংস্থা কর্তৃক দাখিলকৃত অধিগ্রহণ প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম গ্রহণের ক্ষেত্রে ভূমি মন্ত্রণালয়েরও অনুমোদন গ্রহণের প্রয়োজন হইবে।

(২) নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটি গঠিত হইবে, যথা:—

(ক) মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) প্রতিমন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়, যদি থাকেন;

(গ) সিনিয়র সচিব বা সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়;

(ঘ) সিনিয়র সচিব বা সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ;

(ঙ) সিনিয়র সচিব বা সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়;

(চ) সিনিয়র সচিব বা সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ;

(ছ) সিনিয়র সচিব বা সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়;

(জ) সিনিয়র সচিব বা সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রণালয়;

(ঝ) সিনিয়র সচিব বা সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়;

(ঞ) সিনিয়র সচিব বা সচিব, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়;

(ট) সিনিয়র সচিব বা সচিব, সড়ক ও মহাসড়ক বিভাগ;

(ঠ) সিনিয়র সচিব বা সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়;

(ড) সিনিয়র সচিব বা সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ;

(ঢ) সিনিয়র সচিব বা সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়;

(ণ) সিনিয়র সচিব বা সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ;

(ত) সিনিয়র সচিব বা সচিব, ধর্ম মন্ত্রণালয়;

(থ) বিভাগীয় কমিশনার (সংশ্লিষ্ট বিভাগ);

(দ) অতিরিক্ত সচিব বা, ক্ষেত্রমত, যুগ্মসচিব (অধিগ্রহণ অনুবিভাগ), ভূমি মন্ত্রণালয়;

(ধ) চেয়ারম্যান, সংশ্লিষ্ট নগর বা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ;

(ন) পরিচালক, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর;

(প) জেলা প্রশাসক (সংশ্লিষ্ট জেলা); এবং

(ফ) উপসচিব (অধিগ্রহণ-১), ভূমি মন্ত্রণালয়, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

ব্যাখ্যা।—এই বিধিতে উল্লিখিত "নগর বা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ" বলিতে, ক্ষেত্রমত, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, গাজীপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, নারায়ণগঞ্জ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, বরিশাল উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ময়মনসিংহ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, কুমিল্লা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বা রংপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, এবং আইন দ্বারা সৃষ্ট এতদ্বিষয়ক অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ।

(৩) সরকারি, আধা-সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কোনো ভূমি অথবা কোনো সংস্থার নামে পূর্বে অধিগ্রহণকৃত কোনো ভূমি অধিগ্রহণ প্রস্তাবে অন্তর্ভুক্ত থাকিলে কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটির সভায় উক্ত সংস্থা এবং উহার নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয় বা বিভাগের প্রতিনিধিকে প্রয়োজনীয় তথ্য ও মতামতসহ উপস্থিত থাকিবার জন্য আহ্বান জানাইতে হইবে।

(৪) ধর্মীয় উপাসনালয়, কবরস্থান বা শ্মশান হিসাবে ব্যবহৃত কোনো ভূমি অধিগ্রহণ প্রস্তাবে অন্তর্ভুক্ত থাকিলে, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিকে কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটির সভায় অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান জানাইতে হইবে।

(৫) কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটির সভায় প্রত্যাশী সরকারি সংস্থার নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সচিব এবং প্রকল্প পরিচালককে উপস্থিত থাকিবার জন্য আমন্ত্রণ জানাইতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, প্রত্যাশী সরকারি সংস্থার উপযুক্ত প্রতিনিধি সংশ্লিষ্ট সভায় উপস্থিত না থাকিলে উক্ত প্রস্তাব বিবেচনা করা যাইবে না।

(৬) কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটির সভায় অধিগ্রহণ প্রস্তাব বিবেচনাকালে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা করিতে হইবে, যথা:—

(ক) অধিগ্রহণ প্রস্তাব ও কাগজপত্র যথাযথ কি না;

(খ) সম্ভাব্যতা যাচাই ও স্থান নির্ধারণ কমিটির প্রতিবেদন এবং জেলা স্থান নির্বাচন কমিটির প্রতিবেদন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);

(গ) টেকনিক্যাল কমিটির প্রতিবেদন (যদি থাকে);

(ঘ) প্রস্তাবটি জনস্বার্থ সম্পৃক্ত কি না;

(ঙ) প্রস্তাবিত ভূমি অধিগ্রহণ অপরিহার্য কি না;

(চ) প্রস্তাবিত বা সুপারিশকৃত ভূমির পরিমাণ ন্যূনতম কি না;

(ছ) উর্ধ্বমুখী বা নিম্নমুখী সম্প্রসারণের মাধ্যমে প্রস্তাবিত ভূমির পরিমাণ কমানো যায় কি না;

(জ) সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি;

(ঝ) প্রস্তাবে দুই বা তিন ফসলি কৃষি ভূমি বা জলাশয় বা জনসাধারণের ব্যবহার্য ভূমি অন্তর্ভুক্ত থাকিলে অধিগ্রহণের অপরিহার্যতা;

(ঞ) অধিগ্রহণের ফলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হইলে প্রত্যাশী সংস্থা পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করিবে কি না;

(ট) প্রস্তাবিত ভূমিতে ধর্মীয় উপাসনালয়, কবরস্থান, শ্মশান, ইত্যাদি থাকিলে উক্ত ভূমির অধিগ্রহণ অত্যাবশ্যকীয় কি না এবং পুনর্বাসন বা স্থানান্তরের বিষয়ে প্রত্যাশী সংস্থার কোনো সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা রহিয়াছে কি না; এবং

(ঠ) প্রত্যাশী বেসরকারি ব্যক্তি বা সংস্থার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা সংস্থার নিজস্ব ভূমিতে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা সম্ভব কি না এবং উক্ত ব্যক্তি বা সংস্থা ভূমি ক্রয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করিয়া ব্যর্থ হইয়াছেন কি না।

(৭) কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটি উহার সভায় বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনা করিয়া জমির পরিমাণসহ ভূমি অধিগ্রহণের প্রয়োজনীয় অনুমোদন প্রদান বা উপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে এবং, প্রয়োজনবোধে, অধিগ্রহণে অনুসরণীয় শর্ত নির্ধারণ বা নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

(৮) কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত অধিগ্রহণ প্রস্তাবের নকশা ও দাগসূচিতে, সভার তারিখ ও ভূমির পরিমাণ উল্লেখপূর্বক, সংশ্লিষ্ট কমিটির সদস্য-সচিব স্বাক্ষর করিবেন।

(৯) কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটির অনুমোদনের জন্য প্রেরিত প্রস্তাবের সহিত জেলা প্রশাসকের সুপারিশ বা সুনির্দিষ্ট মতামত এবং নকশা ও দাগসূচিতে স্বাক্ষর থাকিতে হইবে।

১৫। **জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটি।**—(১) বিধি ১৪ এর উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য সকল অধিগ্রহণ প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রস্তাব জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটিতে উপস্থাপন করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটি গঠিত হইবে, যথা:—

(ক) জেলা প্রশাসক, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট;

(গ) সিভিল সার্জন;

(ঘ) নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ;

(ঙ) নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর;

(চ) নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর;

(ছ) মেয়র, সংশ্লিষ্ট পৌরসভা;

(জ) উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর;

(ঝ) উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সংশ্লিষ্ট উপজেলা);

(ঞ) উপপরিচালক বা সহকারী পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর;

(ট) উপপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন;

(ঠ) বিভাগীয় বন কর্মকর্তা;

(ড) প্রকল্প পরিচালক অথবা প্রত্যাশী সংস্থার প্রতিনিধি;

(ঢ) ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা;

(ণ) সহকারী কমিশনার (ভূমি) (সংশ্লিষ্ট উপজেলা বা রাজস্ব সার্কেল); এবং

(ত) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (এল.এ./রাজস্ব), যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(৩) সরকারি, আধা-সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কোনো ভূমি অথবা কোনো সংস্থার নামে পূর্বে অধিগ্রহণকৃত কোনো ভূমি অধিগ্রহণ প্রস্তাবে অন্তর্ভুক্ত থাকিলে জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটির সভায় উক্ত সংস্থা এবং উহার নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয় বা বিভাগের প্রতিনিধিকে প্রয়োজনীয় তথ্য ও মতামতসহ উপস্থিত থাকিবার জন্য আহ্বান জানাইতে হইবে।

(৪)জেলা প্রশাসক, প্রয়োজনবোধে, জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটিকে সহায়তা বা কারিগরি মতামত প্রদানের জন্য অধিগ্রহণ প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন বা বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের এক বা একাধিক ব্যক্তি বা কর্মকর্তাকে উক্ত কমিটির সভায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবেন।

(৫) ধর্মীয় উপাসনালয়, কবরস্থান বা শ্মশান হিসাবে ব্যবহৃত কোনো ভূমি অধিগ্রহণ প্রস্তাবে অন্তর্ভুক্ত থাকিলে, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি বা স্থানীয় অফিস প্রধানকে জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটির সভায় অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান জানাইতে হইবে।

(৬) জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটির সভায় প্রত্যাশী সংস্থার নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয় বা বিভাগের জেলা পর্যায়ের প্রতিনিধি এবং প্রকল্প পরিচালককে উপস্থিত থাকিবার জন্য আমন্ত্রণ জানাইতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, প্রত্যাশী সরকারি সংস্থার উপযুক্ত প্রতিনিধি সংশ্লিষ্ট সভায় উপস্থিত না থাকিলে উক্ত প্রস্তাব বিবেচনা করা যাইবে না।

(৭) জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটি, উহার সভায় বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনা করিয়া, জমির ন্যূনতম পরিমাণসহ ভূমি অধিগ্রহণে প্রয়োজনীয় অনুমোদন বা উপযুক্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে এবং, প্রয়োজনবোধে, অধিগ্রহণে অনুসরণীয় শর্ত নির্ধারণ বা নির্দেশনা প্রদান করিবে।

(৮) জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটি, উহার সভায় অধিগ্রহণ প্রস্তাব বিবেচনাকালে, বিধি ১৪-তে উল্লিখিত বিষয়সমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা করিয়া প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

(৯) জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত অধিগ্রহণ প্রস্তাবের নকশা ও দাগসূচিতে, সভার তারিখ ও ভূমির পরিমাণ উল্লেখপূর্বক, জেলা প্রশাসক বা, ক্ষেত্রমত, সংশ্লিষ্ট কমিটির সদস্য-সচিব স্বাক্ষর করিবেন।

১৬। **নথি সৃজন।**—(১) অধিগ্রহণ প্রস্তাব প্রাথমিক যাচাইয়ের পরে উক্ত বিষয়ে কেস নথি সৃজন করিতে হইবে।

(২) ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা প্রতিটি অধিগ্রহণ প্রস্তাবের জন্য পৃথক পৃথক কেস নথি সৃজন করিবেন।

(৩) ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রদত্ত নম্বরের ভিত্তিতে নথিসমূহ সৃজিত হইবে, তবে উক্ত পদ্ধতিতে নথি সৃজন করা না গেলে ধারাবাহিক ক্রমিক নম্বরের ভিত্তিতে নথি সৃজন করা যাইবে।

(৪) অধিগ্রহণের প্রস্তাব ও তথ্যবিবরণী উল্লেখপূর্বক নথি উপস্থাপিত হইলে জেলা প্রশাসক, কারণ উল্লেখ করিয়া, ধারা ৪ এর অধীন নোটিশ জারির পক্ষে বা না জারির পক্ষে আদেশ প্রদান করিবেন।

(৫) বিভাগীয় কমিশনার অধিগ্রহণ সংক্রান্ত কেস নথি প্রাপ্ত হইলে পৃথকভাবে তাহার সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন, যাহা সংশ্লিষ্ট নথিতে উল্লেখ করিতে হইবে।

(৬) ভূমি মন্ত্রণালয়, জেলা প্রশাসক বা বিভাগীয় কমিশনারের নিকট হইতে অধিগ্রহণের কোনো প্রস্তাব প্রাপ্ত হইলে, কারণ উল্লেখসহ, উপযুক্ত আদেশ বা সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে।

(৭) নথি অগ্রায়ণ বা ফেরত প্রদানের ক্ষেত্রে সংযুক্ত সকল কাগজপত্র নথির সহিত সংযুক্ত রাখিতে হইবে।

(৮) প্রত্যাশী বেসরকারি ব্যক্তি বা সংস্থার অনুকূলে স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে, সম্পত্তির পরিমাণ যাহাই হউক না কেন, সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে, এবং সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে অধিগ্রহণ সংক্রান্ত কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না।

(৯) ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা তফসিল-১৫ মোতাবেক প্রস্তুতকৃত স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ রেজিস্টারে প্রয়োজনীয় তথ্য পূরণপূর্বক উহা হালনাগাদসহ সংরক্ষণ করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, ডিজিটাল বা ইলেকট্রনিক পদ্ধতি প্রবর্তিত হইলে ডিজিটাল রেজিস্টার ও ডিজিটাল নথি ব্যবস্থাপনা অনুসরণ করিতে হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়

অধিগ্রহণ কার্যক্রম

১৭। **অধিগ্রহণ মামলা রুজু।**—(১) কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটি বা জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটি কর্তৃক অনুমোদন প্রাপ্তির ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে প্রতিটি প্রস্তাবের জন্য জেলা প্রশাসক একটি অধিগ্রহণ মামলা চালু করিবেন, তবে ভূমির পরিমাণের আধিক্য বা অন্য কোনো বিশেষ কারণে ব্যতিক্রম হিসাবে একটি প্রকল্পের জন্য একাধিক নথি সৃজন করা যাইবে।

(২) অধিগ্রহণ মামলাসমূহ অর্থ-বৎসরভিত্তিক ক্রমিক নম্বর প্রদান করিয়া তফসিল-১৫ অনুযায়ী স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ রেজিস্টারে যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে এবং অধিগ্রহণ সংক্রান্ত প্রতিটি কার্যক্রমে, আইন ও এই বিধিমালার বিধান সাপেক্ষে, তফসিল-১৬ তে উল্লিখিত সময়সীমা অনুসরণ করিতে হইবে।

(৩) জেলা প্রশাসক, কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটি বা জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটির অনুমোদন প্রাপ্তির পর, প্রত্যাশী সংস্থার সহিত আলোচনাপূর্বক তফসিল-১৬ তে উল্লিখিত সময়সীমার আলোকে প্রতিটি কার্যক্রম আরম্ভের তারিখ উল্লেখ করিয়া একটি সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করিবেন এবং, ধারা ৪ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত নোটিশসহ, সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করিবেন।

(৪) প্রত্যাশী সংস্থা, অধিগ্রহণ কার্যক্রম সুষ্ঠু ও গতিশীলতার সহিত সম্পন্ন করিবার লক্ষ্যে, জেলা প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় সকল সহায়তা প্রদান করিবে।

(৫) অধিগ্রহণ সংক্রান্ত সকল কার্যক্রমে প্রচলিত পদ্ধতির পাশাপাশি টেলিযোগাযোগ, ইলেকট্রনিক ও তথ্য-যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করা যাইবে।

১৮। **ধারা ৪(৩)(ক) এর অধীন ব্যবস্থা গ্রহণ।**—(১) অধিগ্রহণ মামলা রুজুর পরপরই, ধারা ৪ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন নোটিশ জারির পূর্বে, প্রত্যাশী সংস্থার সহযোগিতায় প্রস্তাবিত প্রকল্প এলাকার ভূমির প্রকৃত অবস্থা, প্রকৃতি, ব্যবহার এবং উপরিস্থিত ফসল, অবকাঠামো ও বৃক্ষরাজিসহ সকল স্থাপনার ডিজিটাল সার্ভে এবং ড্রোন অথবা আধুনিক অন্য কোনো প্রযুক্তি ব্যবহার করিয়া ভিডিওচিত্র ও স্থিরচিত্র গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) অধিগ্রহণ মামলা রুজুর পর, যথাসম্ভব বিরতিহীনভাবে ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে, উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত কার্যক্রম গ্রহণ করিয়া সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে তফসিল-১৭ অনুযায়ী একটি বিবরণী প্রস্তুত করিতে হইবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন বিবরণী প্রস্তুতের সময় প্রতিটি স্থাপনা, অবকাঠামো ও ক্ষতিপূরণযোগ্য বিষয়াদি চিহ্নিতপূর্বক উহাদের স্থিরচিত্র গ্রহণ করিয়া স্বতন্ত্র পরিচিতি নম্বর প্রদান করিতে হইবে, যাহাতে যৌথ তদন্ত ও রোয়েদাদ প্রস্তুতিতে উহা ব্যবহার করা যায়।

(৪)উপ-বিধি (২) এর অধীন বিবরণী প্রস্তুতের সময় দাগভিত্তিক জমির বাস্তব শ্রেণি পরিমাপ করিতে হইবে এবং তফসিল-১৭ অনুযায়ী যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

১৯। **ধারা ৪(১) এর অধীন নোটিশ জারি।**—(১) অধিগ্রহণের জন্য প্রস্তাবিত সম্পূর্ণ ভূমির বিবরণী উল্লেখপূর্বক তফসিল-১৮ মোতাবেক ধারা ৪ এর উপ-ধারা (১) অনুযায়ী নোটিশ জারি করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, জারিতব্য নোটিশ নিকটস্থ ভূমি অফিসের নোটিশ বোর্ড ও ওয়েবসাইটে (যদি থাকে) প্রদর্শনসহ অধিগ্রহণ প্রস্তাবিত ভূমি ও সংশ্লিষ্ট এলাকার দৃশ্যমান স্থানে লটকাইয়া দিতে হইবে।

(৩) প্রত্যাশী সংস্থা নোটিশের বিষয়বস্তু প্রকল্প এলাকায় মাইকিং এর মাধ্যমে প্রচার করিয়া জমির মালিকগণকে নামজারি করিবার অনুরোধ করিবে।

(৪) সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার (ভূমি), অগ্রাধিকার ভিত্তিতে, আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ও স্বীয় উদ্যোগে, যথসম্ভব দ্রুততম সময়ে, প্রস্তাবিত ভূমির নামজারি ও রেকর্ড হালনাগাদকরণ সম্পন্ন করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(৫) প্রত্যাশী বেসরকারি ব্যক্তি বা সংস্থার অনুকূলে স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে, ধারা ৪ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন নোটিশ জারির পূর্বে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা সংস্থাকে তফসিল-১০ এ বর্ণিত ছক মোতাবেক, ধারা ১৭ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন, জেলা প্রশাসকের সহিত একটি চুক্তি সম্পাদন করিতে হইবে।

২০। **অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে আপত্তি নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া।**—(১) ধারা ৪ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন নোটিশ জারির ১৫ (পনেরো) কার্যদিবসের মধ্যে প্রস্তাবিত ভূমিতে স্বার্থসংশ্লিষ্ট কোনো ব্যক্তির নিকট হইতে অধিগ্রহণ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ধারা ৫ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রাপ্ত আপত্তি তফসিল-১৯ মোতাবেক আপত্তি ও শুনানি রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করিয়া অধিগ্রহণ কেসের আদেশপত্রের মাধ্যমে জেলা প্রশাসকের নিকট উপস্থাপন করিতে হইবে।

(২) জেলা প্রশাসক স্বয়ং, অথবা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে, শুনানি গ্রহণ করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক শুনানি গ্রহণ বা অনুসন্ধান করিলে সংশ্লিষ্ট আদেশপত্রে জেলা প্রশাসকের মতামত থাকিতে হইবে।

(৩) উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রাপ্ত কোনো আপত্তি শুনানিকালে আপত্তি দাখিলকারীর বক্তব্য সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে এবং, আপত্তিকারীর আপত্তি ও বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে, প্রত্যাশী সংস্থার লিখিত বক্তব্য গ্রহণ করিতে হইবে।

(৪) কোনো আপত্তিকারী আপত্তি প্রত্যাহার করিতে চাহিলে তাহা লিখিতভাবে করিতে হইবে এবং আপত্তি প্রত্যাহারের জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণের প্রয়োজন হইবে না।

(৫) উপ-বিধি (৪) এর অধীন কোনো আপত্তি প্রত্যাহার করা হইলে, আদেশপত্রে উহার উল্লেখ করিতে হইবে।

(৬) জেলা প্রশাসক, শুনানি গ্রহণের পর অথবা, প্রয়োজনবোধে, অধিকতর অনুসন্ধানের পর, আপত্তি সম্বন্ধে তাহার সুনির্দিষ্ট মতামতসহ একটি প্রতিবেদন আপত্তি দাখিলের সময়সীমা উত্তীর্ণ হইবার ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবস অথবা জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের ক্ষেত্রে ১৫ (পনেরো) কার্যদিবসের মধ্যে প্রস্তুত করিবেন এবং সিদ্ধান্তের জন্য উহা, ৫০ বিঘার (১৬.৫০ একর) নিম্নের ভূমির ক্ষেত্রে বিভাগীয় কমিশনারের নিকট এবং ৫০ বিঘা (১৬.৫০ একর) ও তদূর্ধ্ব ভূমির ক্ষেত্রে ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করিবেন।

(৭) ধারা ৫ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত সময়ের মধ্যে কোনো আপত্তি দাখিল করা না হইলে বা দাখিলকৃত আপত্তি প্রত্যাহার করা হইলে, অধিগ্রহণ প্রস্তাবিত ভূমি ৫০ বিঘার (১৬.৫০ একর) নিম্নে হইলে, জেলা প্রশাসক, উক্ত ধারায় উল্লিখিত সময় অতিক্রান্ত হইবার পর, অধিগ্রহণের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন এবং অধিগ্রহণ প্রস্তাবিত ভূমি ৫০ বিঘা (১৬.৫০ একর) ও তদূর্ধ্ব হইলে, সুপারিশ সংবলিত নথি সিদ্ধান্তের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করিবেন।

(৮) কোনো প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় ভূমির পরিমাণ ৫০ (পঞ্চাশ) বিঘার ঊর্ধ্বে হইলে, উক্ত ভূমি অধিগ্রহণের লক্ষ্যে, অধিগ্রহণ কেসের সংখ্যা এবং কেসভুক্ত ভূমির পরিমাণ যাহাই হউক না কেন, কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটির সুপারিশ গ্রহণপূর্বক সরকার প্রধানের অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

২১। **সরকার বা কমিশনার কর্তৃক অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ**।—(১) বিভাগীয় কমিশনার বা, ক্ষেত্রমত, সরকার ধারা ৬ এর উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত সময়সীমা অনুযায়ী অধিগ্রহণের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে, যাহা নথিতে লিপিবদ্ধ ও স্বাক্ষরপূর্বক জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

(২) সরকার বা বিভাগীয় কমিশনারের সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির পর জেলা প্রশাসক উক্ত নথি মূল নথিতে একীভূত করিবেন এবং, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, নকশা ও দাগসূচিতে স্বাক্ষর করিবেন।

২২। **অধিগ্রহণ প্রস্তাবিত জমির তথ্য সংগ্রহ ও রেকর্ড হালনাগাদকরণ**।—(১) ধারা ৫ বা, ক্ষেত্রমত, ধারা ৬ এর অধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর প্রত্যাশী সংস্থার নিকট হইতে প্রাপ্ত তফসিল-৯ এ বর্ণিত ভূমি মালিকানার প্রাথমিক তথ্য ছকের অবশিষ্ট তথ্যাদি পূরণ করিয়া প্রেরণের জন্য সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর নিকট প্রেরণ করিতে হইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে উক্ত ছকের সহিত প্রত্যাশী সংস্থার নিকট হইতে প্রাপ্ত সমন্বিত দাগসূচির কপি সংযুক্ত করিতে হইবে।

(২) ধারা ৫ বা, ক্ষেত্রমত, ধারা ৬ এর অধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় তফসিল পরিবর্তিত হইলে উহার আলোকে ভূমি মালিকানার প্রাসঙ্গিক তথ্য সংশোধন করিতে হইবে।

(৩) উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত তথ্য সংগ্রহের সুবিধার্থে প্রত্যাশী সংস্থার প্রতিনিধি ও এক বা একাধিক সার্ভেয়ারকে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব প্রদান করিতে হইবে, যাহারা উপজেলা ভূমি অফিস ও ইউনিয়ন ভূমি অফিসে যোগাযোগ ও সমন্বয় করিয়া দ্রুততম সময়ে তথ্য সংগ্রহ নিশ্চিত করিবেন।

(৪) সহকারী কমিশনার (ভূমি), ১৫ (পনেরো) কার্যদিবসের মধ্যে, তফসিল-৯ এর অবশিষ্ট তথ্য পূরণ করিয়া উহা ভূমি অধিগ্রহণ (এল.এ.) শাখায় প্রেরণ করিবেন।

(৫) ক্যাডাস্ট্রাল সার্ভে (সিএস) হইতে সর্বশেষ জরিপ পর্যন্ত রেকর্ড ও সংশ্লিষ্ট রেজিস্টারসমূহ পর্যালোচনা করিয়া প্রস্তাবিত ভূমিতে সরকারি স্বার্থ রহিয়াছে মর্মে পরিলক্ষিত হইলে, সরকারি স্বার্থের বিবরণ, কারণ, জমির পরিমাণ, মামলা সংক্রান্ত তথ্য, ইত্যাদির বিস্তারিত তথ্য ছকে দাগভিত্তিক উল্লেখ করিতে হইবে এবং কোনো দাগের আংশিক ভূমিতেও সরকারি স্বার্থ পরিলক্ষিত হইলে উক্ত আংশিক ভূমির পরিমাণ ও অবস্থান নিরূপণ করিয়া সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করিতে হইবে।

(৬) প্রস্তাবিত ভূমির বকেয়া ভূমি উন্নয়ন কর আদায় ও ক্ষতিপূরণ প্রদানের লক্ষ্যে মালিকানা নির্ধারণের প্রয়োজনে, প্রত্যাশী সংস্থার অনুকূলে দখল হস্তান্তরের পূর্ব পর্যন্ত, সংশ্লিষ্ট ভূমি ক্ষতিগ্রস্ত ভূমি মালিকের অনুকূলে রেকর্ড হালনাগাদকরণ বা নামজারি করা যাইবে, তবে নামজারি খতিয়ান, দাখিলা ও অন্যান্য কাগজপত্রে 'অধিগ্রহণকৃত ভূমি, অধিগ্রহণ বা ক্ষতিপূরণ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম ব্যতীত অন্য কোনো ক্ষেত্রে ইহা গ্রহণযোগ্য হইবে না' মর্মে সিলমোহর প্রদান করিতে হইবে।

(৭) ভূমি মালিকানার প্রাথমিক ছক ভূমি অধিগ্রহণ শাখায় প্রেরণের পর সম্পাদিত নামজারি বা সংশোধিত খতিয়ানের একটি কপি উক্ত শাখায় প্রেরণ করিতে হইবে এবং, খতিয়ানের কপি প্রাপ্তির পর, উক্ত শাখা তফসিল-৯ এর ছক ও অন্যান্য তথ্য হালনাগাদ করিবে।

২৩। **যৌথ তদন্ত**।—(১) জেলা প্রশাসক, ধারা ৪ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন নোটিশ জারির ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে প্রত্যাশী সংস্থার প্রতিনিধি, সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থার প্রতিনিধি ও স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে ভিডিও ও স্থিরচিত্র ধারণ এবং, প্রয়োজনবোধে, ড্রোন ও ডিজিটাল সার্ভের মাধ্যমে বা অন্য কোনো আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করিয়া প্রস্তাবিত ভূমির হালনাগাদ মালিকানার তথ্য, বাস্তব অবস্থা ও উহার উপরিস্থিত স্থাপনা, অবকাঠামো, বৃক্ষরাজি, ইত্যাদি সরেজমিন যৌথ তদন্ত করিয়া তফসিল-১৭ তে বর্ণিত ছকে বিস্তারিত তথ্য সংবলিত যৌথ তালিকা প্রস্তুত করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, যুক্তিসঙ্গত কোনো কারণ থাকিলে, উক্ত তালিকা প্রণয়নের জন্য আরও অনধিক ১৫ (পনেরো) কার্যদিবস পর্যন্ত সময় গ্রহণ করা যাইবে।

(২) যৌথ তদন্তকালে ধারা ৪ এর উপ-ধারা (৩) এর দফা (ক) এর অধীন ভিডিও ও স্থিরচিত্রে ধারণকৃত এবং বিবরণীতে উল্লিখিত জমির বাস্তব শ্রেণি এবং স্থাপনা, ফসল, বৃক্ষরাজি বা অবকাঠামো ব্যতীত অন্য কোনো শ্রেণির জমি বা স্থাপনা, ফসল, বৃক্ষরাজি বা অবকাঠামো যৌথ তালিকায় অর্ন্তভুক্ত করা যাইবে না।

(৩) যৌথ তদন্তকালে ভূমির সর্বশেষ মালিকানা ও দখলের দাগভিত্তিক তথ্য লিপিবদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে, যথা:—

(ক) পূর্বে সংগৃহীত তফসিল-৯ এর মালিকানা তথ্যাদির ভিত্তিতে ও দাগভিত্তিক (প্লট-টু-প্লট) তদন্ত, প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান ও কাগজপত্র পর্যালোচনা করিয়া প্রত্যেক ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির দাগভিত্তিক সুনির্দিষ্ট প্রাপ্যতা বা জমির পরিমাণ উল্লেখসহ তফসিল-২০ অনুযায়ী হালনাগাদ বা সর্বশেষ মালিকানা ও দখলের তথ্য লিপিবদ্ধপূর্বক ফিল্ডবুক সংরক্ষণ করিতে হইবে;

(খ) স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ যাহাতে তাহাদের মালিকানা, স্বত্ব বা স্বার্থসংশ্লিষ্ট দলিল ও কাগজপত্র তদন্তকারী কর্মকর্তার নিকট উপস্থাপন করিতে পারেন, তদুদ্দেশ্যে যৌথ তদন্তের সময় তাহাদের উপস্থিত থাকিবার জন্য যৌথ তদন্তের সময়সীমা অবহিত করিয়া মাইকিং ও প্রচারণা চালাইতে হইবে;

(গ) দাগের আংশিক ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে অধিগ্রহণভুক্ত অংশের মালিক ও সংশ্লিষ্ট নামজারিসমূহ যৌথ তদন্তের সময় চিহ্নিত করিয়া লিপিবদ্ধ করিতে হইবে;

(ঘ) প্রস্তাবিত ভূমির দখলকারের নামে উক্ত ভূমির রেকর্ড বা নামজারি না থাকিলেও উত্তরাধিকারমূলে বা কোনো নিবন্ধিত দলিল অথবা অন্য কোনো আইনানুগ সূত্রে মালিকানা অর্জন করিয়া থাকিলে তাহার নাম যৌথ তদন্ত ও রোয়েদাদে অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে; কিন্তু অনুরূপ দখলের সমর্থনে মালিকানা সংক্রান্ত কোনো কাগজপত্র প্রদর্শন করিতে ব্যর্থ হইলে তাহার নাম অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে না, তবে অনুরূপ দখলের বিষয়টি মন্তব্য কলামে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে;

(ঙ) যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও প্রস্তাবিত ভূমির হালনাগাদ মালিকানার তথ্য পাওয়া না গেলে কিংবা মালিকানা সংক্রান্ত জটিলতা থাকিলে, কেবল উক্ত ভূমি রেকর্ডীয় মালিকের নামে লিপিবদ্ধ করিয়া মন্তব্য কলামে প্রয়োজনীয় নোট রাখিতে হইবে এবং এইরূপ ভূমির ক্ষেত্রে পরবর্তীকালে কোনো আবেদন পাওয়া গেলে মিস কেস রুজু করিয়া উহা নিষ্পত্তি করিতে হইবে, তবে মালিকানার হালনাগাদ তথ্যাদি সংগ্রহে গাফিলতি করিয়া দায়সারাভাবে রেকর্ডীয় মালিকের নামে তালিকা প্রস্তুত করা হইলে উহা দায়িত্বে অবহেলা ও অসদাচরণ বলিয়া গণ্য হইবে; এবং

(চ) একটি প্লট বা দাগে একাধিক মালিক বা স্বার্থবান ব্যক্তি থাকিলে প্রত্যেকের মালিকানাধীন ভূমির পরিমাণ ও অবস্থান পৃথকভাবে উল্লেখ করিতে হইবে, তবে বণ্টনবিহীন ভূমির ক্ষেত্রে একত্রে বসবাসরত পরিবারের সদস্যগণ, ওয়ারিশগণ বা সহ-শরিকগণ চাহিলে তাহাদের নাম একত্রে লিপিবদ্ধ করা যাইবে।

(৪) প্রস্তাবিত ভূমিতে ভবন, স্থাপনা, ঘরবাড়ি বা পুকুর থাকিলে গণপূর্ত বিভাগ; ফসল থাকিলে কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ; গাছপালা থাকিলে বন বিভাগ; ও মাছ থাকিলে মৎস বিভাগকে এবং, প্রয়োজনবোধে, অন্যান্য উপযুক্ত বিভাগের প্রতিনিধিকে যৌথ তদন্তকালে উপস্থিত থাকিবার জন্য অনুরোধ করিতে হইবে।

(৫) উপ-বিধি (৪) এ উল্লিখিত কোনো বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো প্রতিনিধি যৌথ তদন্তকালে উপস্থিত থাকিলে, তিনি প্রত্যাশী সংস্থা ও জেলা প্রশাসনের প্রতিনিধির উপস্থিতিতে, স্ব-স্ব বিভাগের নির্ধারিত পদ্ধতি ও ফরমে মূল্যাবধারণ (assessment) সম্পন্ন করিবেন।

(৬) ক্ষতিগ্রস্ত আংশিক ঘরবাড়ি বা ভবন মেরামত বা সংস্কার করিয়া ব্যবহার করা সম্ভব হইলে, ঘরবাড়ি বা ইমারতের আংশিক অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্থাপনা যৌথ তদন্তে অর্ন্তভুক্ত করা যাইবে না বরং উহা কেবল ক্ষতিগ্রস্ত অংশের মূল্যাবধারণ (assessment), ক্ষেত্রমত, মেরামত ব্যয়সহ নির্ধারণ করিতে হইবে।

(৭) যৌথ তদন্তকালে প্রস্তুতকৃত খসড়া যৌথ তালিকার সংশ্লিষ্ট অংশ কানুনগো কর্তৃক স্বাক্ষর করিয়া স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিকট প্রস্তাবিত স্থানে বিতরণ করিতে হইবে এবং উক্ত তালিকার কোনো বিষয়ে স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পক্ষ হইতে সংশোধনের জন্য অনুরোধ করা হইলে যৌথ তদন্তকালেই উহা যাচাই করিয়া সংশোধন করিতে হইবে।

(৮) ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা, উপ-বিধি (৭) অনুযায়ী খসড়া যৌথ তালিকা সংশোধনের বিষয়টি তদারকি করিয়া নিশ্চিত করিবেন।

(৯) রেকর্ডীয় শ্রেণি হইতে বাস্তবে পরিবর্তিত শ্রেণির ক্ষেত্রে, বিধি ২৪ এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক, জেলা প্রশাসকের অনুমোদন গ্রহণ করিয়া, উক্ত তথ্য যৌথ তালিকায় অর্ন্তভুক্ত করিতে হইবে, এবং অতঃপর যৌথ তালিকার নির্ধারিত স্থানে জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধি, প্রত্যাশী সংস্থার মনোনীত অন্যূন ২ (দুই) জন প্রতিনিধি, সংশ্লিষ্ট বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি এবং স্বাক্ষর প্রদানে ইচ্ছুক এইরূপ উপস্থিত স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ স্বাক্ষর করিবেন।

(১০) উপ-বিধি (১) হইতে (৯) এ উল্লিখিত বিধানসমূহ অনুসরণপূর্বক যৌথ তালিকা প্রস্তুত করিয়া ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে যাচাইঅন্তে চূড়ান্ত করিতে হইবে এবং উহাতে সংশ্লিষ্ট সকলের স্বাক্ষর গ্রহণ করিতে হইবে।

(১১) প্রস্তুতকৃত যৌথ তালিকা, তফসিল-২০সহ, তফসিল-২১ মোতাবেক গণবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে অধিগৃহীতব্য সম্পত্তি বা প্রকল্পের নিকটবর্তী সুবিধাজনক স্থানে লটকাইয়া দিতে হইবে এবং প্রকল্প কার্যালয়, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নিকটস্থ ভূমি অফিসের নোটিশ বোর্ডে ও ওয়েবসাইটে (যদি থাকে) প্রদর্শন করিতে হইবে।

(১২) বৃহৎ প্রকল্পের ক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়ে যৌথ তদন্ত সম্পন্ন করিবার উদ্দেশ্যে জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধিসহ প্রত্যাশী সংস্থা ও অন্যান্য বিভাগের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে এক বা একাধিক টিম গঠন করা যাইবে এবং, প্রয়োজনবোধে, প্রত্যাশী সংস্থার সহায়তায় প্রকল্প এলাকায় ক্যাম্প স্থাপন করা যাইবে।

(১৩) জেলা প্রশাসক, নির্ভুল যৌথ তালিকা প্রণয়নের লক্ষ্যে, প্রয়োজনবোধে, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর অথবা অন্য কোনো সরকারি বা বেসরকারি সংস্থার সহায়তা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

২৪। **রেকর্ডীয় শ্রেণি হইতে বাস্তবে পরিবর্তিত শ্রেণিতে যৌথ তালিকা প্রস্তুতকরণ।**—(১) যৌথ তদন্তে ভূমির রেকর্ডীয় শ্রেণি হইতে বাস্তব শ্রেণি ভিন্ন পরিলক্ষিত হইলে, ধারা ৪ এর উপ-ধারা (৩) এর দফা (ক) এর অধীন গৃহীত ভিডিওচিত্র ও স্থিরচিত্র এবং প্রস্তুতকৃত বিবরণীতে লিপিবদ্ধ বাস্তব শ্রেণি যাচাই করিয়া উহার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া, পরিবর্তিত শ্রেণিতে যৌথ তালিকা প্রস্তুত করিতে হইবে এবং, সামঞ্জস্যতা পরিলক্ষিত না হইলে, বিধি ২৫ এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) যে পরিমাণ ভূমির শ্রেণি পরিবর্তিত হইবে তাহা পরিমাপঅন্তে সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে এবং উহা যৌথ তালিকার অংশ হইবে।

(৩) যৌথ তদন্তে ভূমির রেকর্ডীয় শ্রেণি হইতে বাস্তব শ্রেণি ভিন্ন পরিলক্ষিত হইলে, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (এল.এ./রাজস্ব), ধারা ৪ এর উপ-ধারা (৩) এর দফা (ক) এর অধীন গৃহীত ভিডিওচিত্র, স্থিরচিত্র ও প্রস্তুতকৃত বিবরণী পরীক্ষা করিয়া এবং সরেজমিন যাচাইঅন্তে জেলা প্রশাসক বরাবর সুস্পষ্ট মতামত বা সুপারিশসহ প্রতিবেদন দাখিল করিবেন।

(৪) উপ-বিধি (৩) এর অধীন প্রাপ্ত প্রতিবেদনের আলোকে জেলা প্রশাসক পরিবর্তিত শ্রেণি যৌথ তালিকায় অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন এবং তদনুসারে যৌথ তালিকা হালনাগাদ করিতে হইবে।

২৫। **অসদুদ্দেশ্যে নির্মিত অবকাঠামো দ্বারা বা অন্য কোনোভাবে ভূমির শ্রেণি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে করণীয়।**—(১) ধারা ৪ এর উপ-ধারা (৩) এর দফা (ক) এর অধীন ভিডিও ও স্থিরচিত্র গ্রহণের পর কোনো স্থাপনা, ঘরবাড়ি বা অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে বা অন্য কোনোভাবে ভূমির শ্রেণি পরিবর্তন করা হইলে উহা যৌথ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে না।

(২) জেলা প্রশাসক, ধারা ৪ এর উপ-ধারা (৭) এর বিধান অনুযায়ী, অসদুদ্দেশ্যে নির্মাণ বা পরিবর্তন সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যাদি একটি স্বতন্ত্র তালিকায় লিপিবদ্ধপূর্বক সংশ্লিষ্ট ভূমি যৌথ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত না করিবার বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন।

২৬। **ধারা ৪(৮) এর অধীন আপিল ও পরবর্তী ব্যবস্থাদি।**—(১) বিধি ২৩ এর উপ-বিধি (১১) এর বিধান অনুযায়ী যৌথ তালিকা ও গণবিজ্ঞপ্তি প্রদর্শনের ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে, ধারা ৪ এর উপ-ধারা (৮) ও বিধি ২৫ এর অধীন প্রদত্ত জেলা প্রশাসকের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বিভাগীয় কমিশনারের নিকট আপিল দায়ের করা যাইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত সময়ের পর দাখিলকৃত কোনো আপিল গ্রহণযোগ্য হইবে না।

(৩) উপ-বিধি (১) এর অধীন দাখিলকৃত আপিল আবেদনের সহিত যৌথ তালিকার সংশ্লিষ্ট অংশের অনুলিপি, আবেদনকারীর জাতীয় পরিচয়পত্র বা জন্মসনদ ও সংশ্লিষ্ট ভূমিতে আবেদনকারীর স্বত্ব-স্বার্থ-সম্পর্কিত কাগজপত্র সংযুক্ত করিতে হইবে এবং উহার একটি অনুলিপি জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে দাখিল করিতে হইবে।

(৪) বিভাগীয় কমিশনার, উপ-বিধি (১) এর অধীন দাখিলকৃত আপিল, স্বয়ং নিষ্পত্তি করিবেন অথবা তাহার অধীনস্ত যেকোনো অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনারকে নিষ্পত্তির জন্য দায়িত্ব প্রদান করিতে পারিবেন।

(৫) বিভাগীয় কমিশনার, দায়েরকৃত আপিলের অনুলিপি প্রেরণ করিয়া, জেলা প্রশাসকের নিকট হইতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একটি প্রতিবেদন তলব করিবেন এবং তাহার পক্ষে শুনানিতে অংশগ্রহণের জন্য উপযুক্ত প্রতিনিধি মনোনয়নের জন্য নির্দেশনা প্রদান করিবেন।

(৬) জেলা প্রশাসক, উপ-বিধি (৫) এর অধীন প্রাপ্ত নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত নথির ছায়ালিপি, সংশ্লিষ্ট কমিটির প্রতিবেদন, ধারা ৪ এর উপ-ধারা (৩) এর দফা (ক) অধীন ধারণকৃত ভিডিওচিত্র, স্থিরচিত্র ও বিবরণী এবং বিধি ২৫ এর উপ-বিধি (২) এ বর্ণিত স্বতন্ত্র তালিকাসহ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিবেদন বিভাগীয় কমিশনারের নিকট প্রেরণ করিবেন ও উপযুক্ত প্রতিনিধি মনোনয়ন প্রদান করিবেন।

(৭) বিভাগীয় কমিশনার, আপিলকারীর বক্তব্য, জেলা প্রশাসকের প্রতিবেদন ও তাহার প্রতিনিধির বক্তব্য, ইত্যাদি বিবেচনায় লইয়া এবং, প্রয়োজনে, সংশ্লিষ্ট বিষয়টি অধিকতর অনুসন্ধান বা তদন্ত করিয়া দায়েরকৃত আপিলের বিষয়ে উপযুক্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন।

(৮) এই বিধির অধীন দায়েরকৃত প্রত্যেক আপিল ধারা ৪ এর উপ-ধারা (৯) এ বর্ণিত সময়সীমার মধ্যে নিষ্পত্তি করিতে হইবে এবং চূড়ান্ত আদেশের অনুলিপি অনতিবিলম্বে জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

(৯) জেলা প্রশাসক, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, উপ-বিধি (৮) এর অধীন আদেশ প্রাপ্তির ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে, যৌথ তালিকার সংশ্লিষ্ট অংশে বিষয়টি উল্লেখপূর্বক প্রয়োজনীয় সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(১০) স্থাপনা বা অবকাঠামোর তথ্য যৌথ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত না করিবার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিভাগীয় কমিশনারের নিকট আপিল না করা হইলে উক্ত সময়-উত্তীর্ণের ২৪ (চব্বিশ) ঘণ্টার মধ্যে, এবং আপিল করা হইলে উহা নিষ্পত্তির পরবর্তী ২৪ (চব্বিশ) ঘণ্টার মধ্যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ অধিগ্রহণের জন্য প্রস্তাবিত সম্পত্তি হইতে সকল অবৈধ স্থাপনা, বাড়ি বা অবকাঠামো নিজ ব্যয়ে অপসারণ করিয়া লইবেন।

(১১) জেলা প্রশাসক, উপ-বিধি (১০) এর বিধান লঙ্ঘন করিলে, অবৈধ স্থাপনা অপসারণ করিবার জন্য ৩ (তিন) কার্যদিবস সময় নির্ধারণপূর্বক উচ্ছেদের ঘোষণা করিয়া কেবল মাইকিং করিবেন ও উক্ত সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অবৈধ স্থাপনা অপসারণ করা না হইলে, প্রত্যাশী সংস্থার সহায়তায় উচ্ছেদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(১২) উপ-বিধি (১১) এর অধীন উচ্ছেদের কার্যক্রম সম্পন্ন করিবার ব্যয়ভার সংশ্লিষ্ট মালিকের নিকট হইতে আদায় করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট মালিক উক্ত ব্যয়ভার প্রদান করিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিলে, সংশ্লিষ্ট ব্যয়বিবরণী রোয়েদাদে লিপিবদ্ধ করিয়া রোয়েদাদে প্রদত্ত অর্থ প্রদানের সময় উক্ত মালিকের নিকট হইতে উক্ত অর্থ আদায় করা যাইবে।

চতুর্থ অধ্যায়

স্বত্ব-স্বার্থের বিবরণী, রোয়েদাদ ও প্রাক্কলন প্রস্তুতি

২৭। **ধারা ৭ এর অধীন নোটিশ জারি।**—(১) যৌথ তালিকা চূড়ান্তকরণ এবং ধারা ৫ বা ৬ এর অধীন অধিগ্রহণের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর প্রস্তাবিত ভূমির দখল গ্রহণের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া তফসিল-২২ এ বর্ণিত নমুনা মোতাবেক ধারা ৭ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন নোটিশ জারি করিতে হইবে।

(২) ধারা ৭ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন নোটিশ জারির ক্ষেত্রে সুস্পষ্টভাবে অধিগ্রহণ প্রস্তাবিত সাকুল্য ভূমির তফসিল উল্লেখ করিয়া সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির উপর বা নিকটবর্তী সুবিধাজনক ও দৃষ্টিগ্রাহ্য স্থানে লটকাইয়া দিতে হইবে এবং নোটিশের অনুলিপি জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, উপজেলা ভূমি অফিস, ইউনিয়ন ভূমি অফিস এবং স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভার ওয়েবসাইটসহ নোটিশ বোর্ডে প্রদর্শন করিতে হইবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত ব্যবস্থা ছাড়াও, ধারা ৭ এর উপ-ধারা (৩) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, যৌথ তদন্তের ফিল্ডবুকে উল্লিখিত সকল ব্যক্তি বা দখলকারসহ অধিগ্রহণ প্রস্তাবিত ভূমির জ্ঞাত সর্বশেষ মালিক বা স্বার্থবান সকল ব্যক্তিকে সংশ্লিষ্ট ভূমির তফসিল উল্লেখ করিয়া, ধারা ৪২ এ বর্ণিত পদ্ধতিতে নোটিশ প্রদান বা জারি করিতে হইবে।

(৪) ধারা ৭ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন জারীকৃত নোটিশে, জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের ক্ষেত্রে ৭ (সাত) এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ১৫ (পনেরো) কার্যদিবস পর, স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে তাহাদের দাবি, স্বার্থ বা স্বত্বের বিবরণী দাখিলের জন্য জেলা প্রশাসকের নিকট যথাসম্ভব মূল কাগজপত্রসহ হাজির হইবার নিমিত্ত নির্ধারিত সময় ও স্থান উল্লেখ করিতে হইবে, এবং একই দাগের স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণকেও যথাসম্ভব একই তারিখ ও সময়ে উপস্থিত থাকিবার জন্য নোটিশ প্রদান করিতে হইবে।

(৫) যেসকল কাগজপত্র ও তথ্য প্রয়োজন হইবে এবং যে ফরমে স্বত্ব-স্বার্থের বিবরণী দাখিল করিতে হইবে তাহা উপ-বিধি (৪) এর অধীন জারীকৃত নোটিশে উল্লেখ বা সংযুক্ত করিয়া দিতে হইবে।

২৮। **স্বত্ব-স্বার্থের বিবরণী প্রস্তুতকরণ**।—(১) ধারা ৭ এর অধীন নোটিশ জারির পর স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ তফসিল-২৩ এ বর্ণিত ছক মোতাবেক জেলা প্রশাসকের নিকট দাগভিত্তিক স্বত্ব-স্বার্থের দাবি বা বিবরণী দাখিল করিবেন, যাহার ভিত্তিতে অনুরূপ প্রত্যেকটি আবেদনের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে একটি আবেদন নম্বর প্রদান করিয়া জমা রসিদ প্রদান করিতে হইবে।

(২) ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা একটি দাগের সকল আবেদন একত্রে বিবেচনায় লইয়া আবেদনকারীগণের দাগভিত্তিক স্বত্ব-স্বার্থের দাবি, স্বার্থের প্রকৃতি এবং দাবিসমূহের বিবরণ, কাগজপত্র, যৌথ তদন্ত তালিকার তথ্য, দখল ও অন্যান্য বিষয় পর্যালোচনাপূর্বক সরকারি স্বার্থ না থাকিলে সর্বশেষ জরিপে প্রকাশিত রেকর্ড হইতে মালিকানার সঠিক ধারাবাহিকতার ভিত্তিতে তফসিল-২০ এ বর্ণিত ছক মোতাবেক দাগভিত্তিক সমন্বিত স্বত্ব-স্বার্থের বিবরণী প্রস্তুত করিবেন, যাহাতে একটি দাগের সকল মালিকের প্রাপ্যতার হালনাগাদ তথ্য একত্রে সন্নিবেশিত থাকিবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রয়োজনে, সংশ্লিষ্ট দাগের সকল আবেদনকারীর শুনানি যথাসম্ভব একই তারিখে গ্রহণ করিতে হইবে এবং তফসিল-২৪ মোতাবেক সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিতে হইবে, তবে অধিকতর শুনানি বা তদন্তের প্রয়োজন হইলে উহা ধারাবাহিকভাবে ও যথাসম্ভব দ্রুততার সহিত সম্পন্ন করিতে হইবে এবং, কোনো কাগজপত্র আনিতে হইলে উহার উল্লেখসহ জমা রসিদের পশ্চাৎভাগে পরবর্তী শুনানির তারিখ লিপিবদ্ধ করিয়া ভূমি অধিগ্রহণ কর্মচারীর স্বাক্ষরসহ রসিদটি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে প্রতিবার ফেরত প্রদান করিতে হইবে।

(৪) দুর্গম এলাকার ক্ষেত্রে বা জনসাধারণের সুবিধার্থে শুনানি স্থানীয় পর্যায়ে বা অনলাইনে করা যাইবে।

(৫) কাগজপত্র পর্যালোচনাকালে মূল অথবা, ক্ষেত্রমত, সহিমহুরি বা অবিকল নকলের সহিত দাখিলকৃত অনুলিপিসমূহ পরীক্ষা করিয়া প্রত্যয়ন প্রদানপূর্বক অনুলিপি গ্রহণ করা যাইবে।

(৬) সরকারি সংস্থা ও সরকারি মালিকানাধীন ভূমির বিপরীতে সংশ্লিষ্ট সংস্থার পক্ষ হইতে কোনো আবেদন দাখিল করা না হইলেও যাচাই করিয়া সংশ্লিষ্ট বিভাগ বা সংস্থার নামে স্বত্ব-স্বার্থের বিবরণী ও রোয়েদাদ প্রস্তুত করিতে হইবে।

(৭) সরকারি স্বার্থযুক্ত কোনো ভূমিতে ব্যক্তি আবেদনকারীর দাবি থাকিলে অথবা ব্যক্তি আবেদনকারীর দাবিকৃত কোনো ভূমিতে সিএস, এসএ, আরএস বা হাল রেকর্ড পর্যালোচনায় সরকারি স্বার্থ রহিয়াছে মর্মে প্রতীয়মান হইলে, উভয় পক্ষের শুনানিঅন্তে,—

(ক) ব্যক্তি আবেদনকারীর দাবি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন পরিগণিত হইলে, সংশ্লিষ্ট বিভাগ বা সংস্থার নামে স্বত্ব-স্বার্থের বিবরণী ও রোয়েদাদ প্রস্তুত করিতে হইবে; অথবা

(খ) ব্যক্তি আবেদনকারীর দাবির স্বপক্ষে মালিকানা সংক্রান্ত প্রমাণাদি (আদালতের রায়, বন্দোবস্ত সংক্রান্ত দলিল বা অন্য কোনো প্রমাণক) থাকিলে, এতৎসংক্রান্ত বিদ্যমান বিধি-বিধান মোতাবেক যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া এল.এ. শাখাকে অবহিত করিবার জন্য সহকারী কমিশনার (ভূমি)-কে অনুরোধ করিতে হইবে।

(৮) উপ-বিধি (৭) এর দফা (খ) এর অধীন ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে সর্বশেষ রেকর্ড মোতাবেক স্বত্ব-স্বার্থের বিবরণী প্রস্তুত করিতে হইবে, কিন্তু রোয়েদাদ প্রস্তুত বা ক্ষতিপূরণ প্রদানের সুপারিশ করা যাইবে না বরং স্থগিত রাখিতে হইবে এবং সেই পরিমাণ ভূমির জন্য মিস কেস রুজু করিয়া শুনানি করিতে হইবে, যাহার বিস্তারিত তথ্য মন্তব্য কলামে উল্লেখ করিতে হইবে এবং অতঃপর আইনি প্রক্রিয়া শেষে সহকারী কমিশনার (ভূমি) কর্তৃক ব্যক্তি নামে রেকর্ড সংশোধন বা নামজারি করা হইলে মিস কেসের আদেশের মাধ্যমে রোয়েদাদভুক্তকরণ বা ক্ষতিপূরণ প্রদান করা যাইবে।

(৯) প্রচলিত বিধান মোতাবেক কোনো ব্যক্তি বা সংস্থার অনুকূলে স্থায়ী বন্দোবস্ত প্রদানকৃত সরকারি স্বার্থযুক্ত সম্পত্তি অধিগ্রহণ করা হইলে বন্দোবস্ত প্রাপকগণ যথানিয়মে ক্ষতিপূরণ প্রাপ্য হইবেন।

২৯। **অধিগ্রহণকৃত ভূমির বাজার মূল্য নির্ধারণ।**—(১) ধারা ৫ বা ৬ এর অধীন অধিগ্রহণের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর অধিগ্রহণ প্রস্তাবিত ভূমির বাজার মূল্য নির্ধারণের জন্য পারিপার্শ্বিক এলাকা (vicinity) হিসাবে প্রস্তাবিত ভূমির সীমানা হইতে সকল দিকে ৫০০ (পাঁচশত) গজ দূরবর্তী এলাকা চিহ্নিত করিয়া সমশ্রেণির এবং সমান সুবিধাযুক্ত ভূমির ধারা ৪ এর অধীন নোটিশ জারির পূর্ববর্তী ১২ (বারো) মাসের ক্রয়-বিক্রয়ের দলিলের তথ্য তফসিল-২৫ মোতাবেক সংশ্লিষ্ট সাব-রেজিস্ট্রার অফিস হইতে সংগ্রহ করিতে হইবে, তবে উক্ত ক্ষেত্রে ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, অধিগ্রহণ প্রস্তাবিত তফসিলভুক্ত জমির ক্রয়-বিক্রয় দলিল বিবেচনা করা যাইবে না।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া ন্যূনতম ৩ (তিন)টি দলিল পাওয়া না গেলে তফসিল-২৬ মোতাবেক প্রত্যয়ন গ্রহণ করিতে হইবে।

(৩) উপ-বিধি (১) ও (২) এর অধীন ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া ধারা ৪ এর অধীন নোটিশ জারির পূর্ববর্তী ১২ (বারো) মাসের প্রস্তাবিত ভূমির পারিপার্শ্বিক এলাকার (vicinity) সমশ্রেণির এবং সমান সুবিধাযুক্ত ভূমির ক্রয়-বিক্রয় দলিল পাওয়া না গেলে, সংশ্লিষ্ট মৌজার সমশ্রেণির এবং সমান সুবিধাযুক্ত ভূমি পারিপার্শ্বিক এলাকা হিসাবে বিবেচনায় লইতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপে কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য পূরণ না হইলে, প্রয়োজনে, নিকটতম মৌজার সমশ্রেণির ভূমির ক্রয়-বিক্রয় দলিলের ভিত্তিতে তফসিল-২৭ অনুযায়ী প্রস্তাবিত ভূমির মূল্য নির্ধারণ করা যাইবে:

আরও শর্ত থাকে যে, উক্তক্ষেত্রে একই শ্রেণিভুক্ত ভূমির বাজার মূল্য না পাওয়া গেলে তফসিল-২৮ অনুযায়ী সমশ্রেণির ভূমির বিবরণী, পরবর্তীকালে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক উক্ত তফসিলের কোনো সংশোধনী আনয়ন করা হইলে উহা অনুসরণে ভূমির বাজারমূল্য নির্ধারণ করিতে হইবে।

(৪) উপ-বিধি (১), (২) ও (৩) এর অধীন মূল্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক উচ্চমূল্যের দলিলের তথ্য বিবেচনা করা যাইবে না এবং এতদুদ্দেশ্যে প্রস্তাবিত ভূমি ও উহার পারিপার্শ্বিক এলাকার সমশ্রেণির মূল্য হার নির্ধারণের জন্য বিবেচনাযোগ্য দলিলের গড় মূল্যের ১.৫ গুণের অধিক মূল্য অথবা নিবন্ধন অধিদপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত মৌজা রেটের ২ (দুই) গুণের অধিক মূল্যে সম্পাদিত দলিলকে অস্বাভাবিক উচ্চমূল্যের দলিল হিসাবে বিবেচনা করিতে হইবে।

(৫) এই বিধিতে উল্লিখিত পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে, প্রত্যেক ক্ষেত্রে প্রত্যাশী সংস্থার প্রতিনিধির, জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধির এবং সংশ্লিষ্ট সাব-রেজিস্ট্রারের স্বাক্ষর থাকিতে হইবে।

(৬) প্রস্তাবিত ভূমির সমশ্রেণির জমির দলিলসমূহের ক্রয়-বিক্রয়কৃত সমুদয় ভূমির মোট মূল্যকে ভূমির মোট পরিমাণ দিয়া ভাগ করিয়া গড় মূল্য বা বাজার মূল্য তৈরি করিয়া একর প্রতি মূল্যহার নির্ধারণ করিতে হইবে।

(৭) উপ-বিধি (৬) এ উল্লিখিত পদ্ধতিতে নির্ধারিত মূল্যের উপর সরকারি সংস্থার ক্ষেত্রে ২০০% (শতকরা দুইশত ভাগ) এবং বেসরকারি ব্যক্তি বা সংস্থার প্রস্তাবের ক্ষেত্রে ৩০০% (শতকরা তিনশত ভাগ) অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ যোগ করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত মালিকদের প্রদেয় ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করিতে হইবে।

৩০। **ভূমি ব্যতীত অন্যান্য সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ বা মূল্য নির্ধারণ।**—(১) ভূমি ব্যতীত অন্যান্য সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ বা মূল্য নির্ধারণ, যৌথ তদন্তকালে সংগৃহীত মূল্যাবধারণের (assessment) ভিত্তিতে এই বিধিতে বর্ণিত পদ্ধতিতে যৌথ তদন্ত সমাপ্তির পরবর্তী ১৫ (পনেরো) কার্যদিবস এবং জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের ক্ষেত্রে ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে করিতে হইবে, তবে অতিরিক্ত সময়ের প্রয়োজন হইলে সর্বোচ্চ ৭ (সাত) কার্যদিবস সময় গ্রহণ করা যাইবে।

(২) ধারা ৪ এর উপ-ধারা (৩) এর দফা (খ) মোতাবেক যৌথ তদন্তে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে, জেলা সদরের ক্ষেত্রে গণপূর্ত বিভাগ এবং উপজেলার ক্ষেত্রে গণপূর্ত বা স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঘরবাড়ি ও অন্যান্য অবকাঠামো বা স্থাপনার মূল্য নির্ধারণ করিয়া জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরণ করিবে এবং তৎপ্রেক্ষিতে ঘরবাড়ি ও অন্যান্য অবকাঠামোর মূল্য নির্ধারণ করিতে হইবে।

(৩) পুকুর সংলগ্ন বা নিকটবর্তী নাল বা নামা বা অনুরূপ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শ্রেণির ভূমির মূল্যহারের ভিত্তিতে পুকুরের ভূমির মূল্য নির্ধারণ করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, পুকুর সংলগ্ন বা নিকটবর্তী কোনো নাল বা নামা বা অনুরূপ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শ্রেণির কোনো ভূমি না থাকিলে, পুকুর সংলগ্ন বা আশেপাশের ভিটি শ্রেণির ভূমির মূল্যহারের ২/৩ (দুই-তৃতীয়াংশ) হারে পুকুরের ভূমির মূল্য নির্ধারণ করিতে হইবে:

আরও শর্ত থাকে যে, পুকুরের পাড়কে 'চালা' শ্রেণি বা অনুরূপ বৈশিষ্টসম্পন্ন শ্রেণির ভূমি হিসাবে মূল্য নির্ধারণ করিতে হইবে এবং পুকুরের ভূমির মূল্যের সহিত গণপূর্ত বিভাগ বা স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর হইতে পুকুরের খনন মূল্য সংগ্রহ করিয়া যোগ করিতে হইবে:

আরও শর্ত থাকে যে, উক্তরূপে নির্ধারিত মোট মূল্যের উপর মাছের ক্ষতি এবং পুকুর হইতে সংশ্লিষ্ট মালিকের উপার্জনের ক্ষতিপূরণ বাবদ অতিরিক্ত ৫% (শতকরা পাঁচ ভাগ) মূল্য যোগ করিয়া পুকুরের মোট মূল্য নির্ধারণ করিতে হইবে।

(৪) যৌথ তদন্তের ভিত্তিতে বন বিভাগের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত গাছপালার মূল্য নির্ধারণ করিতে হইবে।

(৫) যৌথ তদন্তের ভিত্তিতে কৃষি বিভাগের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত দণ্ডায়মান ফসলের পরিমাণ ও মূল্য নির্ধারণ করিতে হইবে এবং একইসাথে জেলা বাজার কর্মকর্তার নিকট হইতে ক্ষতিগ্রস্ত মোট ফসলের মূল্যহার ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে সংগ্রহ করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত ফসলের মোট মূল্য নির্ধারণ করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, বর্গাদার কর্তৃক উৎপাদিত ফসলের জন্য পৃথকভাবে ক্ষতিপূরণের রোয়েদাদ তৈরি করিতে হইবে।

(৬) ব্যাবসায়িক ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান আয়কর প্রদান করিলে, বার্ষিক আয়ের ১/৪ (এক- চতুর্থাংশ) অংশ প্রদেয় হইবে এবং প্রতিষ্ঠানটি আয়কর প্রদান না করিলে, জেলা প্রশাসক সার্বিক বিষয় বিবেচনা করিয়া ব্যবসায়িক ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করিতে পারিবেন, যাহার পরিমাণ পূর্ববর্তী অর্থ-বৎসরের করমুক্ত আয়ের সীমার ১/৪ (এক-চতুর্থাংশ) অংশের অধিক হইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, অধিগ্রহণের ফলে ব্যবসা পরিচালনায় কোনো ক্ষতি না হইলে বা ব্যবসাকেন্দ্র অন্যত্র স্থানান্তরের সুযোগ থাকিলে এইরূপ ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বা প্রদান করা যাইবে না।

(৭) অধিগ্রহণের কারণে স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিদ্যমান অপর স্থাবর সম্পত্তি হইতে প্রস্তাবিত স্থাবর সম্পত্তি বিভাজনের ফলে সৃষ্ট ক্ষতি বা কোনো ক্ষতিগ্রস্ত মালিককে তাহার আবাসস্থল বা ব্যবসাকেন্দ্র স্থানান্তর করিতে বাধ্য করা হইলে উহা স্থানান্তরের যুক্তিসঙ্গত ব্যয় বাবদ ক্ষতিপূরণ, জেলা সদরের ক্ষেত্রে গণপূর্ত বিভাগ এবং উপজেলা পর্যায়ের ক্ষেত্রে গণপূর্ত বিভাগ বা স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের সহিত পরামর্শক্রমে, নির্ধারণ করিতে হইবে এবং এইরূপ ক্ষেত্রে বিভাজন বা স্থানান্তর ব্যতীত অন্য কোনো ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বা প্রদান করা যাইবে না।

(৮) ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে কোনো মেশিনারিজ বিদ্যমান থাকিলে এবং উক্ত মেশিনারিজ অপসারণযোগ্য না হইলে বা দ্বিতীয়বার ব্যবহারযোগ্য না হইলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কলকারখানা পরিদপ্তরের প্রতিনিধির মতামত গ্রহণ করা যাইবে এবং, প্রমাণপত্রের ভিত্তিতে, উক্ত মেশিনারিজ ক্রয়ের সময় হইতে পরবর্তী ৯ (নয়) বৎসর পর্যন্ত প্রতিবৎসর শতকরা ১০% (শতকরা ১০ ভাগ) করিয়া আয়ুষ্কাল বাদ দিয়া উহার মূল্য নির্ধারণ করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, আমদানিকৃত মেশিনারিজের ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান আমদানির প্রমাণপত্র দাখিল করিতে ব্যর্থ হইলে এবং মেশিনারিজের বয়স ১০ (দশ) বা তদূর্ধ্ব হইলে, কেবল মেশিনারিজ অপসারণ বাবদ অর্থ প্রদেয় হইবে, ক্ষতিপূরণ বাবদ কোনো অর্থ প্রদেয় হইবে না।

(৯) জেলা প্রশাসক, এই বিধিতে বর্ণিত হয় নাই এইরূপ কোনো বিষয়ের ক্ষতিপূরণ নির্ধারণকল্পে, সংশ্লিষ্ট কোনো সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান বা কোনো বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির মতামত গ্রহণ করিতে এবং উহা বিবেচনাপূর্বক উপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(১০) জেলা প্রশাসক, এই বিধির উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রয়োজনে, প্রত্যাশী সংস্থার অর্থায়নে, একাধিক বিভাগের প্রতিনিধির সমন্বয়ে কমিটি গঠন করিয়া প্রতিবেদন সংগ্রহ করিতে অথবা কোনো বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে মতামত গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং, ক্ষেত্রমত, সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদন বা মতামত বিবেচনাপূর্বক উপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(১১) উপ-বিধি (১) হইতে (৮) এ বর্ণিত পদ্ধতিতে নির্ধারিত মূল্যের উপর ১০০% (শতকরা একশত ভাগ) অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ যোগ করিয়া ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করিতে হইবে।

৩১। **প্রাক্কলন প্রস্তুতি, প্রেরণ ও অর্থ জমাকরণ।**—(১) জেলা প্রশাসক, ধারা ৭ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন নোটিশ জারির পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে ও জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের ক্ষেত্রে ১৫ (পনেরো) কার্যদিবসের মধ্যে, ভূমির ক্ষতিপূরণ মূল্যহার ও অন্যান্য ক্ষতিপূরণযোগ্য বিষয়ের প্রদেয় ক্ষতিপূরণ অনুমোদন প্রদান করিবেন এবং উক্ত অনুমোদিত মূল্যহারের ভিত্তিতে ক্ষতিপূরণের প্রাক্কলন প্রস্তুত করিবেন।

(২) প্রদেয় মোট ক্ষতিপূরণের সহিত নিম্নবর্ণিত হারে আনুষঙ্গিক খরচ যোগ করিয়া মোট প্রাক্কলন প্রস্তুত করিতে হইবে, যথা:—

(ক) প্রত্যাশী সরকারি সংস্থার প্রস্তাবের ক্ষেত্রে ১ (এক) কোটি টাকা পর্যন্ত প্রাক্কলিত অর্থের উপর ৩% (শতকরা তিন ভাগ) হারে এবং তদূর্ধ্ব হইলে ২% (শতকরা দুই ভাগ) হারে; এবং

(খ) প্রত্যাশী বেসরকারি ব্যক্তি বা সংস্থার প্রস্তাবের ক্ষেত্রে ১০% (শতকরা দশ ভাগ) হারে।

(৩) জেলা প্রশাসক তফসিল-২৯ এ বর্ণিত ফরমে প্রস্তুতকৃত প্রাক্কলন অনুমোদন করিবেন এবং প্রাক্কলন অনুমোদনের পরবর্তী ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে প্রত্যাশী সংস্থার নিকট উহা প্রেরণ করিবেন।

(৪) উপ-বিধি (৩) এর অধীন প্রাক্কলন প্রাপ্তির ১২০ (একশত বিশ) কার্যদিবসের মধ্যে প্রত্যাশী সংস্থা কর্তৃক প্রাক্কলিত অর্থ ক্রসড চেক, চালান অথবা অন্য কোনো ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে জেলা প্রশাসক বরাবরে প্রেরণ করিতে হইবে।

(৫) প্রাক্কলিত ক্ষতিপূরণের অর্থ তফসিল-৩০ এর অর্থ বিভাজন রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে এবং চেক প্রাপ্তির পর উক্ত তথ্য তফসিল-৩১ এ বর্ণিত রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করিয়া উহাতে ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষর প্রদান করিতে হইবে।

(৬) আনুষঙ্গিক ব্যয় সংরক্ষণ, উহা হইতে ব্যয় নির্বাহের খাত, শর্ত ও পদ্ধতি ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক অর্থ বিভাগের সহিত পরামর্শক্রমে নির্ধারিত হইবে।

৩২। **রোয়েদাদ প্রস্তুত**।—(১) ধারা ৭ এর অধীন দাগভিত্তিক সমন্বিত স্বত্ব-স্বার্থের বিবরণী এবং ধারা ৮ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন অনুমোদিত প্রাক্কলনের ভিত্তিতে ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) কার্যদিবসের মধ্যে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকের অনুমোদনক্রমে তফসিল-৩২ মোতাবেক অমোচনীয় কালিতে মুদ্রণ করিয়া রোয়েদাদ প্রস্তুত করিতে হইবে।

(২) রোয়েদাদ ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের প্রদর্শনের জন্য উন্মুক্ত থাকিবে এবং জেলা প্রশাসকের ওয়েবসাইটসহ ভূমি মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট অনলাইন সিস্টেমে প্রদর্শন করিতে হইবে এবং নাগরিকগণ রোয়েদাদের কপি ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(৩) উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রস্তুতকৃত রোয়েদাদ চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে এবং উহা প্রস্তুত ও অনুমোদনের পর সাধারণভাবে কোনো নূতন আবেদন বা আপত্তি গ্রহণযোগ্য হইবে না, তবে কোনো ব্যক্তি রোয়েদাদে মালিকানা সংশোধনের জন্য আবেদন করিলে উহা যাচাই করিয়া তাহার দাবির স্বপক্ষে প্রাথমিক ভিত্তি (*Prima facie*) রহিয়াছে মর্মে প্রতীয়মান হইলে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক উক্ত বিষয়ে মিস কেস রুজু করিবেন।

(৪) উপ-বিধি (৩) এর অধীন যাচাইকালে, আইন ও এই বিধির বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ ব্যতীত দায়সারাভাবে রেকর্ডীয় মালিকের বা অন্য কাহারও নামে রোয়েদাদ প্রস্তুত করা হইয়াছে মর্মে পরিলক্ষিত হইলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে কারণ দর্শাইতে হইবে এবং তাহার গাফিলতি প্রমাণিত হইলে তাহার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করিতে হইবে।

(৫) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তিকে নোটিশ প্রদান করিয়া ও কাগজপত্র পর্যালোচনা করিয়া আবশ্যিকভাবে ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) কার্যদিবসের মধ্যে মিস কেস নিষ্পত্তি করিবেন এবং মালিকানা সংক্রান্ত চূড়ান্ত আদেশ প্রদান করিবেন এবং এইক্ষেত্রে কোনোভাবেই রোয়েদাদের খতিয়ান বা দাগভিত্তিক আর্থিক অংশের কোনো পরিবর্তন করা যাইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, রোয়েদাদে কোনো সংশোধনের প্রয়োজন হইলে জেলা প্রশাসকের অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

(৬) জেলা প্রশাসকের অনুমোদনক্রমে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তাকে মিস কেসের শুনানি গ্রহণের অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন।

(৭) রোয়েদাদে কোনো সংশোধনী আনয়ন করিতে হইলে রোয়েদাদ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের প্রতি পুনরায় ধারা ৭ এর অধীন সংশোধিত নোটিশ প্রদান করিতে হইবে।

(৮) প্রত্যাশী সংস্থার অনুকূলে দখল হস্তান্তরের পূর্ব পর্যন্ত জেলা প্রশাসকের অনুমোদন গ্রহণ করিয়া, ভূমি হস্তান্তর ও দলিল সম্পাদন করা যাইবে এবং ক্ষতিপূরণ প্রদানের ক্ষেত্রে, উক্ত দলিল মালিকানা নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিবেচনা করা যাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, একান্ত আবশ্যকতা ব্যতীত অনুরূপ দলিল সম্পাদনের অনুমতি সাধারণত প্রদান করা যাইবে না:

আরও শর্ত থাকে যে, বিদেশে অবস্থানরত কোনো বাংলাদেশি নাগরিক কর্তৃক তফসিল-৩৩ অনুযায়ী আমমোক্তারনামা দলিল সম্পাদন করা হইলে উক্ত দলিলমূলে সংশ্লিষ্ট আমমোক্তারগ্রহীতা এই আইনের অধীন ক্ষতিপূরণের চেক গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(৯) আপাতত বলবৎ কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, দেশের অভ্যন্তরে অবস্থানরত কোনো নাগরিক বিধি (৮) এ উল্লিখিত আমমোক্তারনামা দলিলমূলে এই বিধিমালার অধীন ক্ষতিপূরণের চেক অপর কোনো ব্যক্তিকে প্রদানের ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন না:

তবে শর্ত থাকে যে, চলাচলে অক্ষম, শয্যাশায়ী বা বিশেষ কোনো শারীরিক অক্ষমতাজনিত কারণে জেলা প্রশাসক, তদন্তক্রমে যৌক্তিকতা নির্ধারণপূর্বক, উক্তরূপ কোনো ব্যক্তির অনুকূলে আমমোক্তারনামা দলিল সম্পাদনের অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন, যাহার ভিত্তিতে আমমোক্তারগ্রহীতাকে ক্ষতিপূরণের চেক প্রদান করা যাইবে।

(১০) রোয়েদাদ অনুমোদনের পর, ক্ষতিপূরণের অর্থ পরিশোধের তথ্য ব্যতীত, জেলা প্রশাসকের অনুমতি ব্যতিরেকে, উহাতে কোনোরূপ পরিবর্তন, সংশোধন বা কোনো তথ্য সংযোজন বা বিয়োজন করা যাইবে না বা কোনো নোট বা লেখা যাইবে না এবং বিবেচ্য ক্ষেত্রে কোনো অনিয়ম পরিলক্ষিত হইলে সংশ্লিষ্ট অনিয়মে জড়িত কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, রোয়েদাদ অনুমোদনের পর কোনো করণিক ভুল পরিলক্ষিত হইলে, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকের অনুমোদন সাপেক্ষে, ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা উহা সংশোধন করিতে পারিবেন এবং অনুরূপভাবে কোনো রোয়েদাদ সংশোধন করিলে তিনি উহাতে স্বাক্ষর ও সিল প্রদান করিবেন এবং সেইসাথে সংশোধনের কারণ উল্লেখপূর্বক নোট লিপিবদ্ধ করিবেন, তবে এইরূপ সংশোধনের ক্ষেত্রে কোনোক্রমেই মালিকানা বা ক্ষতিপূরণের অর্থের পরিবর্তন করা যাইবে না।

(১১) ক্ষতিপূরণ পরিশোধ সংশ্লিষ্ট যাবতীয় তথ্য ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা হালনাগাদ করিবেন এবং উহাতে সিলসহ স্বাক্ষর প্রদান করিবেন।

৩৩। **ধারা ৮ এর অধীন নোটিশ জারি।**—(১) রোয়েদাদ অনুমোদনের ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে, প্রত্যাশী সংস্থা হইতে অর্থপ্রাপ্তি সাপেক্ষে, তফসিল-৩৪ অনুযায়ী, রোয়েদাদভুক্ত ব্যক্তিগণকে ধারা ৮ এর বিধান অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ মঞ্জুরির নোটিশ প্রদান করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত নোটিশের সহিত ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তির আবেদনের নমুনা ও বিস্তারিত নিয়মাবলি সংযুক্ত করিতে হইবে।

৩৪। **ক্ষতিপূরণ প্রদান।**—(১) জেলা প্রশাসক, প্রাক্কলিত অর্থ প্রাপ্তির অনধিক ৬০ (ষাট) কার্যদিবসের মধ্যে, ধারা ১১ এর উপ-ধারা (২) এর বিধান সাপেক্ষে, স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদান করিবেন এবং তদনুযায়ী প্রতিমাসে তফসিল-৩৫ এ বর্ণিত ছকে এল.এ. কেসভিত্তিক ক্ষতিপূরণ বিতরণের তথ্যসংবলিত প্রতিবেদন বিভাগীয় কমিশনার ও ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করিবেন।

(২) রোয়েদাদভুক্ত ব্যক্তির নিকট হইতে তফসিল-৩৬ এ বর্ণিত নমুনা মোতাবেক আবেদন ও কাগজপত্র পাওয়া গেলে, পরবর্তী ৭ (সাত) দিনের মধ্যে, তাহার পরিচয় নিশ্চিত হইয়া ক্ষতিপূরণের অর্থ ইলেকট্রনিক বা প্রচলিত অন্য কোনো পদ্ধতিতে আবেদনকারীর ব্যাংক হিসাবে প্রেরণ করিতে হইবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন কোনো আবেদনপত্র দাখিলের ক্ষেত্রে আবেদনপত্রের সহিত নিম্নবর্ণিত কাগজপত্র দাখিল করিতে হইবে, যথা:—

(ক) ব্যাংক হিসাব থাকিবার প্রমাণক (চেকবহির কভার পৃষ্ঠার ফটোকপি বা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থাকিবার প্রত্যয়নপত্র);

(খ) জাতীয় পরিচয়পত্র বা, ক্ষেত্রমত, পাসপোর্টের সত্যায়িত অনুলিপি (চেক গ্রহণের সময় মূল জাতীয় পরিচয়পত্র এবং প্রবাসী বাংলাদেশিদের ক্ষেত্রে পাসপোর্টের কপি প্রদর্শন করিতে হইবে); এবং

(গ) ২ (দুই) কপি সত্যায়িত পাসপোর্ট সাইজের ছবি।

(৪) স্থানীয় মেয়র, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য, পৌরসভার কাউন্সিলর বা গণ্যমান্য (স্থানীয় সরকারি স্কুল বা কলেজের প্রধান শিক্ষক বা অধ্যক্ষ) ব্যক্তি কর্তৃক ক্ষতিপূরণ প্রাপককে শনাক্ত করিয়া নিশ্চিত হইবার পর প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করিয়া ক্ষতিপূরণের অর্থ তাহার নামীয় ব্যাংক হিসাবে ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনো পদ্ধতিতে পরবর্তী কার্যদিবসের মধ্যে প্রেরণ করিতে হইবে।

(৫) ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা কর্তৃক তফসিল-৩৭ এ বর্ণিত রেজিস্টারে দৈনন্দিন ক্ষতিপূরণ প্রদানের তথ্য লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

(৬) প্রাপ্ত ক্ষতিপূরণ অপেক্ষা অধিক অর্থ কাহাকেও প্রদান করা হইলে বা সঠিক মালিক ব্যতীত অন্য কাহাকেও ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদান করা হইলে বা ভুলভাবে ক্ষতিপূরণ প্রদানের বিষয়টি দৃষ্টিগোচর হইলে অর্থ গ্রহণকারীকে পরবর্তী ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে গৃহীত অর্থ ফেরত প্রদানের জন্য নোটিশ প্রদান করিতে হইবে।

(৭) উপ-বিধি (৬) এর অধীন নোটিশ প্রাপ্তির ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নোটিশে বর্ণিত অর্থ ফেরত প্রদান না করিলে, ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা Public Demands Recovery Act, 1913 (Act No. III of 1913) এর বিধান অনুযায়ী সার্টিফিকেট মামলা দায়ের করিবেন এবং সংশ্লিষ্ট অর্থ সরকারি দাবি (Public Demand) হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

(৮) মিথ্যা তথ্য প্রদান করিয়া এই বিধিমালার অধীন ক্ষতিপূরণের অর্থ গ্রহণ করা হইলে, উক্ত অর্থ গ্রহণকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে উপ-বিধি (৭) এ বর্ণিত ব্যবস্থা ছাড়াও Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898) অনুসারে যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

(৯) ক্ষতিপূরণের অর্থ গ্রহণের সময় ক্ষতিপূরণগ্রহীতাকে তফসিল-৬০ মোতাবেক একটি অঙ্গীকারনামা ও চুক্তিনামা দাখিল করিতে হইবে।

(১০) অধিগ্রহণকৃত ভূমির মালিকানা বিষয়ে, ধারা ৪ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন নোটিশ জারির পূর্বে দায়েরকৃত কোনো দেওয়ানি মামলার কারণে অথবা অন্য কোনো কারণে, জটিলতার উদ্ভব হইলে মিস কেস রুজু করিয়া উহা রোয়েদাদে উল্লেখ করিয়া ক্ষতিপূরণ বাবদ উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাবভুক্ত জমা-হিসাব খাতে (Deposit account of the Public Account of the Republic) গচ্ছিত রাখিতে হইবে এবং সংশ্লিষ্ট মামলা নিষ্পত্তির পর উক্ত জমাকৃত অর্থ উপযুক্ত মালিককে প্রদান করিতে হইবে।

(১১) উপ-বিধি (১০) এর অধীন কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইলে উহা সংশ্লিষ্ট ভূমির ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইয়াছে মর্মে বিবেচিত হইবে।

(১২) উপ-বিধি (১০) এর অধীন কোনো মিস কেস রুজু করা হইলে তৎসংশ্লিষ্ট তথ্যাদি তফসিল-৩৮ এ বর্ণিত রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ রাখিতে হইবে।

(১৩) ভূমির মালিকের স্থলে তাহার কোনো ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি কর্তৃক ক্ষতিপূরণের অর্থের চেক গ্রহণ করিতে হইলে, বিধি ৩২ এর উপ-বিধি (৮) ও (৯) এর বিধান সাপেক্ষে, তফসিল-৩৩ অনুযায়ী আমমোক্তারনামা দলিল সম্পাদন ও রেজিস্ট্রি করিতে হইবে।

(১৪) এই বিধিমালার অধীন ক্ষতিপূরণ প্রদানের ক্ষেত্রে তফসিল-৩৯ এ বর্ণিত ছক মোতাবেক কেসভিত্তিক ক্ষতিপূরণ প্রদান লেজার সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(১৫) যেসকল অবকাঠামোর জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইবে সেই সকল অবকাঠামো প্রত্যাশী সংস্থা কর্তৃক নিজ দায়িত্বে অপসারণ করিতে হইবে এবং এতৎসংশ্লিষ্ট সমুদয় ব্যয় প্রত্যাশী সংস্থা বহন করিবে।

(১৬) জেলা প্রশাসক, অনলাইন বা ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে অধিগ্রহণে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে ক্ষতিপূরণের অর্থ বিতরণের লক্ষ্যে সফটওয়্যার প্রস্তুত ও উহা ব্যবহার করিতে পারিবেন, তবে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক কেন্দ্রীয়ভাবে কোনো সিস্টেম পরিচালিত হইলে সেই সিস্টেম বা সফটওয়্যার ব্যবহার করিতে হইবে।

(১৭) ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে বা ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার সিস্টেম ব্যবহার করিয়া ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদান করা যাইবে।

৩৫। **আপত্তি সহকারে ক্ষতিপূরণ গ্রহণ ও আরবিট্রেশন।**—(১) কোনো ক্ষতিগ্রস্ত মালিক জেলা প্রশাসক কর্তৃক নির্ধারিত ক্ষতিপূরণের পর্যাপ্ততা সম্পর্কে সন্তুষ্ট না হইলে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আপত্তি উত্থাপনপূর্বক, ক্ষতিপূরণের অর্থ গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং সংশ্লিষ্ট আপত্তির বিষয়ে, ধারা ৩০ এর অধীন, আরবিট্রেটরের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো ব্যক্তি আপত্তি ব্যতিরেকে ক্ষতিপূরণের অর্থ গ্রহণ করিলে তিনি আরবিট্রেটরের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন না:

আরও শর্ত থাকে যে, ধারা ১১ এর অধীন, ক্ষতিপূরণ গ্রহণের পর এতৎসংক্রান্ত কোনো আপত্তি গ্রহণযোগ্য হইবে না।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন উত্থাপিত আপত্তি, যদি থাকে, তফসিল-৪০ এ বর্ণিত ছক মোতাবেক সংশ্লিষ্ট রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে এবং রোয়েদাদ বহির মন্তব্য কলামেও উহার নোট রাখিতে হইবে।

(৩) রোয়েদাদে উল্লিখিত মালিক কর্তৃক রোয়েদাদে উল্লিখিত অর্থের বিষয়ে আপত্তি উত্থাপিত হইলে, নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে, যথা:—

(ক) ধারা ৩০ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে আপত্তি গ্রহণপূর্বক তফসিল-৪০ এ বর্ণিত ছক মোতাবেক ক্ষতিপূরণের অপর্যাপ্ততা আপত্তি রেজিস্টারে সংশ্লিষ্ট আপত্তি লিপিবদ্ধ করিতে হইবে;

(খ) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য আরবিট্রেটরের নিকট আবেদন করিবার জন্য পরামর্শ প্রদান করিতে হইবে;

(গ) আরবিট্রেটরের নিকট আবেদন করিবার পর আপত্তিকারী রোয়েদাদে উল্লিখিত অর্থ গ্রহণ করিতে চাহিলে তাহাকে, মালিকানা যাচাই সাপেক্ষে, উক্ত অর্থ প্রদান করিতে হইবে;

(ঘ) অর্থ প্রদানের সময় ও এতদ্বিষয়ক তথ্যাদি সংশ্লিষ্ট রেজিস্টার ও রোয়েদাদে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে;

(ঙ) আরবিট্রেটর বা আরবিট্রেশন আপিলেট ট্রাইব্যুনালে আবেদনের কারণে মূল মালিককে অর্থ প্রদানে কোনো বাধা থাকিবে না;

(চ) আরবিট্রেটর বা আরবিট্রেশন আপিলেট ট্রাইব্যুনাল আদেশ প্রদান করিলে, সে মোতাবেক প্রাক্কলন সংশোধনপূর্বক প্রত্যাশী সংস্থার নিকট হইতে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করিয়া, এবং অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (এল.এ./রাজস্ব) এর অনুমোদন গ্রহণ করিয়া, আপত্তিকারী বা, ক্ষেত্রমত, উপযুক্ত মালিককে উক্ত অর্থ প্রদান করিতে হইবে।

(৪)এই বিধির অধীন উত্থাপিতব্য আপত্তি ভূমি অধিগ্রহণে ব্যবহৃত অনলাইন সিস্টেমের মাধ্যমে, যদি থাকে, দাখিল করা যাইবে।

৩৬। **ধর্মীয় উপাসনালয়, কবরস্থান ও শ্মশান, ইত্যাদির ক্ষতিপূরণ প্রদানের ক্ষেত্রে করণীয়।**—(১) প্রত্যাশী সংস্থা কর্তৃক নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় ধর্মীয় উপাসনালয়, কবরস্থান ও শ্মশানসহ অন্য কোনো ধর্মীয় স্থাপনা অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ধর্মীয় স্থাপনার মালিক বা ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত কর্তৃপক্ষের চাহিদা ও সম্মত পরিমাণ অনুযায়ী অধিগ্রহণকৃত ভূমি ও স্থাপনার ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট মালিক বা কর্তৃপক্ষের চাহিদা, সম্মতি ও সন্তুষ্টি সাপেক্ষে যদি উহা স্থানান্তর বা নূতন করিয়া স্থাপন করা হয়, তবে অধিগ্রহণকৃত ভূমি ও অবকাঠামোর জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে হইবে না:

আরও শর্ত থাকে যে, পারিবারিক পর্যায়ে ব্যবহৃত ধর্মীয় উপাসনালয়, কবরস্থান, শ্মশান বা অন্য কোনো ধর্মীয় স্থাপনার মালিক বা ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ যদি কেবল ক্ষতিপূরণ গ্রহণে সম্মত হয়, তবে সংশ্লিষ্ট অবকাঠামো ও ভূমির ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে হইবে এবং উক্তক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ধর্মীয় স্থাপনা স্থানান্তর বা নূতন করিয়া স্থাপনের প্রয়োজন হইবে না।

(২) প্রত্যাশী সংস্থা কর্তৃক উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত কোনো ধর্মীয় স্থাপনা স্থানান্তর বা নূতনভাবে স্থাপন করা হইলে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, প্রত্যাশী সংস্থা একটি রেজিস্ট্রি দলিল বা চুক্তি সম্পাদনপূর্বক সংশ্লিষ্ট ভূমি বা স্থাপনা সংশ্লিষ্ট ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বরাবর হস্তান্তর করিবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন কোনো দলিল বা চুক্তিপত্র সম্পাদিত হইলে উহাতে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (এল.এ./রাজস্ব) প্রতিস্বাক্ষর করিবেন।

(৪) এই বিধিতে উল্লিখিত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করিবার ক্ষেত্রে অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তির মালিক বা ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত কর্তৃপক্ষের সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়া, সমঝোতার ভিত্তিতে, পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে।

(৫) জেলা প্রশাসক এবং জেলা প্রশাসকের অনুমতি সাপেক্ষে বা নির্দেশনা মোতাবেক উপজেলা পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার (ভূমি) এই বিধিতে বর্ণিত বিধান বাস্তবায়নকল্পে বা কোনো সমস্যা সমাধান বা বিরোধ নিরসনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

পঞ্চম অধ্যায়

দখল গ্রহণ, গেজেট প্রকাশনা ও কেস বাতিলকরণ, ইত্যাদি

৩৭। **দখল গ্রহণ ও হস্তান্তর।**—(১) ধারা ১১ এর অধীন ক্ষতিপূরণ বিতরণ করা হইলে বা হইয়াছে মর্মে বিবেচিত হইলে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির মালিকানা দায়মুক্তভাবে সরকারের উপর বর্তাইবে এবং জেলা প্রশাসক, ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন, উক্ত সম্পত্তির দখল গ্রহণ করিয়া তফসিল-৪১ অনুযায়ী প্রত্যাশী সংস্থার অনুকূলে হস্তান্তর করিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন দখল হস্তান্তরের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে, যথা:—

(ক) প্রত্যাশী সরকারি সংস্থার ক্ষেত্রে হস্তান্তর দলিল সম্পাদনের প্রয়োজন হইবে না এবং এইরূপ ক্ষেত্রে তফসিল-৪১ এ বর্ণিত দখল হস্তান্তরের কপিই প্রমাণক হিসাবে বিবেচিত হইবে;

(খ) প্রত্যাশী বেসরকারি ব্যক্তি বা সংস্থার ক্ষেত্রে দখল হস্তান্তরের পরপরই তফসিল-৪২ এ বর্ণিত নমুনা মোতাবেক চুক্তি সম্পাদন করিতে হইবে;

(গ) দখল হস্তান্তর বা, ক্ষেত্রমত, দলিল হস্তান্তরের (Deed of Transfer) পূর্বে ট্রেসিং ক্লথে (প্রত্যাশী সংস্থা কর্তৃক দাখিলকৃত) অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তির ৫ (পাঁচ) ফর্দ চূড়ান্ত নকশা (Map) প্রস্তুত করিতে হইবে;

(ঘ) জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা, অতিরিক্ত ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা, কানুনগো, সার্ভেয়ার এবং প্রত্যাশী সংস্থার উপযুক্ত প্রতিনিধি চূড়ান্ত নকশায় স্বাক্ষর প্রদান করিবেন;

(ঙ) দখল হস্তান্তর বা, ক্ষেত্রমত, দলিল হস্তান্তরের সময় চূড়ান্ত নকশা এবং কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটি বা জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত নকশা ও স্বাক্ষরিত দাগসূচির ২ (দুই)টি কপি প্রত্যাশী সংস্থা বরাবর হস্তান্তর করিতে হইবে; এবং

(চ) দখল হস্তান্তরের কপি, অনুমোদিত নকশা ও স্বাক্ষরিত দাগসূচির অবশিষ্ট কপির একটি কপি সংশ্লিষ্ট জেলার রেকর্ডরুমে সংরক্ষণ করিতে হইবে, একটি কপি সংশ্লিষ্ট নথির সহিত যুক্ত থাকিবে এবং একটি কপি সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

৩৮। **গেজেট প্রকাশনা।**—(১) দখল হস্তান্তরের ৯০ (নব্বই) কার্যদিবসের মধ্যে তফসিল-৪৩ অনুযায়ী, ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (২) এর অধীন, একটি ঘোষণা জেলা প্রশাসক কর্তৃক সরকারি গেজেটে প্রকাশ করিতে হইবে।

(২) গেজেট প্রকাশনার জন্য প্রেরিত প্রতিটি পত্রের তথ্য তফসিল-৪৪ এ বর্ণিত রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে।

(৩) গেজেট প্রকাশনার ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের সমুদয় অর্থ বিতরণের জন্য অপেক্ষা করিবার প্রয়োজন হইবে না এবং গেজেট প্রকাশনার কাজে প্রত্যাশী সংস্থাকেও সম্পৃক্ত করিতে হইবে।

৩৯। **রেকর্ড হালনাগাদকরণ।**—(১) জেলা প্রশাসক, বিধি ৩৮ মোতাবেক গেজেট প্রকাশের পর ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে, গেজেটের কপি প্রত্যাশী সংস্থা এবং সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার (ভূমি) বরাবর প্রেরণ করিয়া গেজেটে উল্লিখিত সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট সংস্থার অনুকূলে নামজারি করিবার জন্য নির্দেশনা প্রদান করিবেন।

(২) সহকারী কমিশনার (ভূমি), প্রত্যাশী সংস্থা কর্তৃক আবেদন দাখিল বা উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত গেজেট প্রাপ্তির ১৫ (পনেরো) কার্যদিবসের মধ্যে, জেলা প্রশাসক কর্তৃক অনুমোদিত বাস্তব শ্রেণি উল্লেখ করিয়া নামজারি ও জমাভাগ সম্পন্ন করিবেন।

(৩) সহকারী কমিশনার (ভূমি), ভূমি উন্নয়ন করের দাবির হিসাবসহ উপ-বিধি (২) এর অধীন সৃষ্ট খতিয়ানের কপি, জেলা প্রশাসক, ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা, জেলা রেকর্ডরুমের রেকর্ডরুম ডেপুটি কালেক্টর, প্রত্যাশী সংস্থা এবং ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা বরাবরে প্রেরণ করিবেন।

(৪) জেলা রেকর্ডরুমের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপ-বিধি (৩) এর অধীন খতিয়ান প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে রেকর্ডরুমে রক্ষিত সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র সংশোধন করিবেন এবং ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা উক্তরূপ খতিয়ান প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল রেকর্ডপত্র সংশোধন করিয়া হালনাগাদ করিবেন।

(৫) রেকর্ড হালনাগাদকরণের বাস্তবায়ন প্রতিবেদন রেকর্ডরুম ডেপুটি কালেক্টর ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) স্বয়ং এবং ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর মাধ্যমে পরবর্তী ১৫ (পনেরো) কার্যদিবসের মধ্যে ভূমি অধিগ্রহণ শাখায় প্রেরণ করিবেন।

(৬) ভূমি অধিগ্রহণ শাখা উপ-বিধি (৫) এর অধীন প্রাপ্ত প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট নথিতে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করিবে।

(৭) ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা নামজারির আদেশের কপি প্রাপ্তির পর উক্ত আদেশের একটি কপি প্রত্যাশী সংস্থাকে প্রদান করিবেন এবং একটি কপি সংশ্লিষ্ট ভূমি অধিগ্রহণ মামলার নথিতে সংরক্ষণ করিবেন এবং এল.এ. কেস রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করিবেন।

৪০। **প্রাক্কলিত অর্থ জমাদানে ব্যর্থতায় কেস বাতিল।**—(১) ধারা ৮ এর উপ-ধারা (৪) এ বর্ণিত সময়সীমা অতিক্রান্ত হইবার ১৫ (পনেরো) কার্যদিবস পূর্বে প্রত্যাশী সংস্থাকে প্রাক্কলিত অর্থ জমা প্রদানের জন্য জেলা প্রশাসক পত্র প্রদান করিবেন এবং উক্ত পত্রে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে প্রাক্কলিত অর্থ জমা প্রদান না করিলে অধিগ্রহণ মামলা বাতিল হইবে মর্মে উল্লেখ করিতে হইবে।

(২) প্রত্যাশী সংস্থা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে প্রাক্কলিত অর্থ জমা প্রদান করিতে ব্যর্থ হইলে, উক্ত সময় অতিবাহিত হইবার পর, সংশ্লিষ্ট অধিগ্রহণ মামলা ধারা ১৪ এর উপ-ধারা (১) এর বিধান অনুসারে বাতিল হইয়া যাইবে এবং উক্ত ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক তফসিল-৪৫ এ বর্ণিত ছক মোতাবেক একটি ঘোষণা সরকারি গেজেটে প্রকাশ করিবেন।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন গেজেট প্রকাশের ক্ষেত্রে ভূমি মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমোদনের প্রয়োজন হইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, কেস বাতিলের কারণ উল্লেখপূর্বক ১৫ (পনেরো) কার্যদিবসের মধ্যে ভূমি মন্ত্রণালয়কে অবহিত করিতে হইবে।

৪১। **অধিগ্রহণ মামলা বাতিলকরণ।**—(১) সম্পত্তির পরিমাণ যাহাই হউক না কেন, জেলা প্রশাসক, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, ক্ষতিপূরণ প্রদানের পূর্বে যেকোনো সময়ে অধিগ্রহণ সংক্রান্ত সকল বা যে কোনো কার্যক্রম, ধারা ১৪ এর উপ-ধারা (২) এর বিধান অনুযায়ী, তফসিল-৪৬ এ বর্ণিত ছক মোতাবেক গেজেট প্রকাশনার মাধ্যমে বাতিল করিতে পারিবেন।

(২) কোনো প্রকল্প সংশোধিত হইবার কারণে বা অন্য কোনো অনিবার্য কারণে জেলা প্রশাসক যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, কোনো অধিগ্রহণ মামলাভুক্ত সম্পত্তির কোনো অংশ অধিগ্রহণ করিবার প্রয়োজনীয়তা নাই, সেইক্ষেত্রে সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে উক্ত অংশের অধিগ্রহণ কার্যক্রম বাতিল করা যাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইয়াছে বা ধারা ৮ অনুযায়ী নোটিশ প্রদান করা হইয়াছে এইরূপ কোনো সম্পত্তি উক্ত বাতিল অংশের অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

(৩) যেক্ষেত্রে প্রকল্পের অ্যালাইনমেন্ট সংশোধন বা অন্য কোনো কারণে কোনো অধিগ্রহণ মামলাভুক্ত কোনো সম্পত্তি অধিগ্রহণ মামলা হইতে বাদ দেওয়ার প্রয়োজন হয় সেইক্ষেত্রে, প্রত্যাশী সংস্থা, কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটির এখতিয়ারাধীন এলাকার ক্ষেত্রে সরকারের এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসকের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে, যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করিয়া, দাগসূচি ও নকশা সংশোধন করাইয়া লইবে এবং সংশোধিত দাগসূচি ও নকশায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ স্বাক্ষর করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইয়াছে এইরূপ কোনো সম্পত্তি উক্ত বাতিল অংশের অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

(৪) জেলা প্রশাসক, কোনো এল.এ. কেস বা উহার অংশ বাতিল হইলে, অধিগ্রহণ কার্যক্রম গ্রহণের কারণে কোনো ব্যক্তির ক্ষয়ক্ষতির জন্য এবং অধিগ্রহণ মামলা রুজুকরণ ও প্রক্রিয়াকরণে যুক্তিসংগত প্রশাসনিক ব্যয়ের জন্য, স্বীয় বিবেচনায়, ক্ষতিপূরণ বা প্রদেয় অর্থ নির্ধারণক্রমে সংশ্লিষ্ট প্রত্যাশী সংস্থার নিকট হইতে আদায় করিয়া বিতরণের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়
পুনঃগ্রহণ

৪২। **পুনঃগ্রহণ কেস রুজু।**—(১) ধারা ১৯ এর বিধান লঙ্ঘন করিয়া অধিগ্রহণকৃত ভূমি অব্যবহৃত রাখিলে বা ভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হইলে, জেলা প্রশাসক, প্রয়োজনীয় তদন্তান্তে সন্তুষ্ট হইলে, সংশ্লিষ্ট ভূমি পুনঃগ্রহণ (রিজিউম) এর লক্ষ্যে পুনঃগ্রহণ কেস রুজু করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, পূর্বতন প্রত্যাশী সংস্থার নিকট হইতে পুনঃগ্রহণ প্রস্তাব পাওয়া গেলে উহা তদন্ত করিবার কিংবা উপ-বিধি (৩) অনুযায়ী নোটিশ প্রদানের প্রয়োজন হইবে না।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে তফসিল-৪৭ অনুযায়ী পুনঃগ্রহণ রেজিস্টারে পুনঃগ্রহণ কেস নম্বর প্রদান করিয়া কেস নথি সৃজন করিতে হইবে।

(৩) জেলা প্রশাসক, উপ-বিধি (২) এর অধীন, কেস নথি সৃজনের পর উক্ত ভূমি কেন পুনঃগ্রহণ করিয়া ১ নং খাস খতিয়ানভুক্ত করা হইবে না এই মর্মে প্রত্যাশী সংস্থাকে ১৫ (পনেরো) কার্যদিবস সময় প্রদান করিয়া তফসিল-৪৮ অনুযায়ী কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব পাওয়া না গেলে এবং সময়ের আবেদন করা হইলে অতিরিক্ত ১৫ (পনেরো) কার্যদিবস সময় মঞ্জুর করা যাইবে।

(৪) জেলা প্রশাসকের নিকট প্রত্যাশী সংস্থা কর্তৃক দাখিলকৃত জবাব পর্যালোচনায় ধারা ১৯ এর বিধানের ব্যত্যয় হইয়াছে মর্মে প্রতীয়মান হইলে এবং সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি প্রত্যাশী সংস্থার আশু প্রয়োজন না থাকিলে অথবা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রত্যাশী সংস্থার কোনো জবাব পাওয়া না গেলে, সংশ্লিষ্ট ভূমি পুনঃগ্রহণের লক্ষ্যে তিনি সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, প্রত্যাশী সংস্থা পুনঃগ্রহণে আপত্তি জানাইলে, জেলা প্রশাসক বিস্তারিত উল্লেখ করিয়া তাহার সুপারিশসহ নথি সরকারের সিদ্ধান্তের জন্য প্রেরণ করিবেন।

(৫) পুনঃগ্রহণের বিষয়ে সরকার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে।

(৬) কোনো সংস্থা তাহার অনুকূলে পূর্বে অধিগ্রহণকৃত ভূমির পরিবর্তে নূতন ভূমি অধিগ্রহণ প্রস্তাব করিলে সংশ্লিষ্ট সংস্থার প্রদত্ত অঙ্গীকারপত্রের ভিত্তিতে নূতন অধিগ্রহণ কেসের দখল হস্তান্তরের সহিত জেলা প্রশাসক পুরাতন জমি ও ভবন পুনঃগ্রহণ করিয়া খাস খতিয়ানভুক্ত করিবেন এবং তজ্জন্য কোনো কারণ দর্শানোর প্রয়োজন হইবে না।

(৭) পুনঃগ্রহণের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হইলে জেলা প্রশাসক তফসিল-৪৯ অনুযায়ী পুনঃগ্রহণ সম্পর্কিত ঘোষণা গেজেটে প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন ও রেকর্ড সংশোধন করিয়া ১নং খাস খতিয়ানভুক্ত করিবার জন্য সহকারী কমিশনার (ভূমি)-কে নির্দেশ প্রদান করিবেন।

(৮) পুনঃগ্রহণকৃত সম্পত্তির গেজেট প্রকাশনার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট অধিগ্রহণ কেসের মূল নথি রেকর্ডরুম হইতে সংগ্রহ করিয়া উক্ত নথিতেও পুনঃগ্রহণ কেসের আদেশ লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

(৯) পুনঃগ্রহণ সংক্রান্ত জেলা প্রশাসকের সিদ্ধান্ত নথিতে সংযুক্ত করিতে হইবে এবং নথিতে সংযুক্ত নকশা সংশোধন করিয়া জেলা প্রশাসকের স্বাক্ষর গ্রহণ করিতে হইবে।

(১০) সহকারী কমিশনার (ভূমি), জেলা প্রশাসকের নিকট হইতে পুনঃগ্রহণ সংক্রান্ত ঘোষণা প্রাপ্তির পর নামজারি মামলা সৃজন করিয়া পরবর্তী ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে রেকর্ড সংশোধন করিয়া রেকর্ড হালনাগাদ করিবেন।

(১১) সহকারী কমিশনার (ভূমি) রেকর্ড হালনাগাদকরণের পর উহার একটি কপি জেলা প্রশাসকের অধিগ্রহণ শাখায় সংশ্লিষ্ট নথিতে সংরক্ষণের জন্য প্রেরণ করিবেন এবং ভূমি উন্নয়ন করের পরিবর্তিত হার নির্ধারণ করিয়া সংশোধিত নামজারি খতিয়ানের একটি কপি সংশ্লিষ্ট সংস্থা এবং ইউনিয়ন ভূমি অফিসে প্রেরণ করিবেন।

(১২) অধিগ্রহণকৃত অব্যবহৃত ভূমির স্বত্ব ও দখল কোনোভাবেই পূর্বের মালিকের নিকট ফেরত প্রদান করা যাইবে না।

সপ্তম অধ্যায়

ভূমি হুকুমদখল কার্যক্রম-সংক্রান্ত বিষয়াবলি

৪৩। **ভূমি হুকুমদখলের প্রস্তাব প্রেরণ**।—(১) প্রত্যাশী সংস্থাকে ভূমি হুকুমদখলের প্রস্তাব, তফসিল-৫২ তে বর্ণিত ছকে সংশ্লিষ্ট ভূমির বিবরণ ও প্রকৃতি উল্লেখপূর্বক, তফসিল-৫০ এ উল্লিখিত কাগজপত্রসহ তফসিল-৫১ তে বর্ণিত ছকে জেলা প্রশাসক বরাবর দাখিল করিতে হইবে।

(২) জেলা প্রশাসক উপ-বিধি (১) এর অধীন ভূমি হুকুমদখলের কোনো প্রস্তাব প্রাপ্ত হইলে সরকারের অনুমোদনের জন্য উহা ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করিবেন।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন প্রেরিত কোনো প্রস্তাবে সরকারের অনুমোদন পাওয়া গেলে জেলা প্রশাসক সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিধি ৪৪ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করিবেন।

(৪) এই বিধিতে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বিশেষ জরুরি পরিস্থিতিতে (যেমন- প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা মহামারি, ইত্যাদি) বা অন্য কোনো যৌক্তিক কারণে সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহণ সম্ভব না হইলে, প্রত্যাশী সংস্থা কর্তৃক প্রয়োজনীয় আর্থিক নিশ্চয়তা প্রাপ্তি সাপেক্ষে, পূর্বানুমোদন গ্রহণ ব্যতিরেকেই প্রত্যাশী সংস্থার যাচিত মতে হুকুমদখল কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে, তবে উক্ত ক্ষেত্রে সরকারের নিকট হইতে ভূতাপেক্ষ অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

৪৪। **স্থাবর সম্পত্তি হুকুমদখল আদেশ জারি, ইত্যাদি।**—(১) জেলা প্রশাসক, বিধি ৪৩ মোতাবেক প্রস্তাব প্রাপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে, ধারা ২০ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন অনুমোদন প্রাপ্তির পর, তফসিল-৫৪ তে বর্ণিত রেজিস্টারে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করিয়া তফসিল-৫৫ তে বর্ণিত ছক মোতাবেক প্রস্তাবিত সম্পত্তির হুকুমদখল আদেশ জারি করিবেন এবং এইরূপ আদেশে দখল গ্রহণের তারিখ এবং হুকুমদখলের মেয়াদ-উত্তীর্ণের তারিখ উল্লেখ থাকিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, যদি পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে জরুরি প্রয়োজনে সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহণে বিলম্ব ঘটে বা পূর্বানুমোদন গ্রহণের সুযোগ না থাকে অথবা এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, পূর্বানুমোদন গ্রহণের পরিস্থিতি বিদ্যমান নাই, সেইক্ষেত্রে উক্তরূপ বিষয়াদি বিবেচনা করিয়া, সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহণ ব্যতীত, ধারা ২০ এর উপ-ধারা (১) এর বিধান অনুযায়ী হুকুমদখল আদেশ জারি করা যাইবে:

আরও শর্ত থাকে যে, বিবেচ্য ক্ষেত্রে ভূতাপেক্ষ অনুমোদন গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট আদেশের কপিসহ ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করিতে হইবে এবং ভূমি মন্ত্রণালয় উক্ত প্রস্তাব প্রাপ্তির পরবর্তী ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে ভূতাপেক্ষ অনুমোদন প্রদান করিতে পারিবে।

(২) ধারা ২০ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন আদেশ জারির পূর্বে প্রস্তাবিত ভূমির ভিডিওচিত্র ও স্থিরচিত্র ধারণ করিয়া বিবরণী প্রস্তুত করিতে হইবে এবং প্রস্তাবিত বিষয়টি অনুমোদনের জন্য উহা নথিতে উপস্থাপন করিতে হইবে।

(৩) ধারা ২০ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন আদেশ জারির পূর্বে, প্রস্তাবিত ভূমির মালিক বা ভূমিসহ স্থাপনার মালিক অথবা লিজ, ভাড়া বা অন্য কোনোভাবে সংশ্লিষ্ট ভূমিতে কোনো ব্যবহারকারী থাকিলে, সকলের বরাবরে ব্যক্তিগতভাবে বা পরিবারের কোনো প্রাপ্তবয়স্ক প্রতিনিধির নিকট সরাসরি, ডাক, মোবাইল মেসেজ বা ই-মেইলসহ সংশ্লিষ্ট ভূমি ও স্থাপনায় (যদি থাকে) লটকাইয়া, টাঙাইয়া বা সাঁটিয়া অথবা উল্লিখিত সকল বা সম্ভাব্য একাধিক পদ্ধতিতে নোটিশ জারি করিতে হইবে।

(৪) উপ-বিধি (৩) এর অধীন নোটিশ প্রাপ্ত যেকোনো স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তির প্রস্তাবিত বিষয়ে কোনো আপত্তি থাকিলে, নোটিশ জারির তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে, জেলা প্রশাসক বরাবরে লিখিত আপত্তি দাখিল করিতে পারিবেন।

(৫) জেলা প্রশাসক, উপ-বিধি (৪) এর অধীন দাখিলকৃত আপত্তির বিষয়ে আপত্তি প্রদানকারীকে শুনানির সুযোগ প্রদান করিয়া সংশ্লিষ্ট আদেশ, সংশোধন বা সংশোধন ব্যতীত, চূড়ান্ত করিবেন বা বাতিল করিবেন, তবে সরকারের অনুমোদনের পর বা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত না হইলে এইরূপ আবেদন বিবেচনায় লইবেন না।

(৬) উপ-বিধি (৫) এর অধীন আপত্তি গ্রহণ ও শুনানির ক্ষেত্রে তফসিল-১৯ এ উল্লিখিত রেজিস্টারের অনুরূপ রেজিস্টার, প্রয়োজনীয় অভিযোজনসহ, ব্যবহার করা যাইবে।

(৭) উপ-বিধি (৬) এর অধীন কোনো আদেশ সংশোধনসহ চূড়ান্ত অনুমোদন বা বাতিল করা হইলে, বিষয়টি প্রত্যাশী সংস্থাকে লিখিতভাবে অবহিত করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো প্রস্তাব বাতিল করা হইলে প্রত্যাশী সংস্থা, প্রয়োজনে, নূতন প্রস্তাব দাখিল করিতে পারিবে।

৪৫। **হুকুমদখলকৃত সম্পত্তির দখল গ্রহণ বা অর্পণ ও প্রাক্কলন প্রস্তুত।**—(১) জেলা প্রশাসক, বিধি ৪৪ মোতাবেক কোনো আদেশ জারির পর, যোগাযোগ বা পরিবহণ বা স্বাস্থ্য বা দুর্যোগ বিষয়ক যে কোনো জরুরি প্রয়োজনে, আদেশ জারির পর যেকোনো সময় এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে আদেশ জারির তারিখের পর ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবস অতিক্রান্ত হইবার পর, প্রস্তাবিত ভূমির দখল গ্রহণ করিয়া তফসিল-৫৬ মোতাবেক প্রত্যাশী সংস্থাকে বুঝাইয়া দিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রস্তাবিত সম্পত্তির দখল অর্পণের পূর্বে বিধি ২৯ ও ৩০ এর বিধানাবলি যথাসম্ভব অনুসরণপূর্বক প্রাক্কলন প্রস্তুত করিতে হইবে।

(৩) প্রস্তাবিত ভূমি হুকুমদখলকালীন সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির ইজারাযোগ্য ভূমির ইজারার অর্থের সমপরিমাণ অর্থ এবং ফসল উৎপাদনযোগ্য জমির সম্ভাব্য উৎপাদনযোগ্য ফসলের সমপরিমাণ অর্থ আবর্তকভাবে উক্ত সম্পত্তির মালিককে পরিশোধ করিতে হইবে।

(৪) সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি খালি করা বাবদ খরচ, সম্পত্তি পুনর্দখল বাবদ খরচ, সম্পত্তির ক্ষয়-ক্ষতি বাবদ খরচ ও সম্পত্তি পূর্বাবস্থায় প্রত্যর্পণ বাবদ খরচসহ প্রথম বৎসরের আবর্তক আয় প্রাক্কলনে অগ্রিম হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হইবে এবং দ্বিতীয় বৎসরে কেবল অবকাঠামোর ইজারা মূল্য ও ভূমির ইজারা মূল্য আবর্তক হিসাবে পুনঃপ্রাক্কলন করিয়া প্রত্যাশী সংস্থার নিকট হইতে আদায় করিতে হইবে এবং মালিককে প্রদান করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, হুকুমদখলকৃত ভূমির উপরিস্থিত অবকাঠামো, স্থাপনা বা গাছপালা যদি প্রত্যাশী সংস্থার প্রয়োজনে স্থায়ীভাবে অপসারণের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে বিধি ২৯ ও ৩০ এ বর্ণিত বিধান, প্রয়োজনীয় অভিযোজনসহ, অনুসরণ করিয়া সংশ্লিষ্ট অবকাঠামো, স্থাপনা বা গাছপালার মূল্য নির্ধারণপূর্বক প্রাক্কলন প্রস্তুত করিতে হইবে এবং সংশ্লিষ্ট মালিককে প্রদান করিতে হইবে:

আরও শর্ত থাকে যে, বিবেচ্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অবকাঠামো, স্থাপনা বা গাছপালার ইজারা মূল্য দ্বিতীয় বৎসর হইতে প্রাক্কলনে অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে না।

(৫) প্রাক্কলন প্রস্তুতিতে তফসিল-৫৭ তে বর্ণিত ছকের নমুনা অনুসরণ করিতে হইবে।

(৬) যদি হুকুমদখলের সময় হুকুমদখলকৃত সম্পত্তির অবকাঠামো বা স্থাপনা, গাছপালা, পুকুর, ব্যবসা বা অন্য কোনো বিষয় স্থায়ীভাবে অপসারণের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অর্থ প্রদান করা হয়, তাহা হইলে উক্ত সম্পত্তি প্রত্যর্পণের সময় সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি পুনঃনির্মাণের প্রয়োজন হইবে না বা পূর্বাবস্থায় ফেরত প্রদান করিতে হইবে না।

৪৬। **রোয়েদাদ প্রস্তুতকরণ।**—(১) প্রাক্কলনের পর প্রত্যাশী সংস্থার নিকট হইতে অর্থপ্রাপ্তি সাপেক্ষে রোয়েদাদ প্রস্তুত করিতে হইবে এবং স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা অংশীদারগণকে শুনানির সুযোগ প্রদান করিয়া ধারা ২২ এর উপ-ধারা (৫) এর বিষয়াদি বিবেচনায় লইয়া তফসিল-৫৮ তে বর্ণিত ছক মোতাবেক রোয়েদাদ প্রস্তুত করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রস্তুতকৃত রোয়েদাদ জেলা প্রশাসক কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে এবং রোয়েদাদ বহির প্রতিপাতায় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (এল.এ./রাজস্ব) এর স্বাক্ষর থাকিতে হইবে।

৪৭। **ক্ষতিপূরণ প্রদান।**—(১) ধারা ২২ এর অধীন ক্ষতিপূরণের রোয়েদাদ প্রস্তুতের পর ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদানের জন্য মালিককে তফসিল-৫৯ এ বর্ণিত ছক মোতাবেক নোটিশ প্রদান করিতে হইবে।

(২) ক্ষতিপূরণের অর্থ বিতরণকালে মালিকানা বা অংশীদারিত্ব লইয়া কোনো বিরোধ দেখা দিলে ক্ষতিপূরণের অর্থ সরকারি হিসাবে জমা রাখিতে হইবে।

(৩) মালিকানা সম্পর্কে কোনো ব্যক্তির কোনো আপত্তি থাকিলে ধারা ২২ এর উপ-ধারা (৪) এর অধীন নোটিশ জারির ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে আপত্তি উত্থাপন করিতে হইবে।

(৪) উপ-বিধি (৩) এ বর্ণিত সময়ের মধ্যে কোনো আপত্তি উত্থাপিত না হইলে বা কোনো আদালতে কোনো মামলা না থাকিলে অথবা ধারা ২০ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন আদেশ জারির পর বা ধারা ২২ এর উপ-ধারা (৪) এর অধীন রোয়েদাদের নোটিশ জারির পর কোনো আপত্তি উত্থাপিত হইলে বা মামলা দায়ের করা হইলে উহা বিবেচনা করা যাইবে না।

(৫) কোনো ব্যক্তি ক্ষতিপূরণের অর্থে সন্তুষ্ট না হইলে তিনি আপত্তি জানাইতে পারিবেন অথবা আপত্তি সহকারে ক্ষতিপূরণের অর্থ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(৬) উপ-বিধি (৫) এর অধীন আপত্তি না জানাইয়া কোনো ব্যক্তি ধারা ৩০ অনুযায়ী আরবিট্রেটর বরাবরে আবেদন করিবার যোগ্য বিবেচিত হইবেন না।

৪৮। **জেলা প্রশাসক কর্তৃক হুকুমদখলকৃত সম্পত্তির ধার্যকৃত অর্থ আদায়।**- (১) জেলা প্রশাসক, এই বিধি অনুসারে, ধারা ২৪ এর অধীন, প্রত্যাশী সংস্থার নিকট হইতে ধার্যকৃত অর্থ আদায় করিবেন।

(২) প্রত্যাশী সংস্থা, প্রাক্কলন প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে, জেলা প্রশাসককে হুকুমদখলের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ প্রদান করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, প্রত্যাশী সংস্থা উক্ত সময়ের মধ্যে অর্থ প্রদান করিতে না পারিলে এবং অর্থ প্রদানের জন্য উক্ত সংস্থার আরও সময় প্রয়োজন হইলে, তাহার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে, জেলা প্রশাসক ২ (দুই) দফায় তাহাকে সর্বোচ্চ অতিরিক্ত ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবস সময় বৃদ্ধি করিতে পারিবেন:

আরও শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ সময় বৃদ্ধির বিষয়টি ভূমি মন্ত্রণালয় ও, ক্ষেত্রমত, প্রত্যাশী সংস্থার সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগকে অবহিত করিতে হইবে।

৪৯। **হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ, ইত্যাদি।**—(১) হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি, হুকুমদখলকালীন সময়ে, রক্ষণাবেক্ষণের জন্য জেলা প্রশাসক দায়ী থাকিবেন এবং উক্ত সম্পত্তি মেরামতের প্রয়োজন হইলে, মেরামতের জন্য অনুরোধ জানাইয়া মালিককে পত্র প্রদান করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন অনুরোধ প্রাপ্তির পর মালিক সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি মেরামত করিতে ব্যর্থ হইলে, জেলা প্রশাসক, প্রদেয় ক্ষতিপূরণের অনূর্ধ্ব ১/৬ (এক-ষষ্ঠাংশ) অর্থ ব্যয় করিয়া প্রয়োজনীয় সংস্কার কার্য সম্পন্ন করিবেন এবং ব্যয়িত অর্থ ক্ষতিপূরণের অর্থের সহিত সমন্বয় করিবেন।

(৩) সরকারের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে ২ (দুই) বৎসরের অতিরিক্ত সময়ের জন্য কোনো স্থাবর সম্পত্তি হুকুমদখলে রাখিবার প্রয়োজন হইলে, বিধি ৪৫ এর বিধান অনুযায়ী পুনরায় প্রাক্কলন তৈরি করিয়া প্রত্যাশী সংস্থার নিকট হইতে অর্থ আদায় করিতে হইবে এবং সংশ্লিষ্ট মালিককে ক্ষতিপূরণের অর্থ বিতরণ করিতে হইবে।

৫০। **হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি হইতে বরাদ্দপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে উচ্ছেদ।**—(১) জেলা প্রশাসক, ধারা ২৭ এর অধীন, উপ-বিধি (২) এ বর্ণিত কারণে প্রত্যাশী সংস্থাকে তারিখ উল্লেখপূর্বক উক্ত তারিখের মধ্যে দখল প্রত্যর্পণ করিবার জন্য নোটিশ প্রদান করিতে পারিবেন এবং নোটিশ জারির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রত্যাশী সংস্থা দখল হস্তান্তর না করিলে তাহাকে উচ্ছেদ করিতে পারিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, নিম্নবর্ণিত কারণে উচ্ছেদ কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে, যথা:—

(ক) জনস্বার্থে যৌক্তিক বিবেচিত হইলে;

(খ) হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি যে উদ্দেশ্যে গ্রহণ করা হইয়াছিল সেই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা না হইলে;

(গ) হুকুমদখলের নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হইবার পর বেআইনিভাবে দখলে থাকিলে;

(ঘ) ধারা ২৬ এর অধীন মালিককে দখল প্রত্যর্পণের প্রয়োজন হইলে;

(ঙ) প্রত্যাশী সংস্থা পাওনা প্রদানে ব্যর্থ হইলে; এবং

(চ) হুকুমদখলের নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হইলে।

৫১। **হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি দখলমুক্ত ঘোষণার বিজ্ঞপ্তি জারি।**—(১) জেলা প্রশাসক, হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি হুকুমদখল হইতে মুক্ত করিবার সময় যাহার নিকট হইতে দখল গ্রহণ করা হইয়াছিল তাহাকে বা তাহার বৈধ ওয়ারিশের নিকট অথবা আদালত কর্তৃক অন্য কোনো দাবিদার প্রমাণিত হইলে তাহার বরাবরে দখল প্রত্যর্পণ করিয়া হুকুমদখলমুক্তকরণ নোটিশ প্রদান করিবেন এবং তফসিল-৬১ অনুযায়ী হুকুমদখলমুক্ত ঘোষণার বিজ্ঞপ্তি জারি করিয়া দায়মুক্ত হইবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, আদালতে মামলা অনিষ্পন্ন থাকিলে, দখলমুক্ত আদেশ জারিপূর্বক যাহার নিকট হইতে দখল গ্রহণ করা হইয়াছিল তাহার বরাবরে অথবা আদালতের কোনো নির্দেশনা থাকিলে সেই মোতাবেক দখল হস্তান্তর করিতে হইবে বা আদালতের আদেশ মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি দখলমুক্ত করিবার জন্য জেলা প্রশাসক কর্তৃক লিখিত নোটিশ প্রদানের পর স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যদি দখল গ্রহণ করিতে ইচ্ছাকৃতভাবে অবহেলা করেন অথবা অস্বীকার করেন, তাহা হইলে নোটিশ জারির তারিখ ও সময় হইতে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি দখলমুক্ত ও প্রত্যর্পিত হইয়াছে মর্মে গণ্য হইবে।

(৩) যাহার অনুকূলে হুকুমদখলমুক্ত স্থাবর সম্পত্তির দখল হস্তান্তরিত হইবে তাহাকে পাওয়া না গেলে অথবা তাহার কোনো প্রতিনিধি বা তাহার পক্ষে দখল গ্রহণ করিবার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি উপস্থিত না থাকিলে, জেলা প্রশাসক উক্ত সম্পত্তির প্রকাশ্য কোনো স্থানে ''স্থাবর সম্পত্তিটি হুকুমদখল মুক্ত হইয়াছে'' মর্মে বিজ্ঞপ্তি লটকাইবেন এবং, উক্ত বিজ্ঞপ্তির ৯০ (নব্বই) কার্যদিবসের মধ্যে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, তদ্‌মর্মে একটি নোটিশ প্রদান করিবেন।

(৪) উপ-বিধি (৩) এর অধীন গেজেট প্রকাশের তারিখ ও সময় হইতে উক্ত সম্পত্তির কোনো প্রকার দাবির বিষয়ে জেলা প্রশাসক দায়ী থাকিবেন না।

(৫) উপ-বিধি (৩) এর বিধান অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করিবার পর হুকুমদখলকৃত সম্পত্তির কোনো মালিক বা বৈধ দাবিদার পাওয়া না গেলে, জেলা প্রশাসক, উক্ত সম্পত্তি ব্যবস্থাপনার জন্য State Acquisition and Tenancy Act, 1950 (East Bengal Act No. XXVIII of 1951) এর বিধান মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(৬) হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি, ধারা ২০ এর উপ-ধারা (৩) এর বিধান মোতাবেক, দখল গ্রহণের তারিখ হইতে ২ (দুই) বৎসর অতিক্রান্ত হইবার পর হুকুমদখলের আওতায় রাখা যাইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো সম্পত্তি, যথাযথ কারণ উল্লেখপূর্বক, ভূমি মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে, ২ (দুই) বৎসরের অধিককাল হুকুমদখলে রাখা যাইবে:

আরও শর্ত থাকে যে, এইক্ষেত্রে প্রত্যাশী সংস্থার প্রধান বা, ক্ষেত্রমত, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক ভূমি মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমোদন গ্রহণপূর্বক জেলা প্রশাসক বরাবর সময় বৃদ্ধির জন্য আবেদন করিতে হইবে এবং এইরূপ সময় বৃদ্ধির আবেদন হুকুমদখলের মেয়াদ শেষ হইবার ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) কার্যদিবস পূর্বে করিতে হইবে।

৫২। **হুকুমদখলকৃত সম্পত্তির হিসাব রেজিস্টারে লিপিবদ্ধকরণ।**—(১) হুকুমদখলকৃত সম্পত্তির মালিক বা স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বরাবরে তফসিল-৬১ অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রত্যর্পণের বা মুক্তকরণের ঘোষণা দিয়া উক্ত বিজ্ঞপ্তির তারিখ হইতে হুকুমদখল কার্যক্রম সমাপ্ত হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন হুকুমদখল কার্যক্রম সমাপ্ত হইলে হুকুমদখল মামলা নিষ্পত্তি করিয়া তফসিল-৫৪ তে উল্লিখিত হুকুমদখল সম্পত্তি হিসাব রেজিস্টারের প্রতিটি কলামে যথাযথ তথ্য, সময় সময়, লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে।

৫৩। **হুকুমদখল মামলার নথি রেকর্ডরুমে প্রেরণ।**—হুকুমদখল কার্যক্রম সমাপ্তির পর, জেলা প্রশাসকের অনুমোদনক্রমে, রেকর্ড ম্যানুয়াল ১৯৪৩ এর বিধান অনুসারে হুকুমদখল মামলার নথি দ্রুততম সময়ের মধ্যে রেকর্ডরুমে প্রেরণ করিতে হইবে।

৫৪। **ধারা ২৭ মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ।**—(১) কোনো সম্পত্তি যে উদ্দেশ্যে হুকুমদখল করা হইবে, সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি সেই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত না হইলে, স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি উহা দখলমুক্তকরণের জন্য জেলা প্রশাসকের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর, অথবা অন্য কোনোভাবে জ্ঞাত হইবার পর, জেলা প্রশাসক, তদন্ত সাপেক্ষে, ধারা ২৭ এর অধীন, বিধি ৪১ এর সহিত পঠিতব্য, প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন।

৫৫। **আবর্তক প্রাক্কলন প্রস্তুত, আদায় ও স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে প্রদান।**—(১) হুকুমদখলকৃত সম্পত্তিতে বৎসরে যে আয় হইতে পারে হুকুমদখলকালীন প্রতিবৎসরের শেষে উক্ত আয় হিসাব করিয়া পরিশোধ করিতে হইবে।

(২) প্রাক্কলন প্রস্তুতের সময় পরবর্তী ১ (এক) বৎসরের আবর্তক আয় অগ্রিম হিসাবে বিবেচনায় লইয়া অগ্রিম আদায় করিতে হইবে।

(৩) বৎসরের আবর্তক প্রাক্কলন প্রস্তুত করিয়া প্রত্যাশী সংস্থার নিকট হইতে আদায় করিয়া স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে প্রদান করিতে হইবে।

ব্যাখ্যা।—কোনো ভূমির উৎপন্ন ফসল হইতে বৎসরে যে আয় হইতে পারে অথবা কোনো সম্পত্তি ভাড়া বা ইজারা প্রদান করিয়া বৎসরে যে আয় হইতে পারে সেই আয়ের পরিমাণই আবর্তক আয়।

অষ্টম অধ্যায়

আরবিট্রেশন

৫৬। **আরবিট্রেটরের নিকট আবেদন।**—(১) স্বার্থসংশ্লিষ্ট যে ব্যক্তি জেলা প্রশাসক কর্তৃক প্রদত্ত রোয়েদাদ গ্রহণ করেন নাই বা আপত্তিসহ গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি রোয়েদাদের নোটিশ জারির ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) কার্যদিবসের মধ্যে আরবিট্রেটরের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন দাখিলকৃত আবেদনে জেলা প্রশাসকের সহিত সংশ্লিষ্ট প্রত্যাশী সংস্থাকেও পক্ষভুক্ত করিতে হইবে।

(৩) জেলা প্রশাসক, আরবিট্রেশন সংক্রান্ত বিষয়ের জন্য তফসিল-৬২ অনুযায়ী একটি রেজিস্টার সংরক্ষণ করিবেন।

(৪) আরবিট্রেশনে প্রত্যাশী সংস্থা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবে এবং জেলা প্রশাসক প্রত্যাশী সংস্থাকে প্রয়োজনীয় সকল সহায়তা প্রদান করিবেন।

(৫) সরকার, আরবিট্রেশনের ব্যয় নির্ধারণ করিয়া, সময় সময়, পরিপত্র জারি করিবে এবং প্রত্যাশী সংস্থা উক্ত পরিপত্র অনুযায়ী, আর্থিক বিধি-বিধান অনুসরণপূর্বক, উক্ত ব্যয় নির্বাহ করিবে।

৫৭। **আরবিট্রেটরের ক্ষমতা।**—(১) আরবিট্রেটর, ধারা ৩৩ এর অধীন, জেলা প্রশাসক কর্তৃক নির্ধারিত রোয়েদাদে বর্ণিত ক্ষতিপূরণের ১০% (শতকরা দশ ভাগ) এর অধিক ক্ষতিপূরণ মঞ্জুর করিতে পারিবেন না।

(২) আরবিট্রেটর কর্তৃক ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের আদেশ প্রদানের পর, জেলা প্রশাসক, আইন ও এই বিধিমালা মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

৫৮। **আরবিট্রেটর কর্তৃক ধার্যকৃত রোয়েদাদের বিরুদ্ধে আপিল।**—(১) আরবিট্রেটর কর্তৃক ধার্যকৃত রোয়েদাদ আদেশে সন্তুষ্ট না হইলে স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষ উক্ত রোয়েদাদ আদেশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে আরবিট্রেশন আপিলেট ট্রাইব্যুনালে আপিল দায়ের করিতে পারিবেন।

(২) আরবিট্রেশন আপিলেট ট্রাইব্যুনাল আরবিট্রেটর কর্তৃক মঞ্জুরিকৃত ক্ষতিপূরণের ১০% (শতকরা দশ ভাগ) এর অধিক ক্ষতিপূরণ মঞ্জুর করিতে পারিবে না।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন প্রদত্ত আরবিট্রেশন আপিলেট ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৪) আরবিট্রেটর বা আরবিট্রেশন আপিলেট ট্রাইব্যুনালে কোনো আবেদন বিবেচনাকালে সরকার পক্ষ হইতে যাহাতে যথাযথভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হয়, উহা প্রত্যাশী সংস্থা কর্তৃক নিশ্চিত করিতে হইবে এবং এইরূপ ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক প্রয়োজনীয় সকল সহায়তা প্রদান করিবেন।

(৫) আরবিট্রেটর বা আরবিট্রেশন আপিলেট ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত রোয়েদাদে অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদানের আদেশ থাকিলে, জেলা প্রশাসক, আদেশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে ১ (এক) মাসের মধ্যে, সম্পূরক প্রাক্কলন প্রস্তুতক্রমে প্রত্যাশী সংস্থাকে অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদানের জন্য নোটিশ বা পত্র প্রদান করিবেন।

(৬) উপ-বিধি (৫) এর অধীন জেলা প্রশাসক কর্তৃক প্রদত্ত পত্র বা নোটিশ প্রাপ্তির পর ১ (এক) মাসের মধ্যে প্রত্যাশী সংস্থাকে উক্ত অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণের অর্থ জেলা প্রশাসক বরাবরে জমা প্রদান করিতে হইবে।

(৭) জেলা প্রশাসক অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রত্যাশী সংস্থার নিকট হইতে প্রাপ্তির পর যথাশীঘ্র সম্ভব স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে প্রদান করিবেন।

(৮) আরবিট্রেটর বা আরবিট্রেশন আপিলেট ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদানের আদেশের পর, উপ-বিধি (৬) এ উল্লিখিত সময়ের মধ্যে, প্রত্যাশী সংস্থা উহা প্রদান না করিলে উহার দায়-দায়িত্ব প্রত্যাশী সংস্থাকে বহন করিতে হইবে।

নবম অধ্যায়

বিবিধ

৫৯। **ক্ষমতা অর্পণ।**—জেলা প্রশাসক, আইন ও এই বিধিমালার অধীন, তাহার উপর অর্পিত কোনো ক্ষমতা বা এখতিয়ার, সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষ, জনস্বার্থে,—

(ক) কোনো অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, সিনিয়র সহকারী কমিশনার ও সহকারী কমিশনারকে সমগ্র জেলায় বা জেলার কোনো নির্দিষ্ট এলাকায় নির্দিষ্ট সময়ে প্রয়োগের জন্য অর্পণ করিতে পারিবেন;

(খ) কোনো ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা বা অতিরিক্ত ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তার উপর অর্পণ করিতে পারিবেন।

৬০। **অ্যালাইনমেন্ট পরিবর্তন ও প্রস্তাব সংশোধন।—**(১) কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটি বা জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটি কর্তৃক বরাদ্দ অনুমোদনের পরবর্তী পর্যায়ে কোনো বিশেষ কারণে প্রস্তাবিত ভূমির অ্যালাইনমেন্ট পরিবর্তন বা সংশ্লিষ্ট প্রস্তাব সংশোধনের আবশ্যকতা দেখা দিলে এবং উক্ত পরিবর্তন বা সংশোধন প্রস্তাবিত জমির মোট পরিমাণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিলে, ক্ষেত্রমত, জেলা প্রশাসক, বিভাগীয় কমিশনার বা সরকার কর্তৃক ধারা ৬ অনুযায়ী অধিগ্রহণ প্রস্তাব চূড়ান্ত অনুমোদনের পূর্বে যেকোনো সময় উক্তরূপ পরিবর্তন বা সংশোধন করা যাইবে।

(২) কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটি বা জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটি কর্তৃক প্রস্তাব অনুমোদনের পরবর্তী পর্যায়ে জেলা প্রশাসক, বিভাগীয় কমিশনার বা সরকার কর্তৃক ধারা ৫ এর উপ-ধারা (৩) ও ধারা ৬ অনুযায়ী অধিগ্রহণ প্রস্তাব চূড়ান্ত অনুমোদনের পূর্বে কোনো বিশেষ কারণে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের অ্যালাইনমেন্ট পরিবর্তন হইবার ফলে প্রস্তাব সংশোধনের আবশ্যকতা দেখা দিলে এবং পূর্বানুমোদিত সম্পত্তি বহির্ভূত কোনো নূতন সম্পত্তি অধিগ্রহণের প্রয়োজন হইলে উক্ত নূতন সম্পত্তি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াভুক্তির জন্য কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটি বা জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটির অনুমোদন প্রয়োজন হইবে।

(৩) উপ-বিধি (১) ও (২) এ বর্ণিত ক্ষেত্রে প্রত্যাশী সংস্থাকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংশোধন করিয়া দিতে হইবে।

৬১। **পূর্বের অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াধীন ভূমি নূতন কোনো প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্রে করণীয়।—**(১) পূর্বের কোনো অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াধীন ভূমি সম্পূর্ণ বা উহার অংশবিশেষ পূর্বতন প্রত্যাশী সংস্থার প্রয়োজনীয়তা না থাকিলে এবং উক্ত ভূমি বা উহার অংশবিশেষ আবশ্যিকভাবে ভিন্ন কোনো প্রকল্পের জন্য প্রয়োজন হইলে, পূর্বতন অধিগ্রহণ কেসে কোনো ক্ষতিপূরণ প্রদান ও দখল গ্রহণ করা না হইয়া থাকিলে অধিগ্রহণ মামলাটি বিধি ৪১ এর বিধান অনুযায়ী, ক্ষেত্রমত, সম্পূর্ণ বা আংশিক বাতিল করিয়া প্রয়োজনে নূতন অধিগ্রহণ মামলাভুক্ত করিয়া অধিগ্রহণ করা যাইবে।

(২) পূর্বের অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইলে সংশ্লিষ্ট প্রত্যাশী সংস্থাকে দখল হস্তান্তর করিয়া গেজেট প্রকাশনার জন্য পত্র প্রেরণের পর পুনঃগ্রহণ করিয়া পুনরায় অধিগ্রহণ বা হস্তান্তর কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে।

(৩) পুনঃগ্রহণকৃত সম্পত্তি অধিগ্রহণে প্রত্যাশী সরকারি সংস্থার নিকট হইতে অধিগ্রহণ বা হস্তান্তরের প্রস্তাব প্রাপ্তির পর বিধি ২৯, ৩০, ৩২ ও ৩৬ এর বিধান অনুসরণে মূল্য নির্ধারণ করিতে হইবে।

(৪) বিধি ৩১ এর বিধান অনুসারে প্রত্যাশী সংস্থার নিকট হইতে প্রাক্কলিত অর্থ প্রাপ্তির পর বিধি ৩৭ এর বিধান অনুযায়ী দখল হস্তান্তর এবং বিধি ৩৮ ও ৩৯ অনুসারে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করিতে হইবে।

(৫) গেজেট হয়নি এইরূপ পূর্বের অধিগ্রহণ বা হুকুমদখল প্রক্রিয়াধীন কোনো সম্পত্তি নূতন কোনো অধিগ্রহণ কেসে প্রয়োজন হইলে, পূর্বতন কেসের সংশ্লিষ্ট ভূমির অধিগ্রহণ কার্যক্রম জেলা প্রশাসক কর্তৃক প্রত্যাহার করিয়া উহা গেজেটে প্রকাশ করিতে হইবে এবং সংশ্লিষ্ট ভূমির মালিকদের নূতন কেসের আওতায় ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, পূর্বের কেসে ভূমির ক্ষতিপূরণ বাবদ কোনো অর্থ বিতরণ করা হইয়া থাকিলে, উহা নূতন কেসে তাহাদের প্রাপ্য ক্ষতিপূরণের সহিত সমন্বয় করিয়া নূতন কেসের হারে ক্ষতিপূরণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

(৬) পূর্বের কেসে ক্ষতিপূরণ গ্রহীতাগণের নিকট বিতরণকৃত ক্ষতিপূরণ নূতন কেসে তাহাদের প্রাপ্য ক্ষতিপূরণের সহিত সমন্বয়ের ক্ষেত্রে নূতন কেস হইতে কর্তনের মাধ্যমে পূর্বতন প্রত্যাশী সংস্থা কর্তৃক সংশ্লিষ্ট ভূমির জন্য জমাকৃত ক্ষতিপূরণ (কন্টিনজেন্সির অর্থ ব্যতীত) উক্ত সংস্থাকে ফেরত প্রদান করিতে হইবে।

৬২। **অধিগ্রহণকৃত অপ্রয়োজনীয় সম্পত্তি সমর্পণ।**—(১) অধিগ্রহণকৃত কোনো সম্পত্তি যে উদ্দেশ্যে অধিগ্রহণ করা হইয়াছে সেই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত না হইলে উক্ত সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট সমর্পণ করিতে হইবে।

(২) অধিগ্রহণকৃত ভূমির ব্যবহারভিত্তিক বিবরণ প্রতিবৎসর সহকারী কমিশনার (ভূমি) বা ভূমি অধিগ্রহণ শাখার কর্মকর্তার মাধ্যমে বর্তমান অবস্থার হালনাগাদ তালিকা তৈরি করিতে হইবে।

(৩) অব্যবহৃত সম্পত্তিতে কেবল ফসল উৎপাদনসহ ফলদ ও ঔষধি গাছ লাগানো যাইবে এবং পানি সংরক্ষণাগারকে পরিচ্ছন্ন পানি ব্যবহার উপযোগী পুকুর হিসাবে সংরক্ষণ করা যাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, ধারা ১৯ এর কোনো বিধান লঙ্ঘিত হইলে অথবা কোনো প্রত্যাশী সংস্থা অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তি যে প্রয়োজনে গ্রহণ করিয়াছে তাহা সেই প্রয়োজনে ব্যবহার না করিলে বা অন্য কোনোভাবে ইজারা প্রদান করিলে বা সংশ্লিষ্ট সংস্থার দায়িত্বে অবহেলার কারণে উহা অবৈধ দখল হইয়া গেলে, জেলা প্রশাসক উহা, বিধি ৪২ এর বিধান অনুসরণপূর্বক, দ্রুত পুনঃগ্রহণ করিতে পারিবেন।

(৪) জেলা প্রশাসক, সমর্পিত সম্পত্তি গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে পুনঃগ্রহণক্রমে সরকারি খাস খতিয়ানে আনয়ন করিয়া গেজেট প্রকাশ করিবেন এবং অধিগ্রহণ মামলার সকল রেকর্ডসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সকল রেকর্ডপত্র সংশোধন করিয়া লইবেন।

(৫) জেলা প্রশাসক, পুনঃগ্রহণকৃত সম্পত্তির হিসাব বিবরণী প্রতিবৎসর প্রতিবেদন আকারে ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করিবেন।

৬৩। **হিসাব সমন্বয়।**—(১) অধিগ্রহণ মামলাসমূহের পদ্ধতিগত যাবতীয় কার্যক্রম সমাপ্তির পর হিসাব সমন্বয় করিতে হইবে এবং তফসিল-৬৩ অনুযায়ী রেজিস্টার সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(২) প্রত্যেক অর্থ-বৎসরের শেষে ৩১ জুলাই এর মধ্যে তফসিল-৬৪ অনুযায়ী প্রত্যেক অধিগ্রহণ কেসের ক্ষতিপূরণ ও আনুষঙ্গিক ব্যয়ের হিসাব সমন্বয় করিয়া জেলা প্রশাসক ও জেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার যৌথ স্বাক্ষরে ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করিতে হইবে।

৬৪। **রেকর্ড কনসাইনমেন্ট**।—জেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার সহিত হিসাব সমন্বয়ের পর রেকর্ড ম্যানুয়াল ১৯৪৩ এর বিধান অনুসরণক্রমে বা ভূমি মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করিয়া রেকর্ড সংরক্ষণের নিমিত্ত অধিগ্রহণ মামলা জেলা রেকর্ডরুমে প্রেরণ করিতে হইবে।

৬৫। **সম্পত্তি অধিগ্রহণ, হুকুমদখল, পুনঃগ্রহণকৃত মামলার হিসাব বিবরণী ও প্রতিবেদন প্রেরণ**।—(১) প্রতিবৎসর জানুয়ারি মাসের ৩১ তারিখের মধ্যে পূর্ববর্তী বৎসরের বিভিন্ন সংস্থার অনুকূলে সম্পত্তি অধিগ্রহণ, হুকুমদখল এবং পুনঃগ্রহণকৃত মামলার বৎসরভিত্তিক হিসাব বিবরণী তফসিল-৬৫, তফসিল-৬৬ ও তফসিল-৬৭ অনুযায়ী ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করিতে হইবে।

(২) ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা, প্রতিমাসে চলমান কেসসমূহের প্রতিবেদন জেলা প্রশাসক বরাবর উপস্থাপন করিবেন এবং জেলা প্রশাসক উক্ত প্রতিবেদন বিভাগীয় কমিশনার ও ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করিবেন।

(৩) বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসক, উপ-বিধি (২) এর অধীন প্রাপ্ত প্রতিবেদন বিশেষ করিয়া ক্ষতিপূরণ প্রদান সংক্রান্ত চলমান কেসসমূহ, ক্ষেত্রমত, মাসিক বিভাগীয় রাজস্ব সম্মেলন ও জেলা রাজস্ব সম্মেলনে পর্যালোচনাপূর্বক যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন এবং উক্ত সভায় ধারা ১১ এর উপ-ধারা (১) এর বিধান মোতাবেক ৬০ (ষাট) কার্যদিবসের মধ্যে ক্ষতিপূরণ প্রদান সম্পন্ন না হইবার কারণসমূহ যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করিবেন।

৬৬। **তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার**।—(১) ভূমি মন্ত্রণালয় নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় সমগ্র বাংলাদেশের জন্য একটি ভূমি অধিগ্রহণ ব্যবস্থাপনা সিস্টেম তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করিবে, যাহাকে এতদ্বিষয়ক অন্যান্য সিস্টেমের সহিত আন্তঃসংযোগ করিবার ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

(২) ভূমি মন্ত্রণালয়, অধিগ্রহণ সংক্রান্ত কার্যক্রমে (নোটিশ প্রদানসহ সকল যোগাযোগ ও কার্যক্রম) তথ্য প্রযুক্তি, উপযুক্ত সফটওয়্যার ও বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতি ব্যবহারের লক্ষ্যে, কেন্দ্রীয়ভাবে প্রকল্প গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৩) এই বিধিমালায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই বিধিমালায় উল্লিখিত পদ্ধতির পাশাপাশি, স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখলের ক্ষেত্রে ডিজিটালাইজড পদ্ধতি চালু করা যাইবে এবং সরকার, উপযুক্ত বিবেচনা করিলে, কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে কেবল ডিজিটালাইজড পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে তদ্বিষয়ে আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৪)ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ফান্ড ট্রান্সফার সংক্রান্ত বিধান অনুসরণপূর্বক ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ফান্ড ট্রান্সফার করা যাইবে এবং জেলা হিসাবরক্ষণ অফিস উহার একটি লেজার সংরক্ষণ করিবে।

(৫) সরকার, অধিগ্রহণ সংক্রান্ত সকল তথ্য নাগরিকদের জন্য অনলাইনে উন্মুক্ত করিয়া দিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত ব্যবস্থা চালু না হওয়া পর্যন্ত, ফি প্রদান ব্যতিরেকে, উহা সরাসরি অবলোকনের এবং, তৎকর্তৃক অরোপিত ফি প্রদান সাপেক্ষে, প্রিন্ট গ্রহণের সুযোগ প্রদান করিতে পারিবে।

(৬) সরকার, সাধারণ নাগরিকগণ যাহাতে ভূমিসেবা সহায়তা কেন্দ্র, ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার বা ইউনিয়ন ভূমি অফিস বা উপযুক্ত কোনো সংস্থার হেল্প ডেস্ক হইতে এই বিধিমালার অধীনে কোনো আবেদন অনলাইনে দাখিল করিতে পারেন, সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৭) এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, নোটিশ জারিসহ যোগাযোগের সকল ক্ষেত্রে, ইলেকট্রনিক পদ্ধতিকে অগ্রাধিকার প্রদান করিতে হইবে।

ব্যাখ্যা।—এই বিধির উদ্দেশ্য পূরণকল্পে "ডিজিটালাইজড পদ্ধতি" বলিতে কম্পিউটার এবং তথ্য ও যোগযোগ প্রযুক্তি ও মোবাইল প্রযুক্তি ব্যবহার করিয়া তথ্য সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ, নোটিশ ও পত্র জারি এবং অর্থ বিতরণ বা যেকোনো এক বা একাধিক কার্য সম্পাদন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে বুঝাইবে।

৬৭। **পরিদর্শন ও দর্শন।**—(১) বিভাগীয় কমিশনার ও অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) প্রতি বৎসরে ন্যূনতম ১ (এক) বার, জেলা প্রশাসক প্রতি ৬ (ছয়) মাসে ন্যূনতম ১ (এক) বার, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (এল.এ./রাজস্ব) প্রতি ৩ (তিন) মাসে ন্যূনতম ১ (এক) বার এবং ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা প্রতি ২ (দুই) মাসে ন্যূনতম ১ (এক) বার সংশ্লিষ্ট ভূমি অধিগ্রহণ শাখার কার্যক্রম পরিদর্শন করিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত প্রত্যেক পরিদর্শনকারী কর্মকর্তাকে পরিদর্শনের (inspection) দ্বিগুণ হিসাবে সংশ্লিষ্ট ভূমি অধিগ্রহণ শাখা দর্শন (visit) করিতে হইবে।

(৩) সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় যেকোনো সময় যেকোনো ভূমি অধিগ্রহণ শাখা পরিদর্শন বা দর্শন করিতে পারিবেন।

৬৮। **অসুবিধা দূরীকরণ।**—ভূমি মন্ত্রণালয়, এই বিধিমালা কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে ইহার কোনো বিধানের ব্যাখ্যা বা স্পষ্টীকরণের প্রয়োজন হইলে, আইনের বিধানের সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ না হওয়া সাপেক্ষে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা বা নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

৬৯। **রহিতকরণ ও হেফাজত।**—(১) এই বিধিমালা কার্যকর হইবার পর স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল সংক্রান্ত কোনো আইনের অধীনে ইতঃপূর্বে জারীকৃত সকল বিধিমালা, নির্দেশনা, পরিপত্র ও অফিস আদেশ, যদি থাকে, এতদ্দ্বারা রহিত হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও, আইন প্রণয়নের পূর্বে, যেসকল ভূমি অধিগ্রহণ মামলায় Acquisition and Requisition of Immovable Property Ordinance, 1982 (Ordinance No. II of 1982) এর অধীনে কার্যক্রম গ্রহণ করা হইয়াছে, সেই সকল ভূমি অধিগ্রহণ মামলা উক্ত Ordinance এবং তদধীন জারীকৃত বিধিমালা, নির্দেশনা, পরিপত্র ও আদেশ মোতাবেক নিষ্পত্তি করিতে হইবে।

(৩) এই বিধিতে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, অবলুপ্ত Emergency Requisition of Property Act, 1948 (East Bengal Act No. XIII of 1948) এর অধীনে সৃজিত ভূমি অধিগ্রহণ মামলাসমূহ উক্ত Act ও তদধীন জারীকৃত বিধিমালা, নির্দেশনা, পরিপত্র ও আদেশ মোতাবেক নিষ্পন্ন করিতে হইবে।

তফসিল-১

[বিধি ৩(১)(ক) দ্রষ্টব্য]

(অধিগ্রহণের সময় প্রত্যাশী ব্যক্তি/সংস্থা কর্তৃক পেশ করিতে হইবে)

ক্রমিক নং	**বিবরণ**	**সংযুক্তির প্রমাণপত্রের বিবরণ**
(১)	(২)	(৩)
১।	প্রত্যাশী ব্যক্তি বা সংস্থার নাম	
২।	নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয় বা বিভাগের নাম	
৩।	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	
৪।	প্রকল্পের জন্য ন্যূনতম ভূমির পরিমাণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ভবনের সর্বোচ্চ উর্ধ্বমুখী ও নিম্নমুখী সম্প্রসারণ নিশ্চিতকরণসহ)	
৫।	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে জেলা স্থান নির্বাচন কমিটির সুপারিশ আছে কি না ?	
৬।	প্রস্তাবিত ভূমির বিবরণ ও প্রকৃতি (তফসিল-২ অনুযায়ী)	
৭।	প্রস্তাবিত ভূমিতে দুই বা তিন ফসলি জমি সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র (তফসিল-৩ অনুযায়ী)	
৮।	অপেক্ষাকৃত অনুর্বর অথবা পতিত জমি অধিগ্রহণের সুযোগ আছে কি না?	
৯।	প্রস্তাবিত ভূমির সহিত যোগাযোগ ব্যবস্থা	
১০।	প্রস্তাবিত ভূমিতে প্রকল্পের কাজে স্থাপনা নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হইবার সম্ভাব্য সময়কাল	

(১)	(২)	(৩)
১১।	ধর্মীয় উপাসনালয়, কবরস্থান বা শ্মশান হিসাবে ব্যবহৃত কোনো ভূমি অধিগ্রহণের জন্য প্রস্তাবিত এলাকার অন্তর্ভুক্ত থাকিলে স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ এর ধারা ৪(১৩) অনুযায়ী উহা স্থানান্তর ও পুনর্নির্মাণের পরিকল্পনা প্রস্তাবের সহিত যুক্ত করা হইয়াছে কি না?	
১২।	অধিগ্রহণের কারণে কোনো ব্যক্তি বা পরিবার বাস্তুচ্যুত হইবে কি না? বাস্তুচ্যুত হইলে বাস্তুচ্যুত ব্যক্তি বা পরিবার পুনর্বাসনের জন্য পুনর্বাসন পরিকল্পনা আছে কি না? বিস্তারিত পুনর্বাসন পরিকল্পনা প্রস্তাবের সহিত যুক্ত করা হইয়াছে কি না?	
১৩।	স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল বিধিমালা, ২০২৬ এর বিধি ৩ ও বিধি ৪ এ উল্লিখিত সকল কাগজপত্র প্রস্তাবের সহিত যুক্ত করা হইয়াছে কি না?	

<u>প্রকল্প পরিচালক/প্রস্তাবকারী কর্তৃপক্ষ</u>

স্বাক্ষর :

নাম :

পদবি :

সিল :

তফসিল-২

[বিধি ৩(১)(খ) দ্রষ্টব্য]

<u>অধিগ্রহণের জন্য প্রস্তাবিত ভূমির বিবরণ ও প্রকৃতি</u>

প্রত্যাশী সংস্থা/ব্যক্তির নাম : ....

প্রকল্পের নাম : ....

জেলা : ...., থানা/উপজেলা : ...., মৌজা : ....

ক্রমিক নং	খতিয়ান নম্বর	দাগ নম্বর	দাগে মোট ভূমির পরিমাণ	অধিগ্রহণের জন্য প্রস্তাবিত ভূমির পরিমাণ	ভূমির রেকর্ডীয় শ্রেণি	ভূমির বাস্তব শ্রেণি	ভূমির উপরিস্থিত অবকাঠামো বা স্থাপনার বিবরণ	ফসল, গাছপালা, বাগান, পুকুর এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ইত্যাদি আছে কি না, থাকিলে বিবরণ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)
১।								
২।								
৩।								

<u>প্রকল্প পরিচালক/প্রস্তাবকারী কর্তৃপক্ষ</u>

স্বাক্ষর :

নাম :

পদবি :

সিল :

তফসিল-৩

[বিধি ৩(১)(খ) দ্রষ্টব্য]

অধিগ্রহণের জন্য প্রস্তাবিত ভূমিতে ফসলি জমি সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র

প্রত্যাশী সংস্থা/ব্যক্তির নাম : ....

প্রকল্পের নাম : ....

জেলা : ...., থানা/উপজেলা: ...., মৌজা: ....

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাইতেছে যে, উপরোল্লিখিত প্রকল্পের জন্য প্রস্তাবিত ভূমি নিম্নস্বাক্ষরকারী/প্রতিনিধির (প্রতিনিধির মাধ্যমে সরেজমিন তদন্ত করানো হইলে প্রতিনিধির নাম, পদবি, ইত্যাদি উল্লেখ করিতে হইবে) কর্তৃক/মাধ্যমে সরেজমিন তদন্ত করা/করানো হইয়াছে। সরেজমিন প্রাপ্ত তথ্য এবং সংশ্লিষ্ট কৃষি বিভাগে সংরক্ষিত তথ্য মোতাবেক প্রস্তাবিত ভূমি অনাবাদি/এক ফসলি/দুই ফসলি/তিন বা ততোধিক ফসলি।

উপযুক্ত কৃষি কর্মকর্তা

স্বাক্ষর :

নাম :

পদবি :

সিল :

নোট: (ক) প্রকল্পটি একটি উপজেলায় বাস্তবায়িত হইলে প্রত্যয়নপত্র সংশ্লিষ্ট উপজেলা কৃষি অফিসার কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইতে হইবে।

(খ) প্রকল্পটি একাধিক উপজেলায় বাস্তবায়িত হইলে প্রত্যয়নপত্র সংশ্লিষ্ট জেলার উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইতে হইবে।

(গ) প্রস্তাবিত ভূমি আংশিক অনাবাদি/এক ফসলি/দুই ফসলি/তিন বা ততোধিক ফসলি হইলে পৃথকভাবে উল্লেখ করা যাইবে।

তফসিল-৪

[বিধি ৩(১)(ছ) দ্রষ্টব্য]

প্রত্যাশী সংস্থার নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয় বা বিভাগ কর্তৃক ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদানের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় বিষয়সমূহ

১। প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র প্রত্যাশী সংস্থার নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয় বা বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত হইবে।

২। নূতন অধিগ্রহণের পরিবর্তে প্রত্যাশী সংস্থার মালিকানাধীন অন্য কোনো ভূমিতে প্রকল্প বাস্তবায়ন, বহুতল ভবন নির্মাণ, লে-আউট প্ল্যান হইতে পরিহারযোগ্য স্থাপনা/ভূমির ব্যবহার পরিহারকরণ, জমির পরিমাণ হ্রাসকরণ সম্ভব কি না, ইত্যাদি যাচাই করিয়া অধিগ্রহণের অপরিহার্যতা ও প্রস্তাবিত ভূমির পরিমাণ ন্যূনতম হইবার বিষয় নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩। প্রশাসনিক অনুমোদনপত্রে প্রস্তাবিত জমির পরিমাণ, থানা, উপজেলা, বা এলাকার উল্লেখ থাকিবে, তবে সুনির্দিষ্টভাবে কোনো মৌজা বা দাগ নম্বরের উল্লেখ থাকিবে না।

৪। স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল বিধিমালা, ২০২৬ এর বিধি ৩(১০), ৩(১১) ও ৩(১২) এর বিধান অনুসরণ করিতে হইবে।

তফসিল-৫

[বিধি ৩(১)(ঝ) ও ৩(১)(ন) দ্রষ্টব্য]

অর্থ প্রদানের নিশ্চয়তা/অঙ্গীকারপত্র

তফসিলে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি আমার/আমাদের ……………… প্রতিষ্ঠানের ……………. প্রকল্পের (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) জন্য প্রয়োজন এবং স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ এবং স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল বিধিমালা, ২০২৬ এর অধীন উক্ত সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ/হুকুমদখলের ক্ষেত্রে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) কার্যক্রম গ্রহণ করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে:

তফসিল

জেলা : ………………….., থানা/উপজেলা : ………………….., মৌজা : …………………., জে.এল. নম্বর : ……………………

ক্রমিক নং	খতিয়ান নম্বর	দাগ নম্বর	দাগে মোট ভূমির পরিমাণ	অধিগ্রহণের জন্য প্রস্তাবিত ভূমির পরিমাণ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১।				

২। উক্ত সম্পত্তি আমার/আমাদের প্রয়োজন বিধায় আমি/আমরা এতদ্দ্বারা এই মর্মে অঙ্গীকার করিতেছি যে, আমি/আমরা স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ এবং স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল বিধিমালা, ২০২৬ এর বিধানাবলি প্রতিপালন করিব এবং উক্ত সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ প্রদানসহ অন্যান্য দাবি পূরণ করিব।

৩। আমি/আমরা স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ এবং স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল বিধিমালা, ২০২৬ এ উল্লিখিত সময়ের মধ্যে প্রাক্কলিত অর্থ প্রদান করিব এবং প্রাক্কলিত অর্থের বিষয়ে আরবিট্রেটর বা আরবিট্রেশন আপিলেট ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের আলোকে ধার্যকৃত প্রাক্কলিত অতিরিক্ত অর্থ অথবা অন্য কোনো বিধিসম্মত যৌক্তিক ক্ষতিপূরণের প্রাক্কলিত অর্থ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রদান করিব।

৪। এই অঙ্গীকার ………………… সনের …………………. তারিখে প্রদত্ত হইল।

মন্ত্রণালয়/বিভাগের সিনিয়র সচিব/সচিব/দপ্তর প্রধান

স্বাক্ষর :

নাম :

পদবি : সিল :

তফসিল-৬

[বিধি ৩(১)(ট) দ্রষ্টব্য]

<u>পুনর্বাসন পরিকল্পনা গ্রহণে অনুসরণীয় বিষয়সমূহ</u>

১। স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ এর ধারা ৯(৪) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, অধিগ্রহণের কারণে বাস্তুচ্যুত কোনো ব্যক্তি বা পরিবারকে পুনর্বাসনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

২। পুনর্বাসন পরিকল্পনায় নিম্নবর্ণিত এক বা একাধিক বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে, যথা:-

(ক) প্রত্যাশী সংস্থা কর্তৃক গৃহীত কোনো প্রকল্পে বা উহার ব্যবস্থাপনায় জমি বা প্লট বরাদ্দ বা কোনো বিকল্প আবাসন ব্যবস্থা;

(খ) পুনর্বাসনের লক্ষ্যে প্রস্তাবিত ভূমির ক্ষতিপূরণে অতিরিক্ত অর্থ সহায়তা;

(গ) প্রত্যাশী সংস্থার উপকারভোগী হিসাবে সহায়তা প্রদান;

(ঘ) প্রত্যাশী সংস্থার ব্যবস্থাপনায় বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা;

(ঙ) পুনর্বাসনের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ অন্য কোনো ব্যবস্থা।

৩। অধিগ্রহণের কারণে বাস্তুচ্যুত ব্যক্তি বা পরিবারকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে গৃহীত পুনর্বাসন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রত্যাশী সংস্থা কর্তৃক নিম্নবর্ণিত এক বা একাধিক বিষয় বিবেচনা করা যাইতে পারে, যথা:—

(ক) পুনর্বাসনের সকল স্তরে নারী-পুরুষের সমতা ও সমমর্যাদা নিশ্চিত করা;

(খ) জমির মালিকানা নির্বিশেষে শুমারির মাধ্যমে বাস্তুচ্যুত ব্যক্তি বা পরিবারকে শনাক্ত করা;

(গ) অধিগ্রহণে বাস্তুচ্যুতদের সহিত মতবিনিময় করিয়া পুনর্বাসনাধীন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের নাগরিক সুবিধা-সমৃদ্ধ পুনর্বসতির জায়গাসহ একাধিক পছন্দের বিষয় বিবেচনা করা;

(ঘ) প্রকল্পের আওতায় স্থানীয়ভাবে আয়-সৃষ্টিকারী উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে জীবিকা পুনর্গঠন উন্নয়ন কার্যক্রম নিশ্চিত করা।

৪। ধর্মীয় উপাসনালয়, কবরস্থান, শ্মশান, ইত্যাদির ক্ষেত্রে স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ এর ধারা ৪(১৩) এবং স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল বিধিমালা, ২০২৬ এর বিধি ৯ ও বিধি ৩৬ এ উল্লিখিত এতৎসংশ্লিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে।

৫। উন্নয়ন সহযোগী কোনো সংস্থার অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্পের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সংস্থার নিজস্ব পুনর্বাসন পরিকল্পনা অনুযায়ী পুনর্বাসন কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে।

তফসিল-৭

[বিধি ৩(১)(দ) দ্রষ্টব্য]

ইতঃপূর্বে অধিগ্রহণকৃত, বন্দোবস্তকৃত বা অন্য কোনোভাবে ভূমি প্রাপ্ত হইলে উক্ত ভূমির ব্যবহার বিবরণী

অধিগ্রহণকৃত/বন্দোবস্তকৃত কেস নম্বর, ইত্যাদি			জমির পরিমাণ	গৃহীত প্রকল্পে ব্যবহৃত জমির পরিমাণ	অব্যবহৃত/গৃহীত প্রকল্পের উদ্দেশ্যবহির্ভূত জমির পরিমাণ	মন্তব্য
অধিগ্রহণ কেস নম্বর	বন্দোবস্ত কেস নম্বর	অন্যান্য				
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)

<u>মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/প্রস্তাবকারী</u>

স্বাক্ষর :

নাম :

পদবি :

সিল :

তফসিল-৮

[বিধি ৩(১)(ধ) দ্রষ্টব্য]

<u>প্রস্তাবিত ভূমি অধিগ্রহণের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিবার বাধ্যবাধকতার বিষয়ে অঙ্গীকারপত্র</u>

তফসিলে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি আমার/আমাদের .... প্রতিষ্ঠানের .... প্রকল্পের (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) জন্য প্রয়োজন এবং স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ এবং স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল বিধিমালা, ২০২৬ এর অধীনে উক্ত সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ/হুকুমদখলের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে:

<u>তফসিল</u>

জেলা : ...., থানা/উপজেলা : ...., মৌজা : ...., জে.এল. নম্বর : ....

ক্রমিক নং	খতিয়ান নম্বর	দাগ নম্বর	দাগে মোট ভূমির পরিমাণ	অধিগ্রহণের জন্য প্রস্তাবিত ভূমির পরিমাণ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১।				

২। প্রস্তাবিত ভূমি আমার/আমাদের প্রয়োজন বিধায় আমি/আমরা এতদ্দারা এই মর্মে অঙ্গীকার করিতেছি যে, আমি/আমরা স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ এবং স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল বিধিমালা, ২০২৬ এর বিধানাবলি প্রতিপালন করিব।

৩। যে উদ্দেশ্যে উপরোল্লিখিত সম্পত্তি অধিগ্রহণ/হুকুমদখল করা হইবে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) সেই উদ্দেশ্যেই উহা ব্যবহার করা হইবে, অন্যথায় স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ এবং স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল বিধিমালা, ২০২৬ এর আলোকে উক্ত সম্পত্তি পুনঃগ্রহণ (রিজিউম) বা দখলমুক্ত করা হইলে আমার/আমাদের কোনো আপত্তি থাকিবে না।

৪। এই অঙ্গীকার .... সনের .... তারিখে প্রদত্ত হইল।

<u>সিনিয়র সচিব/সচিব এর পক্ষে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা সংস্থা প্রধান</u>

নাম :

পদবি :

সিল :

সংস্থার নাম :

তফসিল-৯

[বিধি ৩(১)(প), ২২(১), ২২(৪), ২২(৭) এবং ২৩(৩)(ক) দ্রষ্টব্য]

প্রস্তাবিত ভূমির দাগভিত্তিক মালিকানার প্রাথমিক তথ্য

প্রত্যাশী সংস্থা/ব্যক্তির নাম : ....

প্রকল্পের নাম : ....

জেলা : ...., থানা/উপজেলা : ...., মৌজা : ....

ক্রমিক নং	খতিয়ান নম্বর	দাগ নম্বর	ভূমির রেকর্ডীয় শ্রেণি	দাগে মোট ভূমির পরিমাণ	প্রস্তাবিত ভূমির পরিমাণ	জমির মালিকানার বিবরণ					
						সর্বশেষ রেকর্ড অনুযায়ী ভূমি মালিকগণের নাম ও ঠিকানা	নামজারি অনুযায়ী ভূমি মালিকগণের নাম ও ঠিকানা	ভূমির পরিমাণ ও নামজারি মামলা নম্বর	নামজারি সম্পন্ন হয় নাই এমন ক্রেতাগণের নাম	রেকর্ডীয় অথবা নামজারিকৃত মৃত মালিকগণের ওয়ারিশগণের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)
১।											

<u>প্রত্যাশী ব্যক্তি/সংস্থার প্রতিনিধি</u>

স্বাক্ষর :
নাম :
পদবি :
সিল :

<u>ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা</u>

স্বাক্ষর :
নাম :
সিল :

<u>কানুনগো, উপজেলা ভূমি অফিস</u>

স্বাক্ষর :
নাম :
সিল :

<u>সহকারী কমিশনার (ভূমি)</u>

স্বাক্ষর :
নাম :
সিল :

নোট: (ক) ক্রমিক নং ২-৭ প্রত্যাশী ব্যক্তি/সংস্থা পূরণ করিবে এবং এল.এ. শাখা যাচাই করিবে।

(খ) ক্রমিক নং ৮-১২ উপজেলা ভূমি অফিস/সার্কেল ও ইউনিয়ন/পৌর ভূমি অফিস পূরণ করিবে।

(গ) প্রত্যাশী ব্যক্তি/সংস্থা প্রস্তাবের সহিত উপরোল্লিখিত ছক পূরণপূর্বক উহার হার্ডকপি ও সফট্‌কপি জমা প্রদান করিবে।

তফসিল-১০

[বিধি ৩(২)(ঘ) ও ১৯(৫) দ্রষ্টব্য]

জেলা প্রশাসক এবং প্রত্যাশী বেসরকারি ব্যক্তি/সংস্থার মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিনামা

(নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পে)

নিম্ন তফসিলভুক্ত সম্পত্তি আমার/আমাদের (২য় পক্ষ) .... প্রতিষ্ঠানের .... প্রকল্পের জন্য প্রয়োজন এবং স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ এবং স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল বিধিমালা, ২০২৬ এর অধীন উক্ত সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা আবশ্যক:

তফসিল

জেলা : ...., থানা/উপজেলা : ...., মৌজা : ...., জে.এল. নম্বর : ....

ক্রমিক নং	খতিয়ান নম্বর	দাগ নম্বর	জমির শ্রেণি	জমির পরিমাণ (একর)		মন্তব্য (রেকর্ডীয় শ্রেণি/বাস্তব শ্রেণি, জমির বর্তমান অবস্থা, ইত্যাদি)
				রেকর্ড মোতাবেক দাগে জমির পরিমাণ	প্রস্তাবিত ভূমির পরিমাণ	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১।						

২। উক্ত সম্পত্তি আমার/আমাদের (২য় পক্ষ) প্রয়োজন বিধায় আমি/আমরা এতদ্দ্বারা এই মর্মে অঙ্গীকার করিতেছি যে, আমি/আমরা স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ এবং স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল বিধিমালা, ২০২৬ এর বিধানাবলি প্রতিপালন করিব এবং উক্ত সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ উক্ত আইন ও বিধিমালায় বর্ণিত সময়ের মধ্যে প্রদানসহ অন্যান্য দাবি পূরণ করিব।

৩। প্রাক্কলিত অর্থের বিষয়ে আরবিট্রেটর বা আরবিট্রেশন আপিলেট ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের আলোকে ধার্যকৃত প্রাক্কলিত অতিরিক্ত অর্থ অথবা অন্য কোনো বিধিসম্মত যৌক্তিক ক্ষতিপূরণের প্রাক্কলিত অর্থ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রদান করিব এবং আমি/আমরা (২য় পক্ষ) আরও অঙ্গীকার করিতেছি যে, এতদ্বিষয়ে সরকার কর্তৃক আরোপিত শর্তাবলি মানিয়া চলিব।

৪। এই অঙ্গীকার .... সনের .... তারিখে প্রদত্ত হইল।

এই চুক্তিপত্রের সকল শর্ত জানিয়া ও বুঝিয়া স্বজ্ঞানে সাক্ষীদের সম্মুখে উহাতে স্বাক্ষর করিলাম।

১ম পক্ষ: জেলা প্রশাসক/অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (এল.এ./রাজস্ব)	২য় পক্ষ: প্রত্যাশী বেসরকারি ব্যক্তি/সংস্থা
স্বাক্ষর-	স্বাক্ষর-
নাম-	নাম-
সিল-	ঠিকানা-

সাক্ষী: ১ম পক্ষ - কমপক্ষে ২ (দুই) জন (নাম, পদবি, ঠিকানা ও NID নম্বর উল্লেখসহ)।

সাক্ষী: ২য় পক্ষ - কমপক্ষে ২ (দুই) জন (নাম, পদবি, ঠিকানা ও NID নম্বর উল্লেখসহ)।

তফসিল-১১

[বিধি ৫(৫) দ্রষ্টব্য]

সম্ভাব্যতা যাচাই ও স্থান নির্ধারণ কমিটির প্রতিবেদন

ক্রমিক নং	বিবরণ	জবাব	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১।	অধিগ্রহণ প্রস্তাবের সহিত যেসকল কাগজপত্র বা তথ্যাদি দাখিল করা আবশ্যক সেইগুলি যথাযথভাবে দাখিল করা হইয়াছে কি না?		
২।	প্রকল্প বাস্তবায়নে অধিগ্রহণের অপরিহার্যতা		
৩।	নূতন অধিগ্রহণের পরিবর্তে প্রত্যাশী সংস্থার মালিকানাধীন অন্য কোনো ভূমিতে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করিবার সম্ভাবনা		
৪।	ভূমির পরিমাণ ন্যূনতম কি না (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে টেকনিক্যাল কমিটির মতামত গ্রহণের আবশ্যকতা থাকিলে তাহার যৌক্তিকতা)		
৫।	আবশ্যকীয় নহে এমন কোনোকিছু লে-আউট প্ল্যানে অন্তর্ভুক্ত আছে কি না এবং বহুতল ভবন নির্মাণ বা লে-আউট প্ল্যান হইতে অপ্রয়োজনীয় স্থাপনা বাদ দিয়ে অথবা উর্ধ্বমুখী বা নিম্নমুখী সম্প্রসারণ করিয়া অথবা ভূমির অপব্যবহার পরিহার করিয়া জমির পরিমাণ হ্রাস করা যায় কি না?		
৬।	ক্ষয়-ক্ষতি কম হইবে এমন বিকল্প জায়গায় প্রকল্পটি স্থানান্তর করা সম্ভব কি না অথবা সম্ভাব্য অধিক ক্ষয়-ক্ষতি এড়াইবার জন্য জমির পরিমাণ কমানো বা প্রস্তাব সংশোধন করিবার প্রয়োজন আছে কি না? (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে একাধিক সম্ভাব্য স্থান পর্যালোচনা করিয়া প্রস্তাব করা যাইবে)		

(১)	(২)	(৩)	(৪)
৭।	আশেপাশে বা উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে এমন অপেক্ষাকৃত কম মূল্যবান জমি অধিগ্রহণ করিয়া সরকারি অর্থ সাশ্রয় করা যায় কি না? (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে একাধিক সম্ভাব্য স্থানের প্রস্তাব করা যাইবে)		
৮।	দুই বা তিন ফসলি কৃষি জমি অন্তর্ভুক্ত থাকিলে উক্ত জমি অধিগ্রহণ অপরিহার্য কি না এবং অপরিহার্য হইলে যৌক্তিকতা		
৯।	প্রকল্পটি বাস্তবায়নে বাধা বা গণরোষ সৃষ্টির আশঙ্কা রহিয়াছে কি না?		
১০।	প্রস্তাবিত ভূমি বা উহার অংশবিশেষ পূর্বে কোনো সংস্থার নামে অধিগ্রহণ করা হইয়া থাকিলে উক্ত এল.এ. কেসের নম্বর, ভূমির পরিমাণ ও অধিগ্রহণের উদ্দেশ্য, ভূমির বর্তমান অবস্থা ও ব্যবহার এবং অধিগ্রহণের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সংস্থার মতামত		
১১।	প্রস্তাবিত ভূমি ১ নং খাস, অর্পিত, পরিত্যক্ত বা অন্য কোনোভাবে সরকারি স্বার্থযুক্ত কি না কিংবা কৃষি/অকৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত নীতিমালার আলোকে বন্দোবস্তকৃত হইয়া থাকিলে তাহার বিবরণ		
১২।	ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান থাকিলে তাহার বিবরণ, উহার অধিগ্রহণ অপরিহার্য কি না ও পুনর্বাসনের/প্রতিস্থাপনের ব্যবস্থা, ইত্যাদি		
১৩।	প্রত্যাশী বেসরকারি ব্যক্তি বা সংস্থার উদ্যোগে অধিগ্রহণ প্রস্তাবের ক্ষেত্রে উপরি-উক্ত বিষয়াবলি ছাড়াও প্রস্তাবটি জনপ্রয়োজন বা জনস্বার্থে কি না তাহার বস্তুনিষ্ঠ যৌক্তিকতা (প্রদত্ত তথ্যের সঠিকতা ও ব্যক্তি উদ্যোগে ভূমি ক্রয়ে ব্যর্থতার বিষয় যাচাই করিতে হইবে)		

(১)	(২)	(৩)	(৪)
১৪।	শিল্পকারখানা স্থাপনের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক অঞ্চল বা সরকার নির্ধারিত শিল্প এলাকায় কারখানাটি গড়িয়া তোলা সম্ভব কি না এবং প্রাসঙ্গিক অন্যান্য সকল বিষয়ের উল্লেখ থাকিতে হইবে		
১৫।	প্রাসঙ্গিক অন্যান্য তথ্যাদি		
১৬।	সুপারিশ/মতামত (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)		

<u>প্রত্যাশী সংস্থার প্রতিনিধি</u>

স্বাক্ষর :
নাম :
পদবি :
সিল :

<u>সহকারী কমিশনার (ভূমি)</u>

স্বাক্ষর :
নাম :
সিল :

<u>উপজেলা নির্বাহী অফিসার</u>

স্বাক্ষর :
নাম :
সিল :

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক
<u>(এল.এ./রাজস্ব)</u>

স্বাক্ষর :
নাম :
সিল :

তফসিল-১২
[বিধি ৮(২)(ছ) দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়
ভূমি অধিগ্রহণ শাখা
..................জেলা
www.--------------.gov.bd

সরকারি, আধা-সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার মালিকানাধীন বা পূর্বে অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তির আন্তঃবিভাগীয় হস্তান্তরের ক্ষেত্রে গেজেট বিজ্ঞপ্তি

স্মারক নম্বর : ....   তারিখ : ....

যেহেতু নিম্ন তফসিলভুক্ত সম্পত্তি .... নম্বর এল.এ. কেসমূলে .... (প্রতিষ্ঠান/সংস্থার নাম) এর অনুকূলে অধিগ্রহণকৃত ছিল; এবং

যেহেতু উক্ত সম্পত্তি .... (নূতন সংস্থার নাম) সংস্থার অনুকূলে হস্তান্তরের ক্ষেত্রে .... (মন্ত্রণালয়/বিভাগের) আপত্তি নেই মর্মে জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে; এবং

যেহেতু উক্তরূপ হস্তান্তর যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে;

সেহেতু স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল বিধিমালা, ২০২৬ এর বিধি ৮(২)(ছ) অনুযায়ী .... নম্বর এল.এ. কেসমূলে উক্ত সম্পত্তি .... (প্রত্যাশী সরকারি সংস্থার নাম) এর অনুকূলে হস্তান্তর করা হইল।

তফসিল

জেলা : ...., থানা/উপজেলা : ...., মৌজা : ...., জে.এল. নম্বর : ....

ক্রমিক নং	খতিয়ান নম্বর	দাগ নম্বর	দাগে মোট জমির পরিমাণ	অধিগ্রহণে সম্পৃক্ত জমির পরিমাণ	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১।					

মোট খতিয়ানের সংখ্যা: .... (কথায় .... টি), মোট দাগের সংখ্যা: .... (কথায় .... টি), অধিগ্রহণে সম্পৃক্ত মোট জমির পরিমাণ: .... (কথায়: ....) একর।

জেলা প্রশাসক

স্বাক্ষর :

নাম :

জেলা :

তফসিল-১৩

[বিধি ১১(১) দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়

ভূমি অধিগ্রহণ শাখা

.... **জেলা।**

www...............gov.bd

নম্বর : ....   তারিখ : ....

গণবিজ্ঞপ্তি

(অধিগ্রহণের জন্য নির্বাচিত ভূমি ক্রয়-বিক্রয় এবং উহাতে অবকাঠামো নির্মাণে নিষেধাজ্ঞা আরোপ)

যেহেতু নিম্ন তফসিলভুক্ত সম্পত্তি জনস্বার্থমূলক উদ্দেশ্যে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে;

সেহেতু এক্ষণে স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ এর ধারা ৪(১২) এবং স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল বিধিমালা, ২০২৬ এর বিধি ১১ এর বিধান মোতাবেক উক্ত সম্পত্তির পারিপার্শ্বিক এলাকার (vicinity) জমির ক্রয়-বিক্রয় ও জমিতে যে কোনো প্রকার অবকাঠামো তৈরিতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হইল।

২। এই আদেশ লঙ্ঘন করিয়া কোনো কার্য করা হইলে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের সময় উহা বিবেচনা করা হইবে না এবং প্রয়োজনবোধে সরকারি আদেশ লঙ্ঘনের দায়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে, তবে জরুরি প্রয়োজনে জেলা প্রশাসকের অনুমতি গ্রহণ সাপেক্ষে উক্ত সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয় করা যাইবে।

তফসিল

জেলা : ...., থানা/উপজেলা : ...., মৌজা : ...., জে.এল. নম্বর : ....

ক্রমিক নং	খতিয়ান নম্বর	দাগ নম্বর	দাগে মোট ভূমির পরিমাণ	অধিগ্রহণের জন্য প্রস্তাবিত ভূমির পরিমাণ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১।				

জেলা প্রশাসক/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

স্বাক্ষর :

নাম :

পদবি :

সিল :

তফসিল-১৪
[বিধি ১৪(১) দ্রষ্টব্য]

কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটির এখতিয়ারাধীন এলাকা

ক্রমিক নং	এলাকার বিবরণ	উপজেলার নাম	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১।	সিটি কর্পোরেশন	সকল ওয়ার্ড	সমগ্র সিটি কর্পোরেশন
২।	উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের এখতিয়ারাধীন এলাকা	সকল এলাকা	এখতিয়ারাধীন সমগ্র এলাকা
৩।	জেলা সদরের পৌর এলাকা	সকল ওয়ার্ড	সমগ্র পৌর এলাকা
৪।	ঢাকা জেলা	সকল উপজেলা	সমগ্র জেলা
৫।	নারায়ণগঞ্জ জেলা	সকল উপজেলা	সমগ্র জেলা
৬।	গাজীপুর জেলা	সকল উপজেলা	সমগ্র জেলা
৭।	মুন্সীগঞ্জ জেলা	সকল উপজেলা	সমগ্র জেলা
৮।	নরসিংদী জেলা	সদর ও পলাশ উপজেলা	কেবল সদর ও পলাশ উপজেলাধীন এলাকা
৯।	মানিকগঞ্জ জেলা	সিংগাইর উপজেলা	ধল্লা ও জামির্তা ইউনিয়নভুক্ত এলাকা
১০।	টাঙ্গাইল জেলা	মির্জাপুর উপজেলা	মির্জাপুর উপজেলাধীন এলাকা

নোট : সরকার, সময় সময়, উপরোল্লিখিত এলাকার সীমানা সম্প্রসারণ, সংকোচন বা সংশোধন করিতে পারিবে।

তফসিল-১৫

[বিধি ১৬(৯) ও ১৭(২) দ্রষ্টব্য]

স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ রেজিস্টার

ক্রমিক নং	প্রত্যাশী সংস্থার নাম	অধিগ্রহণ প্রস্তাব প্রাপ্তির তারিখ ও স্মারক নম্বর	এল.এ. কেস নম্বর	প্রস্তাবিত প্রকল্পের নাম	প্রস্তাবিত ভূমির পরিমাণ	কেন্দ্রীয়/জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটি কর্তৃক প্রস্তাব অনুমোদনের তারিখ ও অনুমোদিত জমির পরিমাণ	৪ ধারার অধীন নোটিশ জারির তারিখ	নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আপত্তি থাকিলে গৃহীত ব্যবস্থা	বিভাগীয় কমিশনার/ভূমি মন্ত্রণালয়ে সিদ্ধান্তের জন্য প্রেরণের তারিখ	জেলা প্রশাসক/বিভাগীয় কমিশনার/সরকার কর্তৃক সিদ্ধান্ত প্রদানের তারিখ	৭ ধারার অধীন নোটিশ জারির তারিখ	৮ ধারার অধীন নোটিশ জারির তারিখ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)
১।												

প্রাক্কলিত অর্থের পরিমাণ ও অনুমোদনের তারিখ	প্রত্যাশী সংস্থার নিকট রোয়েদাদ প্রেরণের তারিখ	প্রত্যাশী সংস্থা হইতে অর্থ প্রাপ্তির তারিখ এবং পরিমাণ	প্রত্যাশী সংস্থার নিকট রোয়েদাদ প্রেরণের ১২০ কার্যদিবস উত্তীর্ণ হইবার তারিখ	ক্ষতিপূরণের অর্থ গ্রহণের জন্য নোটিশ জারির তারিখ	ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদান করিবার তারিখ	দখল হস্তান্তরের তারিখ	গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ ও পৃষ্ঠা নম্বর	হিসাব সহকারে নির্দিষ্ট ফরম পূরণ করিয়া ট্রেজারিতে প্রেরণের তারিখ	হিসাব সমন্বয়ের স্মারক নম্বর ও তারিখ	নামজারির তারিখ	রেকর্ডরুমে কনসাইনমেন্টের তারিখ
(১৪)	(১৫)	(১৬)	(১৭)	(১৮)	(১৯)	(২০)	(২১)	(২২)	(২৩)	(২৪)	(২৫)

তফসিল-১৬

[বিধি ১৭(২) ও ১৭(৩) দ্রষ্টব্য]

অধিগ্রহণ কার্যক্রমের সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা (প্রসেস ম্যাপ)

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	ধারা	সংশ্লিষ্ট বিধি	নিষ্পত্তির নির্ধারিত সময়	প্রযোজ্য তফসিল
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১।	জেলা স্থান নির্বাচন কমিটির সুপারিশ	-	৫(১)	-	-
২।	প্রত্যাশী সংস্থা কর্তৃক প্রস্তাব পেশ	-	৩	-	১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০
৩।	অধিগ্রহণ প্রস্তাবিত ভূমির তথ্য সংগ্রহ ও রেকর্ড হালনাগাদকরণ	-	৩, ৪	১০ কার্যদিবস	-
৪।	সম্ভাব্যতা যাচাই ও স্থান নির্ধারণ	-	৫	২১ কার্যদিবস	১১
৫।	জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটি বা কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটির অনুমোদন গ্রহণ	-	১৪, ১৫	-	১৪
৬।	অধিগ্রহণ কেস রুজুকরণ	-	১৭	৩ কার্যদিবস	১৫
৭।	অধিগ্রহণ সম্পৃক্ত ভূমির সরেজমিন তথ্য সংগ্রহ (৪ ধারার নোটিশ জারির পূর্বে)	৪(৩)(ক)	১৮	১০ কার্যদিবস	১৭
৮।	ধারা ৪ এর অধীন নোটিশ প্রদান	৪(১)	১৯	-	১০, ১৮
৯।	ধারা ৪ এর নোটিশ জারির পর অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে আপত্তি পেশ	৫(১)	২০	১৫ কার্যদিবস	১৯
১০।	যৌথ তদন্তের ফিল্ডবহি প্রস্তুত (৪ ধারার নোটিশ জারির পর)	৪(৩)(খ)	২৩	১০ কার্যদিবস (ক্ষেত্রমত অতিরিক্ত ১৫ কার্যদিবস)	১৭, ২০
১১।	আপত্তি না থাকিলে জেলা প্রশাসক কর্তৃক অধিগ্রহণের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ	৫(৩)	২০	ক্ষেত্রমত, ১০/১৫/৩০ কার্যদিবস	-

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	ধারা	সংশ্লিষ্ট বিধি	নিষ্পত্তির নির্ধারিত সময়	প্রযোজ্য তফসিল
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১২।	আপত্তি থাকিলে এবং সম্পত্তির পরিমাণ ৫০ বিঘা বা তার নিম্নে/উর্ধ্বে হইলে অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে বিভাগীয় কমিশনার/ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ	৫, ৬	২০	ক্ষেত্রমত, ১৫/৩০/৬০ কার্যদিবস	-
১৩।	৭ ধারার নোটিশ জারি	৭	২৭	ক্ষেত্রমত, ৭/১৫ কার্যদিবস	২২
১৪।	স্বত্ব-স্বার্থের বিবরণী প্রস্তুতকরণ	৭	২৮	-	২০, ২৩, ২৪
১৫।	মূল্যহার সংগ্রহ ও প্রাক্কলন প্রস্তুত ও অনুমোদন	৮, ৯	২৯, ৩০, ৩১	ক্ষেত্রমত, ১৫/৩০ কার্যদিবস	২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯
১৬।	প্রাক্কলিত অর্থের চেক প্রত্যাশী সংস্থার নিকট প্রেরণ ও অর্থ আদায়	৮(৩)(খ)	৩১	ক্ষেত্রমত, ৭/১২০ কার্যদিবস	২৯, ৩০, ৩১
১৭।	রোয়েদাদ প্রস্তুতকরণ	৮	৩২	৪৫ কার্যদিবস	৩২
১৮।	প্রাক্কলিত অর্থ প্রাপ্তির পর ৮(৩) ধারার নোটিশ প্রকাশনা	৮(৩)(ক)	৩৩	৭ কার্যদিবস	৩৪
১৯।	ক্ষতিপূরণ প্রদান	১১	৩৪	৬০ কার্যদিবস	৩৩, ৩৫-৪০, ৬০
২০।	অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তির দখল গ্রহণ ও হস্তান্তর	১৩	৩৭	ধারা ১১ এর কার্যক্রম গ্রহণের পর	৪১
২১।	হস্তান্তর দলিল	১৭(২)	৩৭	ধারা ১১ এর কার্যক্রম গ্রহণের পর	৪২
২২।	গেজেট প্রকাশনার জন্য প্রেরণ	১৩(২)	৩৮	৯০ কার্যদিবস	৪৩, ৪৪
২৩।	রেকর্ড হালনাগাদকরণ		৩৯	ক্ষেত্রমত, ৭/১৫ কার্যদিবস	-
২৪।	আরবিট্রেশন ও আরবিট্রেশন আপিল মামলা দায়ের ও নিষ্পত্তিকরণ	২৯-৩৮	৫৬-৫৮	ক্ষেত্রমত, ৪৫/৯০ ও ৩০/৬০ কার্যদিবস	৬২
২৫।	হিসাব সমন্বয়	-	৬৩	অর্থ বছরের ৩১ জুলাই এর মধ্যে	৬৩, ৬৪
২৬।	রেকর্ড কনসাইনমেন্ট	-	৬৪	-	-

তফসিল-১৭

[বিধি ১৮(২), ১৮(৪) ও ২৩(১) দ্রষ্টব্য]

সরেজমিন যৌথ তদন্তের ফিল্ডবহি (জমি, অবকাঠামো ও গাছপালার বিবরণসহ)

এল.এ. কেস নম্বর: ....

প্রকল্পের নাম: ....

জেলা: ...., থানা/উপজেলা: ...., মৌজা: ...., জে.এল. নম্বর: ....

ক্রমিক নং	খতিয়ান নম্বর	দাগ নম্বর	দাগে মোট জমির পরিমাণ (একর)	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একর)	সর্বশেষ মালিক/দখলদারের নাম, ঠিকানা, মোবাইল ও NID নম্বর	স্বার্থের প্রকৃতি (মালিক/ বর্গাদার)	জমির রেকর্ডীয় শ্রেণি	জমির বর্তমান শ্রেণি	ঘর বাড়ি/ অবকাঠামো/ স্থাপনার বিবরণ ও নির্মাণের সাল
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)
১।									

ফসল/ পুকুর থাকিলে উহার বিবরণ	ব্যবসার বিবরণ			গাছপালার বিবরণ					অন্যান্য তথ্য (যদি থাকে)	মন্তব্য
	ব্যবসায়ীর নাম	ব্যবসার ধরন	মেশিনারিজের বর্ণনা	গাছের নাম	বড়	মাঝারি	ছোট	গাছের অনুমানিক বয়স		
(১১)	(১২)	(১৩)	(১৪)	(১৫)	(১৬)	(১৭)	(১৮)	(১৯)	(২০)	(২১)

প্রত্যয়ন: সরেজমিন যৌথ তদন্তে আমরা সকলেই উপস্থিত থাকিয়া যৌথ তদন্ত পরিচালনা করিয়াছি এবং যৌথ তদন্তে উপরিউক্ত তথ্য সঠিক পাইয়া স্বাক্ষর করিলাম।

স্বাক্ষর প্রদানে ইচ্ছুক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/ব্যক্তিগণ	প্রত্যাশী সংস্থার প্রতিনিধি	সার্ভেয়ার	কানুনগো	অতিঃ ভূমি অধি. কর্মকর্তা	ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা
	স্বাক্ষর :			স্বাক্ষর :	স্বাক্ষর :
	নাম :	স্বাক্ষর :	স্বাক্ষর :	নাম :	নাম :
স্বাক্ষর :	পদবি :	নাম :	নাম :	সিল :	সিল :
	সিল :	সিল :	সিল :		

নোট: (ক) প্রতিটি দাগের জন্য পৃথক পাতা হইতে হইবে (প্রতি পাতায় উপরি-উক্তভাবে প্রত্যয়নসহ সংশ্লিষ্ট সকলের স্বাক্ষর থাকিতে হইবে)।

(খ) স্বার্থের প্রকৃতি বলিতে ভূমির মালিক, দখলকার, বর্গাদার, ইজারাগ্রহীতা, স্থাপনার মালিক, ফসলের মালিক, ইত্যাদি (প্রযোজ্য যে কোনোটি লিখিতে হইবে)।

তফসিল-১৮
[বিধি ১৯(১) দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়
ভূমি অধিগ্রহণ শাখা
.................জেলা।
www................gov.bd

নম্বর: ....   তারিখ : ....

নোটিশ

প্রাপক :	এল.এ. কেস নম্বর: ....

নিম্ন তফসিলভুক্ত সম্পত্তি .... এর জন্য জনপ্রয়োজন ও জনস্বার্থমূলক উদ্দেশ্যে প্রয়োজন হওয়ায় স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ এর ধারা ৪ এর অধীন এতদ্দ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, উক্ত সম্পত্তি সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণের জন্য প্রস্তাব করা হইয়াছে।

২। উক্ত সম্পত্তিতে স্বার্থসংশিষ্ট যে কোনো ব্যক্তি এই নোটিশ জারির পরবর্তী ১৫ (পনেরো) কার্যদিবসের মধ্যে উক্ত সম্পত্তির অধিগ্রহণ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট আপত্তি (যদি থাকে) দায়ের করিতে পারিবেন। উল্লেখ্য যে, উক্ত সময়ের পর আর কোনো আপত্তি গ্রহণযোগ্য হইবে না।

৩। .... তারিখে বা তারিখ হইতে উক্ত সম্পত্তির সরেজমিন যৌথ তদন্ত হইবে। সরেজমিন যৌথ তদন্তকালে উক্ত সম্পত্তির মালিক বা স্বার্থ-সংশিষ্ট ব্যক্তিগণকে উপস্থিত থাকিবার জন্য অনুরোধ করা হইল।

তফসিল

জেলা : ...., থানা/উপজেলা : ...., মৌজা : ...., জে.এল. নম্বর : ....

ক্রমিক নং	**খতিয়ান নম্বর**	**দাগ নম্বর**	**জমির শ্রেণি**	**দাগে মোট ভূমির পরিমাণ**	**অধিগ্রহণের জন্য প্রস্তাবিত ভূমির পরিমাণ (একরে)**	**মন্তব্য**
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১।						

<u>অধিগ্রহণের জন্য প্রস্তাবিত ভূমির মালিক/স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের জ্ঞাতব্য:</u>

১। উল্লিখিত ভূমির বাস্তব অবস্থা, স্থাপনা বা অবকাঠামো, ইত্যাদির ভিডিও ও সরেজমিন তদন্ত অথবা উভয় পদ্ধতিতে মালিকানা ও দখল, ইত্যাদির তথ্য-সংবলিত যৌথ তদন্ত বহি প্রস্তুত করা হইবে। উক্ত তদন্তকালে নির্ধারিত সময়ে নিজে বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে কাগজপত্র ও দলিলাদিসহ (সার্টিফাইড/মূলকপি) উপস্থিত থাকুন এবং সঠিক তথ্য প্রদান করুন।

২। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত যৌথ তালিকা অধিগ্রহণ এলাকার সুবিধাজনক স্থানে এবং নিকটস্থ ভূমি অফিসে লটকাইয়া দেওয়া হইবে। উহা দেখিয়া আপনি আপত্তি দিতে পারিবেন। আপনার নামে রেকর্ড হালনাগাদ/নামজারি না হইয়া থাকিলে, অবিলম্বে রেকর্ড হালনাগাদপূর্বক বকেয়া ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ করিয়া দাখিলা বা মওকুফ দাখিলা সংগ্রহ করুন। ইহা ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তির স্বপক্ষে আপনার মালিকানা প্রমাণে সহায়ক হইবে।

৩। অবৈধভাবে লাভবান হইবার উদ্দেশ্যে ভূমির শ্রেণি পরিবর্তন বা উহাতে কোনো অবকাঠামো নির্মাণ করিবেন না। এইরূপ পরিবর্তন লিপিবদ্ধ করা হইবে না এবং আপনি উহার জন্য কোনো ক্ষতিপূরণ প্রাপ্ত হইবেন না।

৪। সকল ক্ষেত্রে নিজে বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে আবেদন করুন। ক্ষমতা প্রদানের জন্য নির্ধারিত ফরম ব্যবহার করুন।

৫। অনলাইনে আবেদন দাখিল, আবেদন ফরম ও পদ্ধতি জানার জন্য .... ওয়েবসাইট ভিজিট করুন।

<u>জেলা প্রশাসক/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা</u>
স্বাক্ষর :
নাম :
পদবি :
সিল :

তফসিল-১৯

[বিধি ২০(১) ও ৪৪(৬) দ্রষ্টব্য]

আপত্তি ও শুনানি রেজিস্টার

ক্রমিক নং	এল.এ./ হুকুমদখল কেস নম্বর	প্রত্যাশী সংস্থার নাম	আপত্তিকারীর নাম, ঠিকানা, মোবাইল ও NID নম্বর	আপত্তি গ্রহণের তারিখ	জমির তফসিল			আপত্তির বিষয়	শুনানির পরিপ্রেক্ষিতে সিদ্ধান্তের তারিখ	সিদ্ধান্তের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	শুনানি গ্রহণকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর, তারিখ ও সিল
					খতিয়ান নম্বর	দাগ নম্বর	জমির পরিমাণ				
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)
১।											

তফসিল-২০
[বিধি ২৩(৩)(ক) ও ২৮(২) দ্রষ্টব্য]

দাগভিত্তিক সমন্বিত স্বত্ব-স্বার্থের বিবরণী

এল.এ. কেস নম্বর-----------	প্রকল্পের নাম-----------------	জেলা---------------	উপজেলা/সার্কেল----------	মৌজা--------------------
দাগ নম্বর-------------------	দাগে মোট জমির পরিমাণ----	অধিগ্রহণ প্রস্তাবিত জমির পরিমাণ------	রেকর্ডীয় শ্রেণি------------	বাস্তব শ্রেণি-------------- জমির পরিমাণ----------

ক্রমিক নং	আবেদনকারী /মালিকের নাম (এনআইডি নম্বর)	আবেদনকারী কর্তৃক অত্র দাগে দাবিকৃত/ আবেদনকৃত ভূমির পরিমাণ	মালিকানা অর্জনের ভিত্তি (ক্রয়সূত্রে/ ওয়ারিশসূত্রে, ইত্যাদি)	নামজারি খতিয়ান/কেস নম্বর (যদি থাকে)	নামজারি/জোত মোতাবেক বর্তমানে প্রাপ্য জমির পরিমাণ	দলিলসূত্রে বা ওয়ারিশসূত্রে মালিকানা প্রাপ্ত ভূমির পরিমাণ	ধারা ৪ এর অধীন নোটিশ আছে কি না	ধারা ৭ এর অধীন নোটিশ আছে কি না	ফিল্ডবুকে উল্লেখিত তথ্য/মন্তব্য	দখল সম্পর্কিত তথ্য/মন্তব্য	আপত্তি/মামলা সংক্রান্ত তথ্য (যদি থাকে)	সরকারি স্বার্থ (যদি থাকে)	রোয়াদাদে অন্তর্ভুক্তির জন্য অনুমোদিত ভূমির পরিমাণ	অনুমোদিত বাস্তব শ্রেণি
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)	(১৪)	(১৫)
১।														
২।														

<u>সার্ভেয়ার</u>	<u>কানুনগো</u>	<u>অতিঃ ভূমি অধিঃ কর্মকর্তা</u>	<u>ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা</u>	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক <u>(এল.এ./রাজস্ব)</u>	<u>জেলা প্রশাসক</u>
স্বাক্ষর :	স্বাক্ষর :	স্বাক্ষর :	স্বাক্ষর :	স্বাক্ষর :	স্বাক্ষর :
নাম :	নাম :	নাম :	নাম :	নাম :	নাম :
সিল :	সিল :	সিল :	সিল :	সিল :	সিল :

নোট: (ক) ভূমি অফিস হইতে নামজারি বা জোতভিত্তিক মালিকানার দাগভিত্তিক সর্বশেষ তথ্য এবং সরকারি স্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য সংগ্রহ করিতে হইবে।

(খ) ধারা ৭ এর অধীন নোটিশ জারির পরিপ্রেক্ষিতে প্রাপ্ত আবেদন সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র, যৌথ তদন্তের বিরুদ্ধে দাখিলকৃত আপত্তি ও আপিল পর্যলোচনা করিতে হইবে।

(গ) প্লটভিত্তিক যৌথ তদন্ত হইতে প্রাপ্ত তথ্যাদি যেমন- দখল, মালিকানা, স্থাপনা, ইত্যাদি পর্যালোচনা করিতে হইবে।

(ঘ) দাগভিত্তিক সকল আবেদন ও তথ্যাদি একত্রিত করিয়া প্রয়োজনে শুনানিঅন্তে দাগভিত্তিক প্রাপ্যতার তথা ক্ষতিপূরণযোগ্য জমির পরিমাণ নির্ধারণ করিতে হইবে।

(ঙ) কলাম (৭) এর ক্ষেত্রে রেকর্ডীয় মালিক বা সর্বশেষ নামজারি খতিয়ান অনুযায়ী মালিকানা অর্জনের ধারাবাহিকতা পৃথক কাগজে সংযুক্তি-১, ২, ৩, ইত্যাদি আকারে লেখা যাইতে পারে।

তফসিল-২১

[বিধি ২৩(১১) দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়

গণবিজ্ঞপ্তি

(এল.এ. কেস নং- --------/--------)

এতদ্দারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ অনুসারে .... অনুকূলে অধিগ্রহণ প্রস্তাবিত স্থাবর সম্পত্তি (ভূমি ও স্থাপনা) দাগভিত্তিক প্রাথমিক তথ্য প্রকাশ করা হইল।

২। এই বিজ্ঞপ্তি জারি হইবার অব্যবহিত পরে প্রস্তাবিত ভূমির শ্রেণি পরিবর্তন, উহাতে বৃক্ষরোপণ, ঘরবাড়ি বা অবকাঠামো নির্মাণ বা অন্য কোনোভাবে উক্ত ভূমির কোনোরূপ পরিবর্তন করা হইতে বা করিবার চেষ্টা বা একইরূপ কাজে সহায়তা করা হইতে বিরত থাকিবার জন্য সকলকে অনুরোধ করা হইল।

৩। এই আদেশ লঙ্ঘন স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭-সহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইনের অধীন অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে।

৪। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

জেলা প্রশাসক/
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (এল.এ./রাজস্ব)
.......................।

সংযুক্তি: তফসিল-২০।

অবগতি ও কার্যার্থে :

১। ----------------------, (প্রত্যাশী সংস্থা), --------------------------------।
২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ---------------------------------।
৩। সহকারী কমিশনার (ভূমি), --------------------------------।
৪। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ---।

তফসিল-২২
[বিধি ২৭(১) দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়
ভূমি অধিগ্রহণ শাখা
.... জেলা।
www...............gov.bd

নম্বর : .... তারিখ : ....

স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ এর ৭ ধারার অধীনে নোটিশ
(এল.এ. কেস নং- --------/--------)

প্রাপক : ....
.... সম্পত্তির মালিক/দখলকার/স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি।

এতদ্দারা স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ এর ধারা ৭ এবং স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল বিধিমালা, ২০২৬ এর বিধি ২৭ মোতাবেক নোটিশ প্রদান করা যাইতেছে যে, সরকার নিম্ন তফসিলভুক্ত সম্পত্তি .... প্রকল্পের জন্য অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার এবং উহার দখল গ্রহণ করিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে। সেকারণে, উক্ত সম্পত্তির মালিক/দখলকার/স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে জানানো যাইতেছে যে, আপনি/আপনারা ব্যক্তিগতভাবে অথবা ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে আগামী .... তারিখে .... ঘটিকা হইতে বিকাল .... ঘটিকার মধ্যে .... অফিসে/স্থানে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট উপস্থিত হইয়া—

(ক) উক্ত সম্পত্তিতে আপনার/আপনাদের স্বার্থের প্রকৃতি এবং উক্তরূপ স্বার্থের ভিত্তিসহ দাবির পূর্ণ বিবরণ প্রদান করিয়া রোয়েদাদে অন্তর্ভুক্তির আবেদন করিতে পারিবেন;

(খ) আপনি/আপনারা উক্ত সম্পত্তি বা উহার কোনো অংশের অংশীদার, ইজারাগ্রহীতা অথবা উহাতে অন্য কোনোভাবে স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট হইলে বা উক্ত সম্পত্তি বাবদ কোনো স্বার্থ বা লভ্যাংশ লাভ করিয়া থাকিলে উহার প্রকৃতি সম্পর্কে লিখিত বিবৃতি প্রদান করিতে পারিবেন; এবং

(গ) শুনানিকালে প্রদর্শনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল দলিলাদি/কাগজপত্র সঙ্গে আনিতে হইবে।

তফসিল

জেলা : ...., থানা/উপজেলা: ...., মৌজা : ...., জে.এল. নম্বর : ....

ক্রমিক নং	খতিয়ান নম্বর	দাগ নম্বর	জমির শ্রেণি	দাগের মোট জমির পরিমাণ (একর)	অধিগ্রহণ সম্পৃক্ত জমির পরিমাণ (একর)	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১।						

প্রস্তাবিত ভূমির মালিক/স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের জ্ঞাতব্য:

১। নিজে বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে নির্ধারিত ফরমে সরাসরি আবেদন দাখিল করিতে হইবে। নির্ধারিত সময়ে আবেদন/কাগজপত্র দাখিলে ব্যর্থতার কারণে আপনার নামে রোয়েদাদ প্রস্তুত না হইলে কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকিবে না।

২। অনলাইনে আবেদন দাখিল, আবেদন ফরম ও স্বত্ব-স্বার্থের বিবরণী ফরমসহ অধিগ্রহণ সংক্রান্ত সেবা -----------.gov.bd ওয়েবসাইটের মাধ্যমে গ্রহণ করিতে পারিবেন, তবে শুনানিতে উপস্থিতি বাধ্যতামূলক থাকিবে।

জেলা প্রশাসক/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

স্বাক্ষর :

নাম :

পদবি :

সিল :

তফসিল-২৩
[বিধি ২৮(১) দ্রষ্টব্য]

ছবি

বরাবর
জেলা প্রশাসক
..................জেলা।

বিষয়: এল.এ. কেস নম্বর .... এর ধারা ৭ এর নোটিশ, জারি নম্বর ...., তারিখ: .... এর পরিপ্রেক্ষিতে দাবিকৃত সম্পত্তির বিবরণী দাখিল।

<u>নোটিশে বর্ণিত তফসিল</u>

জেলা : ...., থানা/উপজেলা : ...., মৌজা : ....

ক্রমিক নং	**রেকর্ডীয় খতিয়ান নম্বর**	**নামজারি খতিয়ান নম্বর**	**দাগ নম্বর**	**দাগে মোট জমির পরিমাণ**	**অধিগৃহীতব্য জমির পরিমাণ**	**হিস্যা অনুযায়ী দাবিকৃত জমির পরিমাণ**
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)

দাবিকৃত সম্পত্তির তফসিল

জেলা : ...., থানা/উপজেলা : ...., মৌজা : ....

ক্রমিক নং	রেকর্ডীয় খতিয়ান নম্বর	নামজারি খতিয়ান নম্বর	দাগ নম্বর	দাগে মোট জমির পরিমাণ	অধিগৃহীতব্য জমির পরিমাণ	হিস্যা অনুযায়ী দাবিকৃত জমির পরিমাণ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)

দাবির স্বপক্ষে স্বত্ব/স্বার্থের বিবরণী:

....

....

নিবেদক,

স্বাক্ষর

নাম :

পিতার নাম :

মাতার নাম :

ঠিকানা :

NID নম্বর :

মোবাইল নম্বর :

ই-মেইল :

আবেদনের সহিত সংযুক্ত কাগজপত্রের বর্ণনা

ক্রমিক নং	কাগজপত্রের বর্ণনা	পৃষ্ঠা নম্বর	দাখিল করা হইয়াছে কি না	
			হ্যাঁ (√)	না (√)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১।	জাতীয় পরিচয়পত্রের অনুলিপি বা প্রবাসী বাংলাদেশিদের ক্ষেত্রে পাসপোর্টের অনুলিপি			
২।	৪ ধারার নোটিশের অনুলিপি			
৩।	সিএস/এসএ/আরএস/দিয়ারা/মহানগর জরিপের খতিয়ানের অনুলিপি			
৪।	নামজারি-জমাখারিজ খতিয়ানের অনুলিপি			
৫।	অধিগ্রহণের পূর্বের বৎসর পর্যন্ত ভূমি উন্নয়ন কর প্রদানের দাখিলার অনুলিপি			
৬।	মালিকানা অর্জন সংক্রান্ত মূল দলিল/অবিকল নকলের অনুলিপি			
৭।	মালিকানা প্রমাণক হিসাবে সর্বশেষ চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত জরিপের রেকর্ডীয় মালিক হইতে ক্রয়/হস্তান্তর সংক্রান্ত বায়া দলিলের অনুলিপি			
৮।	রেকর্ডীয় মালিকের ওয়ারিশ/উত্তরাধিকার হিসাবে দাবির সমর্থনে নির্ধারিত ফরমে স্থানীয় মেয়র/কাউন্সিলর/ইউপি চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত ওয়ারিশ/উত্তরাধিকার সনদপত্রের অনুলিপি			
৯।	মালিকানা প্রমাণের জন্য অন্য কোনো কাগজপত্র থাকিলে উহার ছায়ালিপি			

আবেদনকারী/আবেদনকারীগণ কর্তৃক প্রদত্ত অঙ্গীকারনামা

১। এই মর্মে আবেদনকারী/আবেদনকারীগণ অঙ্গীকার করিতেছি যে, আবেদিত ভূমি অর্থাৎ তফসিলে বর্ণিত ভূমির প্রকৃত মালিক ও দখলদার হিসাবে আমি/আমরা আবেদনকারী/আবেদনকারীগণ আবেদন দাখিল করিয়াছি।

২। আমার/আমাদের আবেদনে কোনো জালিয়াতি বা প্রতারণার আশ্রয় লওয়া হয় নাই এবং আবেদনের সহিত আমি/আমরা প্রতারণার মাধ্যমে কোনো জাল দলিলপত্র বা কাগজপত্র উপস্থাপন করি নাই।

৩। আমি/আমাদের দ্বারা দাখিলীয় দলিলপত্রাদি বা কাগজপত্র যদি ভবিষ্যতে উপযুক্ত আদালত বা কর্তৃপক্ষের নিকট জাল বলিয়া প্রমাণিত হয় বা জাল কাগজপত্র উপস্থাপনের মাধ্যমে এবং প্রতারণার মাধ্যমে ভুল বা মিথ্যা তথ্য উপস্থাপন করিয়া থাকি, তাহা হইলে আইন ও বিধি মোতাবেক আমার/আমাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত আদালতে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে এবং শুনানি গ্রহণকালে আমি/আমরা সমুদয় কাগজপত্রের মূলকপি উপস্থাপন করিব।

নিবেদক,

স্বাক্ষর :

নাম :

পিতার নাম :

মাতার নাম :

NID নম্বর :

মোবাইল নম্বর :

ই-মেইল :

তফসিল-২৪
[বিধি ২৮(৩) দ্রষ্টব্য]

ধারা ৭ এর নোটিশের স্বার্থ-সংশ্লিষ্টদের আপত্তি ও শুনানি রেজিস্টার

ক্রমিক নং	এল.এ. কেস নম্বর	প্রত্যাশী ব্যক্তি বা সংস্থার নাম	আপত্তিকারীর নাম, ঠিকানা, মোবাইল, ই-মেইল ও NID নম্বর	আপত্তি গ্রহণের তারিখ	জমির তফসিল			আপত্তির বিষয়	শুনানির পরিপ্রেক্ষিতে সিদ্ধান্তের তারিখ ও সিদ্ধান্তের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	শুনানি গ্রহণকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর, নাম ও পদবি
					খতিয়ান নম্বর	দাগ নম্বর	জমির পরিমাণ			
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)
১।										

তফসিল-২৫

[বিধি ২৯(১) দ্রষ্টব্য]

সাব-রেজিস্ট্রি অফিস হইতে সংগৃহীত দলিলের মূল্য তালিকা

.... জেলার .... সাব-রেজিস্ট্রি অফিস কর্তৃক রেজিস্ট্রিকৃত গত .... খ্রিষ্টাব্দ তারিখ হইতে .... খ্রিষ্টাব্দ তারিখ পর্যন্ত ১২ মাসে (৪ ধারার নোটিশ প্রকাশনার পূর্ববর্তী ১২ মাস) .... মৌজার .... শ্রেণির সাফ-কবলা দলিলের মূল্য তালিকা :

ক্রমিক নং	**দলিল রেজিস্ট্রির তারিখ**	**দলিল নম্বর**	**জমির শ্রেণি**	**দলিলে হস্তান্তরিত জমির পরিমাণ (একর)**	**হস্তান্তরিত দলিলে জমির মূল্য (টাকা)**	**মন্তব্য**
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১।						
২।						

(ক) ১২ মাসে রেজিস্ট্রিকৃত প্রাপ্ত দলিলের সংখ্যা .... টি।

(খ) .... টি .... শ্রেণির দলিলে হস্তান্তরিত মোট জমির পরিমাণ .... একর।

(গ) .... টি .... শ্রেণির হস্তান্তরিত দলিলে জমির মোট মূল্য .... টাকা।

জেলা প্রশাসকের নিয়োজিত প্রতিনিধি	প্রত্যাশী ব্যক্তি/সংস্থার প্রতিনিধি	প্রত্যাশী ব্যক্তি/সংস্থার প্রতিনিধি	সাব-রেজিস্ট্রার
স্বাক্ষর :	স্বাক্ষর :	স্বাক্ষর :	স্বাক্ষর :
নাম :	নাম :	নাম :	নাম :
পদবি :	পদবি :	পদবি :	সিল :
সিল :	সিল :	সিল :	

তফসিল-২৬
[বিধি ২৯(২) দ্রষ্টব্য]

<u>প্রত্যয়নপত্র</u>

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাইতেছে যে, ... জেলার .... সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে গত .... খ্রিষ্টাব্দ তারিখ হইতে .... খ্রিষ্টাব্দ তারিখ পর্যন্ত ১২ মাসে (ধারা ৪ এর নোটিশ প্রকাশনার পূর্ববর্তী ১২ মাস) .... মৌজার .... শ্রেণির ৩টি সাফ-কবলা দলিল রেজিস্ট্রি হয় নাই।

<u>জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধি</u>	প্রত্যাশী ব্যক্তি/সংস্থার <u>প্রতিনিধি</u>	প্রত্যাশী ব্যক্তি/সংস্থার <u>প্রতিনিধি</u>	<u>সাব-রেজিস্ট্রার</u>
স্বাক্ষর :	স্বাক্ষর :	স্বাক্ষর :	স্বাক্ষর :
নাম:	নাম:	নাম:	নাম:
পদবি :	পদবি :	পদবি :	সিল :
সিল :	সিল :	সিল :	

তফসিল-২৭

[বিধি ২৯(৩) দ্রষ্টব্য]

Vicinity Map এ অন্তর্ভুক্ত এলাকায় সম্পাদিত দলিলের মূল্যতালিকা

.... জেলার .... সাব-রেজিস্ট্রি অফিস কর্তৃক রেজিস্ট্রিকৃত গত .... খ্রিষ্টাব্দ তারিখ হইতে .... খ্রিষ্টাব্দ তারিখ পর্যন্ত ১২ মাসে (৪ ধারার নোটিশ প্রকাশনার পূর্ববর্তী ১২ মাস) .... মৌজার .... শ্রেণির সাফ-কবলা দলিলের মূল্য তালিকা:

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	দলিল রেজিস্ট্রির তারিখ	দলিল নম্বর	দলিলে হস্তান্তরিত দাগ নম্বর	জমির শ্রেণি	দলিলে হস্তান্তরিত জমির পরিমাণ (একর)	হস্তান্তরিত দলিলে জমির মূল্য (টাকা)	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)
১।								

(ক) ১২ মাসে রেজিস্ট্রিকৃত প্রাপ্ত দলিলের সংখ্যা .... টি।

(খ) .... টি .... শ্রেণির দলিলে হস্তান্তরিত মোট জমির পরিমাণ .... একর।

(গ) .... টি .... শ্রেণির হস্তান্তরিত দলিলে জমির মোট মূল্য .... টাকা।

<u>জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধি</u>
স্বাক্ষর :
নাম :
পদবি :
সিল :

প্রত্যাশী ব্যক্তি/সংস্থার <u>প্রতিনিধি</u>
স্বাক্ষর :
নাম :
পদবি :
সিল :

প্রত্যাশী ব্যক্তি/সংস্থার <u>প্রতিনিধি</u>
স্বাক্ষর :
নাম :
পদবি :
সিল :

<u>সাব-রেজিস্ট্রার</u>
স্বাক্ষর :
নাম:
সিল :

তফসিল-২৮

[বিধি ২৯(৩) দ্রষ্টব্য]

সমশ্রেণির ভূমির তালিকা

ক্রমিক নং	বিদ্যমান শ্রেণি	সমশ্রেণি
(১)	(২)	(৩)
১।	বন, জঙ্গল, গজারি বন, সুন্দরবন এবং সমজাতীয় বন।	বন
২।	পাহাড়, টিলা ও পর্বত।	পাহাড়
৩।	নদ, নদী, খাল ও সিকস্তি।	নদী
৪।	হাওড়, বাওড়, পুকুর, বিল, দিঘি, লেক, মাটিয়াল, নালা, নয়নজুলি, দোবা, ছড়া, ড্রেন, ঝরনা এবং সমজাতীয় জলাভূমি।	জলাভূমি
৫।	হালট, গলি, পাকা রাস্তা, সড়ক, কাঁচা রাস্তা, রাস্তা, গোপাট, রেলপথ, ডহর, ঘাটা, পথ, বাঁধ, বেড়িবাঁধ, কালভার্ট, স্লুইচ গেট, সেতু, ব্রিজ, আইল্যান্ড, ফুটপাথ ও সমজাতীয়।	রাস্তা
৬।	বাস টার্মিনাল, বাস স্ট্যান্ড, রেল স্টেশন, ট্রাক টার্মিনাল, ফেরি ঘাট, খেয়া ঘাট, ঘাট, হেলিপ্যাড, নৌঘাট, টেম্পু স্ট্যান্ড, অটো স্ট্যান্ড, ভ্যান স্ট্যান্ড, যাত্রী ছাউনি ও সমজাতীয়।	টার্মিনাল
৭।	নৌবন্দর, বিমানবন্দর, সমুদ্রবন্দর, রানওয়ে, পোর্ট, স্থলবন্দর ও সমজাতীয়।	বন্দর
৮।	ছোপখোলা, ভাগাড়, চরভূমি, ঘাসবন, পানবরজ, বালি চর, বীজতলা, বাঁশঝাড়, বাগান, গোচারণ ভূমি, পুকুর পাড়, পতিত, লায়েক পতিত, বেড়, নাল, হর্টিকালচার, নার্সারি, ডাঙ্গা, সহরি, বিলান, দলা, ধানী জমি, বেগুন টিলা, মরিচ টিলা, বোরো, টেক, মাঠ, সাটিউরা, আছারউরা, ভিটি, ভিটা, হোগলা বন, নলবন, বাইদ, চালা, গভীর নলকূপ ও সমজাতীয় আবাদি ভূমি।	আবাদি

ক্রমিক নং	বিদ্যমান শ্রেণি	সমশ্রেণি
(১)	(২)	(৩)
৯।	ছাত্রাবাস, সার্কিট হাউজ, উঠান, বাড়ি, ভিটি, টিলা বাড়ি, গুচ্ছগ্রাম, ডাকবাংলো, শিশু সদন, আঙিনা, বিশ্রামাগার, আশ্রয়কেন্দ্র, কোয়ার্টার, এতিমখানা, বোর্ডিং, রেস্ট হাউজ, পালান বাড়ি, ভিলা, বাহির বাড়ি, গোলাঘর, বৈঠকখানা, বাসভবন, পাতকুয়া, ইন্দারা, কুয়া, খোলান, পালান, গোয়ালঘর, আবাসন, আশ্রয়ণ, বাস্তু, বৃদ্ধাশ্রম, ত্রাণশিবির, পুনর্বাসন কেন্দ্র, পায়খানা, প্রস্রাবখানা, ওয়াশ রুম, ওয়াশ ব্লক, ব্যারাক, কলোনি ও সমজাতীয় আবাসস্থল।	আবাসিক
১০।	কালেক্টরেট, ব্যাংক, পশু হাসপাতাল, পোস্ট অফিস, ফায়ার সার্ভিস, হাসপাতাল, জেলা পরিষদ, ডাকঘর, জাদুঘর, ইউনিয়ন পরিষদ, অফিস, আদালত, লাশকাটাঘর, কোর্ট কাচারি, আদালত ভবন, গবেষণাগার, উপজেলা পরিষদ, থানা, পুলিশ স্টেশন, বেতারকেন্দ্র, টিভি কেন্দ্র, সংসদ ভবন, প্রেসক্লাব, ক্লাব, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, সেনানিবাস, ফাঁড়ি, নগরভবন, পৌরসভা, চক্ষু হাসপাতাল, জেলখানা, পুলিশ লাইন, বিজিবি ক্যাম্প, কাচারি বাড়ি, সামাজিক সেবা কেন্দ্র, পাম্প হাউজ, পাওয়ার হাউজ, শৌচাগার, লাইট হাউজ এবং সমজাতীয় অন্যান্য অফিস।	অফিস
১১।	ছাপাখানা, গ্যাস পাম্প, গ্যাস লাইন, পেট্রোল পাম্প, গ্যাস ফিল্ড, ডিপো, হিমাগার, ফিলিং স্টেশন, খামার, কসাইখানা, মার্কেট, ইটখোলা, হোটেল, রিসোর্ট, বরফ কল, স'মিল, মোটেল, মিল ঘর, পাথর কোয়ারি, ওয়ার্কশপ, গ্যাস কেন্দ্র, টাওয়ার, গুদাম, গোডাউন, দোকান, চান্দিনা ভিটি, বাজার, তোহা বাজার, বাজার গলি, গোহাট, হাট, হাট খোলা, পাট মহাল, মাছ পট্টি, মাছ বাজার, কয়লা বাজার, কাচা বাজার, চাউল পট্টি, চান্দিনা দোকান, কাটগোলা, ইক্ষু ক্রয় কেন্দ্র, ক্লিনিক, মাতৃসদন, পর্যটন কেন্দ্র, পশু হাট, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, ফার্নিচার, বেকারি, শপিংমল, শপিং টাওয়ার, প্লাজা, ব্রিক্স, টালিখোলা, মৎস্য খামার, কৃষি খামার, পশু খামার, পোল্ট্রি খামার, গো-খামার, আবাসিক হোটেল, হিমাগার, গোপাট বাজার, নার্সিং হোম, বেসরকারি হাসপাতাল, গণশৌচাগার, মৎস্য খামার ও সমজাতীয় বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত ভূমি।	বাণিজ্যিক
১২।	কারখানা, ইপিজেড, ফ্যাক্টরি, কলকারখানা, ট্যানারি, রাইস মিল, চাতাল, মিল, চা বাগান ও সমজাতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান।	শিল্প

ক্রমিক নং	বিদ্যমান শ্রেণি	সমশ্রেণি
(১)	(২)	(৩)
১৩।	সিনেমা হল, চিড়িয়াখানা, পার্ক, টেনিস ক্লাব, ব্যাডমিন্টন ক্লাব, খেলার মাঠ, স্টেডিয়াম, মিলনায়তন, কমিউনিটি সেন্টার, ব্যায়ামাগার, ক্লাব, সুইমিংপুল এবং সমজাতীয় বিনোদন কেন্দ্র।	বিনোদন কেন্দ্র
১৪।	বিশ্ববিদ্যালয়, মাদ্রাসা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, প্রাথমিক বিদ্যালয়, কলেজ, বিদ্যালয়, একাডেমি, মক্তব, পাঠশালা, হেফজখানা, শিশু একাডেমি, ক্রীড়া প্রতিষ্ঠান, পাঠাগার, লাইব্রেরি, কিন্ডারগার্টেন, নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কাওমি মাদ্রাসা, মহিলা মাদ্রাসা, মাদ্রাসা, হোমিওপ্যাথিক কলেজ, আর্ট কলেজ, কারিগরি কলেজ, কৃষি কলেজ, কৃষি মহাবিদ্যালয়, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ, বিজ্ঞানাগার এবং সমজাতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান।	শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান
১৫।	শহিদ মিনার, ম্যুরাল, স্মৃতিসৌধ, কেল্লা এবং সমজাতীয় স্মৃতিস্তম্ভ।	স্মৃতিস্তম্ভ
১৬।	মসজিদ, মন্দির, কালিবাড়ি, সমাধি, দেবালয়, শ্মশান, গির্জা, কবরস্থান, মাজার, প্যাগোডা, ঈদগাহ, দরগাহ, খানকাহ, দরগা শরিফ, পীরস্থান, পীঠস্থান, পীরোত্তর, দেবোত্তর, দেবস্থান, মিশন, বৌদ্ধ মন্দির, আশ্রম, দরগা, গুরুদুয়ারা, গণকবর, পূজাখোলা, মঠ, গোরস্থান, ওয়াকফ এবং সমজাতীয় ধর্মীয় স্থান।	ধর্মীয় স্থান

তফসিল-২৯

[বিধি ৩১(৩) দ্রষ্টব্য]

অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তির ক্ষতিপূরণের প্রাক্কলন ছক

জেলা: ...., থানা/উপজেলা: ....

প্রকল্পের নাম: ...., এল.এ. কেস নম্বর : ....

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	জমির শ্রেণি	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ	একর প্রতি জমির মূল্য	জমির মূল্য		
					প্রস্তাবিত ভূমির মূল্য	৯(২) ধারামতে ২০০% বা ৩০০% হারে জমির অতিরিক্ত মূল্য	ভূমির মোট মূল্য (৪+৫)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)

অবকাঠামো ও অন্যান্য মূল্য										মোট প্রাক্কলিত মূল্য (জমি অবকাঠামো ও অন্যান্য মূল্য) (৮+১৮)	আনুষঙ্গিক খরচ	সর্বমোট প্রাক্কলিত মূল্য (১৯+২০)	মন্তব্য
অবকাঠামোর মূল্য	পুকুরের মূল্য (খনন, মাছের ক্ষতি ও মৎস্যচাষের উপার্জনসহ)	গাছপালার মূল্য	ফসলের মূল্য	ব্যবসায়িক ক্ষতিপূরণের মূল্য	মেশিনারিজের মূল্য	অন্যান্য মূল্য (যদি থাকে)	মোট বাজার মূল্য (৯ থেকে ১৫)	৯(৩) ধারামতে বাজারমূল্যের উপর ১০০% হারে অতিরিক্ত মূল্য	অবকাঠামো ও অন্যান্যের মোট মূল্য (১৬+১৭)				
(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)	(১৪)	(১৫)	(১৬)	(১৭)	(১৮)	(১৯)	(২০)	(২১)	(২২)

সার্ভেয়ার
স্বাক্ষর :
নাম :
সিল :

কানুনগো
স্বাক্ষর :
নাম :
সিল :

অতিঃ ভূমি অধিঃ কর্মকর্তা
স্বাক্ষর :
নাম :
সিল :

ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা
স্বাক্ষর :
নাম :
সিল :

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক
(এল.এ./রাজস্ব)
স্বাক্ষর :
নাম :
সিল :

জেলা প্রশাসক
স্বাক্ষর :
নাম :
সিল :

তফসিল-৩০

[বিধি ৩১(৫) দ্রষ্টব্য]

প্রাক্কলিত ক্ষতিপূরণের অর্থ বিভাজন রেজিস্টার

ক্রমিক নং	প্রত্যাশী সংস্থার নাম	জমির মূল্য	অবকাঠামোর মূল্য	গাছপালার মূল্য	পুকুর/ ফসলের মূল্য	ব্যবসায়িক ক্ষতিপূরণ	মেশিনারিজের মূল্য	অন্যান্য মূল্য	সর্বমোট টাকার পরিমাণ	প্রত্যাশী সংস্থা কর্তৃক দাখিলকৃত চেক নম্বর, ব্যাংকের নাম ও তারিখ	কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও সিল
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)
১।											

তফসিল-৩১

[বিধি ৩১(৫) দ্রষ্টব্য]

চেক প্রাপ্তির তথ্য

(প্রত্যাশী সংস্থার নিকট হইতে প্রাক্কলিত টাকা বা চেক প্রাপ্তি রেজিস্টার)

ক্রমিক নং	প্রত্যাশী সংস্থার নাম	এল.এ. কেস নম্বর	প্রাক্কলিত টাকার পরিমাণ	প্রাপ্ত টাকার পরিমাণ	ব্যাংকের নাম, চেক নম্বর ও তারিখ	ওয়ার্ক ডান ফর পাবলিক বডিস খাতে প্রাপ্ত চেক জমা প্রদানের তারিখ	ট্রেজারি চালান স্ক্রল নম্বর ও তারিখ	জেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার নিকট চালান প্রদানের তারিখ	ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও সিল
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)
১।									

তফসিল-৩২

[বিধি ৩২(১) দ্রষ্টব্য]

অধিগ্রহণের অ্যাওয়ার্ড বা রোয়েদাদ বহি

জেলা : ...., থানা/উপজেলা : ...., মৌজার নাম : ....

প্রকল্পের নাম : ...., এল.এ. কেস নম্বর : ....

ক্রমিক নং	রোয়েদাদ গ্রহীতার নাম, ঠিকানা ও **NID** নম্বর	অধিগ্রহণকৃত জমির তফসিল ও পরিমাণ				ক্ষতিপূরণের টাকার বিভাজন							মোট টাকা	উৎসে কর কর্তন	নিট পরিশোধিত টাকার পরিমাণ	চেক নম্বর ও তারিখ	ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তার স্বাক্ষর, তারিখ ও সিল
		খতিয়ান নম্বর	দাগ নম্বর	জমির শ্রেণি	পরিমাণ	জমির মূল্য	দালান/ অবকাঠামোর মূল্য	পুকুরের মূল্য	গাছপালা	ফসলের মূল্য	ব্যবসার ক্ষতিপূরণ	অন্যান্য মূল্য					
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)	(১৪)	(১৫)	(১৬)	(১৭)	(১৮)
১।																	

<u>সার্ভেয়ার</u>	<u>কানুনগো</u>	<u>অতিঃ ভূমি অধিঃ কর্মকর্তা</u>	<u>ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা</u>	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক <u>(এল.এ./রাজস্ব)</u>
স্বাক্ষর :	স্বাক্ষর :	স্বাক্ষর :	স্বাক্ষর :	স্বাক্ষর :
নাম :	নাম :	নাম :	নাম :	নাম :
সিল :	সিল :	সিল :	সিল :	সিল :

তফসিল-৩৩
[বিধি ৩২(৮) ও ৩৪(১৩) দ্রষ্টব্য]

অফেরতযোগ্য আমমোক্তারনামা দলিল (পাওয়ার অব অ্যাটর্নি) এর নমুনা
(রেজিস্ট্রিকৃত হইতে হইবে)

ক্রমিক নং : ...., বহি নম্বর : ...., দলিল নম্বর : ...., সন : ...., তারিখ : ....।
আমমোক্তারনামা দলিল সম্পাদনের কার্যালয়ের নাম ও ঠিকানা: ....।

দলিলের প্রকৃতি	মৌজা	থানা/উপজেলা	জেলা	পণমূল্য (যদি থাকে)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)

ক্রমিক নং	আমমোক্তার দলিল দাতা	আমমোক্তার দলিল দাতার ছবি	আমমোক্তার দলিল সম্পাদনের তারিখ
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১।	নাম : পিতার নাম : মাতার নাম : NID নম্বর : মোবাইল নম্বর : স্থায়ী ঠিকানা :		

(১)	(২)	(৩)	(৪)
২।	নাম : পিতার নাম : মাতার নাম : NID নম্বর : মোবাইল নম্বর : স্থায়ী ঠিকানা :		

২। দলিলের পক্ষগণের অভিপ্রায় প্রতিফলনের প্রয়োজনীয় তথ্যাদিসহ পাওয়ারদাতা কর্তৃক প্রদেয় সাধারণ, বিশেষ বা অপ্রত্যাহারযোগ্য ক্ষমতা এবং পাওয়ারগ্রহীতা কর্তৃক সম্পাদিতব্য দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহের বিস্তারিত বিবরণ :

এই আমমোক্তার বা ক্ষমতাপত্র দলিলমূলে ক্ষমতা প্রদানকৃত নিম্ন তফসিলের .... একর জমি এই আমমোক্তার দলিলমূলে আমমোক্তার গ্রহীতা/গ্রহীতাগণ আমমোক্তার দাতা/দাতাগণের পক্ষে স্বাক্ষরক্রমে অন্যত্র হস্তান্তর, দান, হেবা, সাফ-কবলা বা অন্যান্যভাবে হস্তান্তর করিতে পারিবেন। এছাড়া, নিম্ন তফসিলের জমি ইতোমধ্যে এল.এ./এল.আর. কেস নম্বর .... মূলে সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণের/হুকুমদখলের কার্যক্রম চূড়ান্ত করা হইয়াছে বা এই মামলামূলে অধিগ্রহণ/হুকুমদখল না হইয়া যদি একই তফসিলের জমি বর্তমান বা ভবিষ্যতেও এই এল.এ./এল.আর. কেস বা অন্যকোনো এল.এ./এল.আর. কেস-মূলে অধিগ্রহণ/হুকুমদখল করা হয় তাহা হইলে হুকুমদখল/অধিগ্রহণের বিপরীতে সরকার কর্তৃক উক্ত জমি বা জমিতে স্থিত অবকাঠামো/ঘরবাড়ি/স্থাপনা/গাছপালা/ ব্যবসার মূল্য/ফসলের ধার্যকৃত মূল্যের চেক বা ইজারা মূল্যের চেক বা নগদ ক্ষতিপূরণ (৮ ধারার নোটিশে বর্ণিত মতে) আমমোক্তার দাতা/দাতাগণের পক্ষে আমমোক্তার গ্রহীতা/গ্রহীতাগণ নিজ নামে এবং নিজ স্বাক্ষরে ভূমি অধিগ্রহণ শাখা .... জেলা হইতে উত্তোলন করিতে পারিবেন। এছাড়া, ভূমি অধিগ্রহণ শাখা হইতে নিম্ন তফসিলের জমি বা জমিতে স্থিত অবকাঠামো/ঘরবাড়ি/স্থাপনা/গাছপালা/ব্যবসার মূল্য/ফসলের ধার্যকৃত মূল্যের চেক বা নগদ ক্ষতিপূরণ চেক আমমোক্তার গ্রহীতা/গ্রহীতাগণ নিজ নামে উত্তোলনক্রমে উত্তোলিত চেক তাহার নিজ নামীয় ব্যাংক একাউন্টে জমা প্রদানক্রমে উক্ত উত্তোলিত চেকের অর্থ আমমোক্তার গ্রহীতা/গ্রহীতাগণের নিজ ইচ্ছামত খরচ বা বিভাজন করিতে পারিবেন। এতে আমমোক্তার দাতা/দাতাগণের কোনোরূপ দাবি বা আপত্তি নাই বা থাকিবে না। ভবিষ্যতেও উক্ত বিষয়ে আমমোক্তার দাতা/দাতাগণের কোনোরূপ আপত্তি বা দাবি কোনো আদালতে উত্থাপন করিতে পারিবেন না। আপত্তি বা দাবি উপস্থাপন করিলেও এই আমমোক্তার দলিলমূলে সকল আপত্তি বা দাবি অগ্রাহ্য হইবে (এই অংশ আবশ্যিকভাবে থাকিতে হইবে)।

৩। স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়, বিক্রয়ের চুক্তি বা ঋণ গ্রহণের বিনিময়ে বন্ধক প্রদান সংক্রান্ত ক্ষমতা প্রদত্ত হইলে উহার বিবরণসহ সম্পত্তির তফসিল বর্ণনা অথবা ভূমি উন্নয়ন সংক্রান্ত কোনো ক্ষমতা প্রদত্ত হইলে উহার বিবরণ ও উহাতে সৃজিতব্য প্লটের বা নির্মিতব্য ভবনের বিস্তারিত বিবরণসহ সম্পত্তির তফসিল

বর্ণনা অথবা ভূমি উন্নয়ন ব্যতীত স্থাবর সম্পত্তি ব্যবস্থাপনার কোনো ক্ষমতা প্রদত্ত হইলে উহার বিবরণসহ সম্পত্তির তফসিল বর্ণনা; অথবা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সম্পত্তির তফসিল বর্ণনা।

৪। ভূমি উন্নয়ন সংক্রান্ত কোনো ক্ষমতা প্রদত্ত হইলে, প্রস্তাবিত ভূমি উন্নয়ন কার্য সম্পন্নের পর উহা হইতে অর্জিত যে অংশ পাওয়ারগ্রহীতা প্লট, ইমারত বা স্পেস আকারে বিক্রয় বা হস্তান্তরের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইবেন উহার বিবরণ।

৫। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সম্পত্তির পণমূল্য।

৬। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পাওয়ারদাতা কর্তৃক গৃহীত কোনো অর্থ (যদি থাকে), বা কোনো আর্থিক লেনদেন (যদি হয়), উহার বিবরণ।

৭। আর্থিক দায় ও দায়িত্ব (যদি থাকে) উহার বিবরণ।

৮। প্রদেয় ক্ষমতা প্রয়োগের নির্দিষ্ট মেয়াদ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

৯। পাওয়ারদাতা একাধিক হইলে তাহারা যৌথভাবে বা পৃথকভাবে ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন কি না উহার বিবরণ এবং নিযুক্ত অ্যাটর্নি একাধিক হইলে তাহারা যৌথভাবে বা পৃথকভাবে অথবা যৌথ ও পৃথক উভয়ভাবেই কার্য সম্পাদনের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন কি না উহার বিবরণ।

১০। পক্ষগণের অভিপ্রায় প্রতিফলনের নিমিত্ত অন্য কোনো তথ্য বা বিশেষ শর্ত (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

১১। পাওয়ারগ্রহীতার সম্মতিসূচক স্বাক্ষর।

১২। পাওয়ারদাতা/দাতাগণের নাম ও স্বাক্ষর।

১৩। কমপক্ষে দুই জন সাক্ষীর নাম, পরিচিতি ও স্বাক্ষর :

সাক্ষী-১	**সাক্ষী-২**
নাম : পিতার নাম : মাতার নাম : মোবাইল নম্বর : NID নম্বর : ই-মেইল : স্থায়ী ঠিকানা :	নাম : পিতার নাম : মাতার নাম : মোবাইল নম্বর : NID নম্বর : ই-মেইল : স্থায়ী ঠিকানা :

১৪। মুসাবিদাকারী বা লেখকের নাম, স্থায়ী ঠিকানা, পরিচিতি ও স্বাক্ষর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

১৫। পাওয়ারদাতা কর্তৃক বা তাহার পক্ষে প্রদত্ত হলফনামা:

“Bangladesh Transfer of Immovable Property (Temporary Provisions) Order, 1972 (P.O. No. 142 of 1972, Registration Act, 1908 (Act No. XVI of 1908) এর section 52A(g) এবং Transfer of Property Act, 1882 (Act No. IV of 1882) এর section 53E অনুসারে প্রদত্ত হলফনামা

বরাবর,

.... (যে কর্মকর্তার সম্মুখে হলফনামা দাখিল হইবে তাহার পদবি ও ঠিকানা)

হলফকারী/হলফকারীগণের নাম, পরিচিতি ও বয়স : ....

এই মর্মে ঘোষণাপূর্বক হলফনামা প্রদান করিতেছি যে, আমি/আমরা বাংলাদেশের (বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অন্য দেশের নাগরিক হইলে উক্ত দেশের নাম) নাগরিক।

আমি/আমরা ঘোষণা করিতেছি যে,—

(ক) হস্তান্তরের জন্য প্রস্তাবিত ভূমি Bangladesh Collaborators (Special Tribunals) Order, 1972 (P.O. No. 8 of 1972) এর অধীন ক্রোকের আওতাধীন নহে;

(খ) হস্তান্তরের জন্য প্রস্তাবিত ভূমি Bangladesh Abandoned Property (Control, Management and Disposal) Order, 1972 (P.O. No. 16 of 1972) এর অর্থানুযায়ী পরিত্যক্ত সম্পত্তি নহে;

(গ) হস্তান্তরের জন্য প্রস্তাবিত ভূমি আপাতত বলবৎ কোনো আইনের অধীন সরকারে বর্তায় নাই, বা সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হয় নাই;

(ঘ) প্রস্তাবিত হস্তান্তর আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনের কোনো বিধানের সহিত সাংঘর্ষিক নহে;

(ঙ) প্রস্তাবিত হস্তান্তর Bangladesh Land Holding (Limitation) Order, 1972 (P.O. No. 98 of 1972) এর article 5A অনুযায়ী বাতিলযোগ্য নহে; এবং

(চ) হস্তান্তরের জন্য প্রস্তাবিত ভূমির বিবরণ সঠিকভাবে বর্ণিত হইয়াছে, উহা অবমূল্যায়ন করা হয় নাই এবং উল্লিখিত সম্পত্তি হস্তান্তরকরণে আবেদনকারীর বৈধ অধিকার রহিয়াছে।

আমি/আমরা আরও ঘোষণা করিতেছি যে, আমি/আমরা হস্তান্তরিত সম্পত্তির নিরঙ্কুশ মালিক। অন্য কাহারো সহিত বায়না চুক্তি স্বাক্ষর করি নাই বা অন্য কোথাও বিক্রয় করি নাই বা অন্য কোনো পক্ষের নিকট বন্ধক রাখি নাই। এই সম্পত্তি সরকারি, খাস/অর্পিত বা পরিত্যক্ত সম্পত্তি নহে বা অন্য কোনোভাবে সরকারের উপর বর্তায় নাই। দলিলে বর্ণিত কোনো তথ্য ভুলভাবে লিপিবদ্ধ হইয়া থাকিলে তজ্জন্য আমি/আমরা দায়ী হইব এবং আমার/আমাদের বিরুদ্ধে দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলা করা যাইবে। হস্তান্তরিত জমি সম্পর্কে কোনো ভুল, অসত্য বা বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রদান করিয়া থাকিলে প্রয়োজনে নিজ খরচায় ভুল শুদ্ধ করিয়া ক্ষতিপূরণসহ নূতন দলিল প্রস্তুত ও রেজিস্ট্রি করিয়া দিতে বাধ্য থাকিব।

এই দলিলে বর্ণিত সম্পত্তিতে আমার/আমাদের বৈধ স্বত্ব ও অধিকার বহাল রহিয়াছে এবং প্রদত্ত বিবরণ আমার/আমাদের জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

তারিখ : ....

হলফকারী/হলফকারীগণের স্বাক্ষর :

শনাক্তকারীর ঘোষণা:

এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, হলফকারী/হলফকারীগণ আমার পরিচিত এবং আমার সম্মুখে তিনি/তাহারা দলিলে স্বাক্ষর প্রদান করিয়াছেন (বা আমি তাহার/তাহাদের বা .... নম্বর ক্রমধারী হলফকারীর নাম লিখিয়া দিয়াছি)।

শনাক্তকারীর স্বাক্ষর :

নাম :

পদবি :

NID নম্বর:

স্থায়ী ঠিকানা: ”।

১৬। কর্মকর্তার নাম, পদবি, সিল ও তারিখসহ স্বাক্ষর।

তফসিল-৩৪

[বিধি ৩৩(১) দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়
ভূমি অধিগ্রহণ শাখা
...............জেলা।
www......................gov.bd

নম্বর : .... তারিখ : ....

স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ এর ৮ ধারার অধীনে নোটিশ
(এল.এ. কেস নং- --------/--------)

প্রাপক : ....
....

এতদ্দারা স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ এর ধারা ৮ এর উপ-ধারা (৩)(ক) এবং স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল বিধিমালা, ২০২৬ এর বিধি ৩৩(১) মোতাবেক নোটিশ প্রদান করা যাইতেছে যে, আপনি/আপনারা নিম্নবর্ণিত সম্পত্তির স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/ব্যক্তিগণ বলিয়া গণ্য হইয়াছেন এবং প্রাপ্ত রেকর্ড অনুসারে আপনাকে/আপনাদিগকে মালিকানার প্রমাণপত্র দাখিল সাপেক্ষে নিম্নবর্ণিত হারে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইবে :

তফসিল

জেলা : ...., থানা/উপজেলা : ...., মৌজা : ...., জে.এল. নম্বর : ....

ক্রমিক নং	খতিয়ান নম্বর	দাগ নম্বর	জমির শ্রেণি	দাগের মোট জমির পরিমাণ (একরে)	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১।						

অধিগৃহীত জমির একর প্রতি মূল্য (অঙ্কে ও কথায়)	২০০% অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণসহ মোট
অবকাঠামো / ঘরবাড়ি / গাছপালা / পুকুর / ব্যবসা / মেশিনারিজ / অন্যান্য ক্ষতিপূরণ	১০০% অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণসহ মোট
মোট প্রাপ্য	
ক্ষতিপূরণের উপর উৎসে কর	
উৎসে কর কর্তন বাদে প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ বাবদ সর্বমোট	
সর্বমোট কথায়:	

যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উপরি-উক্ত ক্ষতিপূরণের অর্থ গ্রহণের নিমিত্ত আপনি স্বয়ং বা রেজিস্ট্রিকৃত অফেরতযোগ্য আমমোক্তারনামা প্রদত্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে এই নোটিশ প্রাপ্তির ৭ (সাত) দিনের মধ্যে ৩০০/- (তিনশত) টাকার নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পে অঙ্গীকারনামাসহ নির্ধারিত ফরমে আবেদন করিবেন ও আবেদনে উল্লিখিত তারিখে .... অফিসে/স্থানে আমার সম্মুখে মালিকানার কাগজপত্রসহ স্বয়ং বা রেজিস্ট্রিকৃত অফেরতযোগ্য আমমোক্তারনামামূলে প্রদত্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে হাজির হইবেন।

<u>অধিগ্রহণকৃত ভূমির মালিক/স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের জ্ঞাতব্য :</u>

১। নিজে বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে সরাসরি আবেদন প্রদান করিবেন, কিন্তু চেক গ্রহণের সময় মালিককে নিজে অথবা রেজিস্ট্রিকৃত অফেরতযোগ্য আমমোক্তারনামামূলে প্রদত্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধিকে উপস্থিত থাকিতে হইবে।

২। অনলাইনে আবেদন দাখিল, আবেদন ফরম ও স্বত্ব-স্বার্থের বিবরণী ফরমে www.land.gov.bd ও www...........gov.bd ওয়েবসাইটে অধিগ্রহণসংক্রান্ত সেবা গ্রহণ করিতে পারিবেন, তবে শুনানিতে উপস্থিতি বাধ্যতামূলক হইবে।

৩। ক্ষতিপূরণের নির্ধারিত ফরমে আবেদন দাখিল করিতে হইবে এবং দাখিলের সময় নিম্নবর্ণিত কাগজপত্র সংযুক্ত করিতে হইবে, যথা:-

(১) জাতীয় পরিচয়পত্রের অনুলিপি বা প্রবাসী বাংলাদেশিদের ক্ষেত্রে পাসপোর্টের অনুলিপি

(২) পাসপোর্ট সাইজের ছবি ৩ (তিন) কপি (প্রত্যেক মালিকের)

(৩) ৮ ধারার নোটিশের অনুলিপি

(৪) সিএস/এসএ/আরএস/মহানগর/দিয়ারা/পেটি খতিয়ানের মূলকপি/অবিকল নকল কপি

(৫) নামজারি বা জমাখারিজ খতিয়ানের মূলকপি/অবিকল নকল কপি

(৬) অধিগ্রহণের পূর্বের বৎসর পর্যন্ত ভূমি উন্নয়ন কর প্রদানের দাখিলার মূলকপি/সত্যায়িত অনুলিপি

(৭) মালিকানা অর্জন সংক্রান্ত মূল দলিল/অবিকল নকল কপি

(৮) মালিকানার প্রমাণক হিসাবে সর্বশেষ চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত জরিপের রেকর্ডীয় মালিক হইতে ক্রয়/হস্তান্তর সংক্রান্ত বায়া দলিলের মূলকপি/অবিকল নকল

(৯) রেকর্ডীয় মালিকের ওয়ারিশ/উত্তরাধিকার হিসাবে দাবির সমর্থনে নির্ধারিত ফরমে স্থানীয় মেয়র/ চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত ওয়ারিশ/উত্তরাধিকার সনদপত্রের মূলকপি (তফসিল-৫৪ তে বর্ণিত ফরমে)

(১০) স্থানীয় মেয়র/চেয়ারম্যান/মেম্বার/কাউন্সিলর/গণ্যমান্য (স্থানীয় সরকারি স্কুল/কলেজের প্রধান শিক্ষক/অধ্যক্ষ) ব্যক্তি কর্তৃক শনাক্তকরণ ফরম (তফসিল-৬০ এর সংশ্লিষ্ট অংশ মোতাবেক)

(১১) ব্যাংকের চেক বহির উপরের পাতার ফটোকপি

(১২) ক্ষতি নিষ্কৃতির চুক্তিনামা (তফসিল-৬০ এর সংশ্লিষ্ট অংশ মোতাবেক)

(১৩) মালিকানা প্রমাণক অন্যান্য কাগজপত্র

জেলা প্রশাসক/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

স্বাক্ষর :

নাম :

পদবি :

সিল :

তফসিল-৩৫

[বিধি ৩৪(১) দ্রষ্টব্য]

ক্ষতিপূরণ প্রদান সংক্রান্ত প্রতিবেদন

ক্রমিক নং	এল.এ. কেস নম্বর	প্রত্যাশী সংস্থার নাম	প্রকল্পের নাম	প্রকল্প খাতে জমাকৃত টাকার পরিমাণ ও তারিখ	মোট রোয়েদাদ গ্রহীতার সংখ্যা	ক্ষতিপূরণ প্রদানকৃত রোয়েদাদ গ্রহীতার সংখ্যা	ক্ষতিপূরণ প্রদানকৃত টাকার পরিমাণ	ব্যালেন্স	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)
১।									

জেলা প্রশাসক

স্বাক্ষর:

নাম:

জেলা:

তফসিল-৩৬

[বিধি ৩৪(২) দ্রষ্টব্য]

অধিগ্রহণে ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রাপ্তির আবেদন ফরমের নমুনা

(প্রতিটি দাগের জন্য এবং একাধিক মালিক থাকিলে প্রত্যেক মালিককে পৃথক পৃথক আবেদন করিতে হইবে)

গ্রহণের তারিখ :	
গৃহীত আবেদন নম্বর :	
অধিগ্রহণ/হুকুমদখল মামলা নম্বর :	
রোয়েদাদের ক্রমিক নম্বর :	
টাকার পরিমাণ :	

বরাবর

ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়

.... জেলা।

বিষয় : অধিগ্রহণ/হুকুমদখল মামলা .... এর রোয়েদাদ নম্বর .... এ .... দাগের ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রাপ্তির আবেদন।

আমি ...., পিতা : ...., মাতা: .... এর মালিকানাধীন মৌজা .... এর .... দাগের .... শতাংশ জমি ক্রয়/উত্তরাধিকার/ওয়ারিশ/বন্দোবস্ত/রেকর্ডসূত্রে বর্তমান বৈধ মালিক ও দখলকার যাহার খতিয়ান নম্বর .... এবং আমি .... সন পর্যন্ত খাজনা পরিশোধ করিয়াছি। আমার নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি অধিগ্রহণ মামলা নম্বর .... মোতাবেক অধিগ্রহণ/হুকুমদখল করা হইয়াছে এবং বর্ণিত সম্পত্তি সরকার কর্তৃক দখল গ্রহণ করা হইয়াছে। এই জন্য আমি বর্ণিত জমির/অবকাঠামো/পুকুর/পুকুর খনন/গাছপালা/ফসল/ব্যবসায়িক/অন্যান্য ক্ষতিপূরণের (প্রযোজ্য বিষয় রাখিয়া বাকিগুলি কাটিয়া দিতে হইবে) অর্থ গ্রহণের জন্য আবেদন করিতেছি।

রোয়েদাদ নম্বর .... এ বর্ণিত ক্ষতিপূরণের অর্থ আমার নামীয় নিম্নোক্ত ব্যাংক হিসাবে প্রদানের জন্য অনুরোধ করিতেছি :

ব্যাংকের নাম	শাখা	হিসাব নম্বর	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)

নিবেদক

(স্বাক্ষর)
নাম :
NID নম্বর:
মোবাইল নম্বর :
ই-মেইল নম্বর :
তারিখ :

আবেদনের সহিত সংযুক্ত কাগজপত্রের বর্ণনা

ক্রমিক নং	কাগজপত্রের বর্ণনা	পাতা নম্বর	দাখিল করা হইয়াছে কি না	
			হ্যাঁ (√)	না (√)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১।	জাতীয় পরিচয়পত্রের অনুলিপি বা প্রবাসী বাংলাদেশিদের ক্ষেত্রে পাসপোর্টের অনুলিপি			
২।	পাসপোর্ট সাইজের ছবি ৩ (তিন) কপি (প্রত্যেক মালিকের)			
৩।	৮ ধারার নোটিশের অনুলিপি			
৪।	সিএস/এসএ/আরএস/মহানগর/দিয়ারা/পেটি খতিয়ানের মূলকপি/অবিকল নকল কপি			
৫।	নামজারি জমাখারিজ খতিয়ানের মূলকপি/অবিকল নকল কপি			
৬।	অধিগ্রহণের পূর্বের বৎসর পর্যন্ত ভূমি উন্নয়ন কর প্রদানের দাখিলার মূলকপি/সত্যায়িত অনুলিপি			

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
৭।	মালিকানা অর্জন সংক্রান্ত মূল দলিল/অবিকল নকল কপি			
৮।	মালিকানার প্রমাণক হিসাবে সর্বশেষ চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত জরিপের রেকর্ডীয় মালিক হইতে ক্রয়/হস্তান্তর সংক্রান্ত বায়া দলিলের মূলকপি/অবিকল নকল কপি			
৯।	রেকর্ডীয় মালিকের ওয়ারিশ/উত্তরাধিকার হিসাবে দাবির সমর্থনে স্থানীয় মেয়র/চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত ওয়ারিশ/ উত্তরাধিকার সনদপত্রের অনুলিপি			
১০।	স্থানীয় মেয়র/চেয়ারম্যান/মেম্বার/কাউন্সিলর/গণ্যমান্য ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত শনাক্তকরণ ফরম (তফসিল-৬০ এর সংশ্লিষ্ট অংশ মোতাবেক)			
১১।	ব্যাংকের চেক বহির উপরের পাতার ফটোকপি			
১২।	ক্ষতি নিষ্কৃতির চুক্তিনামা (তফসিল-৬০ এ বর্ণিত নির্ধারিত ফরমে)			
১৩।	মালিকানা প্রমাণক অন্যান্য কাগজপত্র			

আবেদনকারী কর্তৃক প্রদত্ত অঙ্গীকারনামা

এই মর্মে অঙ্গীকার করিতেছি যে, আবেদিত জমি অর্থাৎ পূর্বের পৃষ্ঠায় বর্ণিত তফসিলের জমির প্রকৃত মালিক ও দখলদার হিসাবে আমি ক্ষতিপূরণ পাইবার জন্য আবেদন দাখিল করিয়াছি। আমার আবেদনে কোনো জালিয়তি বা প্রতারণার আশ্রয় লওয়া হয় নাই। আবেদনের সহিত আমি প্রতারণার মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ গ্রহণের উদ্দেশ্যে কোনো জাল দলিল/কাগজপত্র উপস্থাপন করি নাই। ইহা ব্যতীত উক্ত জমি আমি/আমরা/আমাদের ওয়ারিশ/মৌরশে ইতঃপূর্বে অন্য কারও নিকট বিক্রয়/হস্তান্তর করি নাই। আমার দাখিলীয় কাগজপত্র/দলিলপত্র যদি ভবিষ্যতে উপযুক্ত আদালত/কর্তৃপক্ষের নিকট জাল হিসাবে প্রমাণিত হয় বা জাল কাগজপত্র উপস্থাপনের মাধ্যমে এবং প্রতারণার মাধ্যমে ভুল/মিথ্যা তথ্য উপস্থাপনপূর্বক আমি ক্ষতিপূরণের চেক/অর্থ গ্রহণ করিয়া থাকি বা মালিক না হইয়াও ক্ষতিপূরণের অর্থ দাবি/গ্রহণ করি তাহা হইলে, এই অফিস হইতে অবগত হইবার সঙ্গে সঙ্গে আমার গৃহীত সমুদয় অর্থ ফেরত প্রদান করিব। অন্যথায়, আমার বিরুদ্ধে উপযুক্ত আদালতে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে। এ বিষয়ে আমি কোনো আদালতে কোনো আপত্তি বা দরখাস্ত দাখিল করিব না বা করিলেও উহা সংশ্লিষ্ট আদালত কর্তৃক গ্রহণযোগ্য হইবে না।

(স্বাক্ষর)
নাম :
NID নম্বর:
মোবাইল নম্বর :
ই-মেইল :
তারিখ :

তফসিল-৩৭
[বিধি ৩৪(৫) দ্রষ্টব্য]

দৈনন্দিন ক্ষতিপূরণ প্রদান রেজিস্ট্রার

ক্রমিক নং	তারিখ	এল.এ. কেস নম্বর	রোয়েদাদ নম্বর	চেক গ্রহণকারী/ক্ষতিগ্রস্ত মালিকের নাম ও ঠিকানা	এল.এ. চেক নম্বর ও ইস্যুর তারিখ	দাবিকৃত টাকার পরিমাণ	আয়কর কর্তন	প্রদানকৃত টাকার পরিমাণ	ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও সিল
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)
১।									

তফসিল-৩৮
[বিধি ৩৪(১২) দ্রষ্টব্য]

ক্ষতিপূরণ দাবি সংক্রান্ত মিস কেস রেজিস্টার

ক্রমিক নং	এল.এ. কেস নম্বর	প্রত্যাশী সংস্থার নাম	আবেদন গ্রহণের নম্বর ও তারিখ	মিস কেস নম্বর	পক্ষগণের নাম, ঠিকানা ও NID নম্বর	মিস কেসের বিষয়	জেলা প্রশাসক/ অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক কর্তৃক সিদ্ধান্তের তারিখ ও সিদ্ধান্তের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও সিল
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)
১।								

তফসিল-৩৯

[বিধি ৩৪(১৪) দ্রষ্টব্য]

ক্ষতিপূরণ প্রদানের লেজার ফরম

(প্রতিটি মামলার জন্য আলাদা আলাদা হইবে)

প্রাক্কলন প্রেরণের তারিখ : ...., প্রাক্কলিত টাকার পরিমাণ : ...., প্রাপ্ত চেক নম্বর : ...., তারিখ : ...., ব্যাংকের বিবরণ : ...., চেক প্রাপ্তির তারিখ : ...., প্রকল্পখাতে জমা প্রদানের তারিখ : ....।

ক্রমিক নং	প্রত্যাশী সংস্থার নাম	প্রকল্পের নাম	এল.এ. কেস নম্বর
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১।			

প্রকল্প খাতে জমাকৃত টাকার পরিমাণ	ক্ষতিপূরণ প্রদান					ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও সিল
	রোয়েদাদ গ্রহীতা/চেক গ্রহীতার নাম ও ঠিকানা	মৌজার নাম ও রোয়েদাদ ক্রম নম্বর	চেক নম্বর ও তারিখ	টাকার পরিমাণ	ব্যালেন্স	
(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)

তফসিল-৪০

[বিধি ৩৫(২) ও ৩৫(৩) (ক) দ্রষ্টব্য]

ক্ষতিপূরণের অপর্যাপ্ততা আপত্তি রেজিস্টার

ক্রমিক নং	এল.এ. কেস নম্বর	প্রত্যাশী সংস্থার নাম	আপত্তিকারীর নাম, ঠিকানা, মোবাইল, ই-মেইল ও **NID** নম্বর	আপত্তি গ্রহণের তারিখ	জমির তফসিল			আপত্তি মোতাবেক দাবিকৃত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ	রোয়েদাদ মোতাবেক গৃহীত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ	আরবিট্রেটর/ আরবিট্রেশন আপিলেট ট্রাইব্যুনালের আদেশ (যদি থাকে)	মন্তব্য
					খতিয়ান নম্বর	দাগ নম্বর	জমির পরিমাণ				
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)
১।											

তফসিল-৪১

[বিধি ৩৭(১) ও ৩৭(২)(ক) দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়
ভূমি অধিগ্রহণ শাখা
.... জেলা
www...................gov.bd

নম্বর : .... তারিখ : ....

বিষয় : এল.এ. কেস নম্বর .... এর দখল হস্তান্তর।

স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ এর অধীন এল.এ. কেস নম্বর..................... এর আওতায় .... জেলার .... থানা/উপজেলা .... (প্রকল্পের নাম) .... শীর্ষক প্রকল্পের জন্য জনস্বার্থে/জনকল্যাণে/সরকারের প্রয়োজনে নিম্ন তফসিলভুক্ত সম্পত্তি অধিগ্রহণ করা হইয়াছে। জেলা প্রশাসক/জেলা প্রশাসকের নিয়োজিত প্রতিনিধি কর্তৃক .... তারিখে বর্ণিত সম্পত্তির আনুষ্ঠানিক দখল গ্রহণ করা হইয়াছে। বর্ণিত সম্পত্তির আনুষ্ঠানিক সরেজমিন দখল সীমানা নির্ধারণসহ উক্ত তারিখে প্রত্যাশী সংস্থার প্রতিনিধি জনাব .... ও জনাব .... এর নিকট হস্তান্তর করা হইয়াছে এবং জমিতে অবস্থিত যৌথ ইনভেন্টরি তালিকায় বর্ণিত অস্থাবর সম্পত্তিও (যদি থাকে) একই সঙ্গে হস্তান্তর করা হইয়াছে।

জমির তফসিল :

জেলা : ...., থানা/উপজেলা : ...., মৌজা : ....

ক্রমিক নং	**খতিয়ান নম্বর**	**দাগ নম্বর**	**জমির শ্রেণি**	**দাগে মোট জমির পরিমাণ (একর)**	**অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একর)**	**মন্তব্য**
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১।						
২।						
মোট জমির পরিমাণ : .... (...............**কথায়**..................)						

উপর্যুক্ত তফসিলভুক্ত সম্পত্তির সহিত দুইটি অনুমোদিত নকশা এবং দুইটি স্বাক্ষরিত দাগসূচি এতৎসঙ্গে প্রদান করা হইল। এই দখল হস্তান্তরের পর বর্ণিত সম্পত্তির কোনো বিষয়ে প্রত্যাশী সংস্থার কোনো আপত্তি গ্রহণযোগ্য হইবে না।

<u>দখল গ্রহণকারী ব্যক্তি/কর্মকর্তা</u>
স্বাক্ষর :
নাম :
পদবি :
ঠিকানা :
তারিখ :
সিল :

<u>প্রকল্প পরিচালক/মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধি</u>
স্বাক্ষর :
নাম :
পদবি :
তারিখ :
সিল :

<u>দখল প্রদানকারী কর্মকর্তা</u>
স্বাক্ষর :
নাম :
পদবি :
ঠিকানা :
তারিখ :
সিল :

<u>ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা</u>
স্বাক্ষর :
নাম :
তারিখ :
সিল :

তফসিল-৪২

[বিধি ৩৭(২)(খ) দ্রষ্টব্য]

হস্তান্তর দলিল (Deed of Transfer) এর নমুনা

(প্রত্যাশী বেসরকারি ব্যক্তি বা সংস্থার ক্ষেত্রে রেজিস্টার্ড দলিল)

স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ মোতাবেক এল.এ. কেস নম্বর : ....

এই চুক্তি, প্রথম পক্ষ বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে জেলা প্রশাসক, ... এবং দ্বিতীয় পক্ষ .... (প্রত্যাশী বেসরকারি ব্যক্তি বা সংস্থা) .... এর মধ্যে .... সনের .... খ্রিষ্টাব্দ তারিখে সম্পাদিত হইল।

যেহেতু .... খ্রিষ্টাব্দ তারিখে দ্বিতীয় পক্ষ, জেলা প্রশাসক, ... এর নিকট স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ এর অধীনে .... প্রকল্প স্থাপনের জন্য নিম্ন তফসিলভুক্ত সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য আবেদন করেন এবং সরকার সন্দেহাতীতভাবে এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, প্রস্তাবিত ভূমি বর্ণিত উদ্দেশ্যে অধিগ্রহণ করা প্রয়োজন এবং যেহেতু ঐ প্রকল্প বাস্তবায়িত হইলে জনসাধারণ উপকৃত হইবে; সেহেতু উক্ত সম্পত্তি দ্বিতীয় পক্ষের পক্ষে সরকার অধিগ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছে; এবং

যেহেতু আইনের .... ধারা অনুযায়ী দ্বিতীয় পক্ষ, সরকারের সহিত .... তারিখে এই মর্মে চুক্তিবদ্ধ হইয়াছে যে, উক্ত পক্ষ উক্ত সম্পত্তির জন্য যাবতীয় ক্ষতিপূরণ ও অন্যান্য খরচাদি সরকারকে প্রদান করিবে; এবং

যেহেতু জেলা প্রশাসক, ... আইনের .... ধারা মোতাবেক ক্ষতিপূরণের রোয়েদাদ প্রস্তুত করিয়াছেন এবং .... ধারার ক্ষমতাবলে দখল গ্রহণ করিয়াছেন এবং যাহা সম্পূর্ণ নির্বিঘ্ন ও দায়হীনভাবে সরকারের উপর ন্যস্ত হইয়াছে; এবং

যেহেতু দ্বিতীয় পক্ষ, জেলা প্রশাসকের নিকট .... তারিখে দাবিকৃত .... টাকা (অঙ্কে ও কথায়) জমা করিয়াছে এবং প্রয়োজনে আরও অতিরিক্ত দাবিকৃত টাকা জমা প্রদানে অঙ্গীকার করিয়াছে;

সেহেতু এক্ষণে এই চুক্তি/অঙ্গীকারনামার শর্ত বিবেচনায় সরকার সংযুক্ত নকশায় চিহ্নিত ও তফসিলে বর্ণিত সকল সম্পত্তির/জমির জন্য ভূমি বিষয়ক ধার্যকৃত ভূমি উন্নয়ন কর/ভাড়া পরিশোধের শর্তে স্থায়ী/দীর্ঘমেয়াদি ইজারা প্রদান করা হইলে এবং এতদ্দ্বারা দ্বিতীয় পক্ষ অঙ্গীকার করিল যে, যদি কোনো সময় (সরকারের লিখিত অনুমোদন ব্যতীত) উক্ত সম্পত্তি/আঙিনা দ্বিতীয় পক্ষ অধিগ্রহণের উদ্দেশ্য অথবা ইহার আনুষঙ্গিক কাজ ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় অথবা যদি উক্ত সম্পত্তি এক বৎসর পর্যন্ত অব্যবহৃত অবস্থায় ফেলিয়া রাখা হয় অথবা যদি প্রয়োজন শেষ হইয়া যায় তবে, দ্বিতীয় পক্ষ উক্ত সম্পত্তি সমর্পণ করিবে এবং সরকার পুনরায় এই সম্পত্তিতে পরবর্তী যে কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবে এবং এই সম্পত্তির উপর অবস্থিত সকল ইমারতসহ (যদি থাকে) সম্পত্তির দখল গ্রহণ করিতে পারিবে যা সরকারের উপর দায়হীনভাবে বর্তাইবে, এবং ইমারতসহ উক্ত সম্পত্তি সরকার ব্যবহার করিতে পারিবে বা অন্য কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবে। সরকার যদি উক্ত সম্পত্তি পুনরায় অধিগ্রহণ বা বন্দোবস্তের কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করে তবে এতদ্বিষয়ক ব্যয়িত খরচাদি বাদ দিয়া আদায়কৃত অর্থ হইতে অধিগ্রহণকালে দ্বিতীয় পক্ষকে ফেরত দিবে অথবা সরকার সমুদয় সম্পত্তি, ইমারত/স্থাপনা/ঘরবাড়ি/গাছপালা ও অন্যান্য সকল বিষয় নিজস্ব দখলে রাখিয়া ব্যবহার করিতে পারিবে।

এমতাবস্থায়, সরকার ঐ সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ বাবদ মূল্য, দায় ও আনুষঙ্গিক খরচসহ (অধিগ্রহণের সময়ের জমির মূল্য এবং বর্তমানের ধার্যকৃত গাছপালা ও ইমারতের মূল্য) টাকা ফেরত দিবে (তবে সংবিধিবদ্ধ অ্যালাউন্স ২০%, গাছপালা এবং ঘরবাড়ির মতো সম্পত্তি বাবদ অর্থ পুনঃগ্রহণের সময় যার কোনো অস্তিত্ব নাই, এইরূপ ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রাপ্ত অর্থ ব্যতীত)।

এই চুক্তির বিষয়বস্তু অথবা ইহাতে অন্তর্ভুক্ত অন্য কোনো বিষয় অথবা কোনো সুবিধামতো দফা সম্বন্ধে কোনো আপত্তি উত্থাপিত হইলে কোনো আদালতে কোনো আপত্তি বা মামলা দায়ের করা যাইবে না।

তফসিল

জেলা : ...., থানা/উপজেলা : ...., মৌজা : ...., জে.এল. নম্বর : ....

ক্রমিক নং	খতিয়ান নম্বর	দাগ নম্বর	দাগে মোট জমির পরিমাণ	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১।				

মোট খতিয়ানের সংখ্যা : .... (কথায়..............) টি, মোট দাগের সংখ্যা: .... (কথায় ....) টি, মোট অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ : .... (কথায়: ....) একর।

চুক্তিপত্রে উল্লিখিত সকল শর্ত জানিয়া বুঝিয়া ও স্বজ্ঞানে সাক্ষীদের সম্মুখে স্বাক্ষর করিলাম। সাক্ষীর প্রমাণস্বরূপ প্রত্যাশী সংস্থার সিলসহ স্বাক্ষর করা হইয়াছে এবং উল্লিখিত দিন ও তারিখে সরকার কর্তৃক মোহরযুক্ত স্বাক্ষর করা হইয়াছে।

.... প্রত্যাশী বেসরকারি ব্যক্তি বা সংস্থার সাধারণ সিল ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা, ... এর উপস্থিতিতে সংযুক্ত করা হইয়াছে।

১ম পক্ষ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে

স্বাক্ষর

জেলা প্রশাসক

.... জেলা।

(নাম ও পদবি সিলসহ)

সাক্ষী-১	**সাক্ষী-২**
স্বাক্ষর নাম : পদবি : NID নম্বর : স্থায়ী ঠিকানা : মোবাইল : ই-মেইল :	স্বাক্ষর নাম : পদবি : NID নম্বর : স্থায়ী ঠিকানা : মোবাইল : ই-মেইল :

২য় পক্ষ

অফিস প্রধান/ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী

স্বাক্ষর :

নাম :

পদবি :

সংস্থার নাম :

সিল :

সাক্ষী-১	**সাক্ষী-২**
স্বাক্ষর : নাম : পদবি : NID নম্বর : স্থায়ী ঠিকানা : মোবাইল : ই-মেইল :	স্বাক্ষর : নাম : পদবি : NID নম্বর : স্থায়ী ঠিকানা : মোবাইল : ই-মেইল :

তফসিল-৪৩

[বিধি ৩৮(১) দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়
ভূমি অধিগ্রহণ শাখা

.........................।

নম্বর : .... তারিখ : ....

অধিগ্রহণ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

(স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ এর অধীন এল.এ. কেস নম্বর ....)

যেহেতু সরকার নিম্ন তফসিলভুক্ত সম্পত্তি অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে;

যেহেতু স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ এর ধারা ১১ অনুসারে ঐ সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইয়াছে অথবা ক্ষতিপূরণ পরিশোধিত বলিয়া গণ্য হইয়াছে;

সেহেতু এক্ষণে উক্ত আইনের ধারা ১৩(২) অনুযায়ী ঘোষণা করা যাইতেছে যে, উক্ত সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করা হইল এবং ঐ সম্পত্তি সর্বপ্রকার দায়মুক্ত হইয়া সরকারের উপর অর্পিত হইল।

তফসিল

জেলা : ...., থানা/উপজেলা : ...., মৌজা : ...., জে.এল. নম্বর : ....

ক্রমিক নং	**খতিয়ান নম্বর**	**দাগ নম্বর**	**রেকর্ডীয় শ্রেণি**	**বর্তমান শ্রেণি**	**দাগে মোট জমির পরিমাণ**	**অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ**	**মন্তব্য**
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
১।							

মোট খতিয়ানের সংখ্যা : .... (কথায় ....) টি, মোট দাগের সংখ্যা: .... (কথায়..............) টি, অধিগ্রহণকৃত মোট জমির পরিমাণ : .... (কথায়: ....) একর।

বি:দ্র: বিস্তারিত দাগসূচি ও ভূমি নকশা এই কার্যালয়ের ভূমি অধিগ্রহণ শাখায় সংশ্লিষ্ট নথির সহিত সংরক্ষিত রহিয়াছে।

জেলা প্রশাসক
স্বাক্ষর :
নাম :
জেলা :

তফসিল-৪৪
[বিধি ৩৮(২) দ্রষ্টব্য]

এল.এ. কেস গেজেট প্রকাশের জন্য পত্র প্রেরণ সংক্রান্ত রেজিস্টার

ক্রমিক নং	প্রেরণের স্মারক নম্বর ও তারিখ	এল.এ. কেস নম্বর	অধিগ্রহণে মোট ভূমির পরিমাণ	যাহার বরাবর প্রেরণ করা হইল	যেভাবে প্রেরণ করা হইল	কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও সিল
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১।						

তফসিল-৪৫

[বিধি ৪০(২) দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়
ভূমি অধিগ্রহণ শাখা
..................জেলা
www. --------------.gov.bd

নম্বর : ....   তারিখ : ....

অধিগ্রহণ কার্যক্রম বাতিলের ঘোষণা

(স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ এর অধীন এল.এ. কেস নম্বর : ....)

যেহেতু নিম্ন তফসিলভুক্ত সম্পত্তি সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণের লক্ষ্যে প্রত্যাশী সংস্থা কর্তৃক প্রাক্কলনের চাহিদা প্রাপ্তির তারিখ হইতে ১২০ (একশত বিশ) কার্যদিবসের মধ্যে প্রত্যাশী সংস্থা কর্তৃক ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদান বা জমা করা হয় নাই এবং যাহার জন্য ঐ সম্পত্তির মালিক বা স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ দায়ী নন;

সেহেতু স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ এর ধারা ১৪(১) অনুযায়ী আমি ঘোষণা করিতেছি যে, ... তারিখ হইতে নিম্নবর্ণিত সম্পত্তি সম্পর্কে এল.এ. কেস নম্বর : .... এর অধীন গৃহীত অধিগ্রহণ সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম বাতিল করা হইল।

তফসিল

জেলা : ...., থানা/উপজেলা : ...., মৌজা : ...., জে.এল. নম্বর : ....

ক্রমিক নং	খতিয়ান নম্বর	দাগ নম্বর	দাগে মোট জমির পরিমাণ	অধিগ্রহণে সম্পৃক্ত জমির পরিমাণ	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১।					

মোট খতিয়ানের সংখ্যা : .... (কথায়............) টি, মোট দাগের সংখ্যা : .... (কথায়..............) টি, অধিগ্রহণে সম্পৃক্ত মোট জমির পরিমাণ : .... (কথায়: ....) একর।

জেলা প্রশাসক
স্বাক্ষর :
নাম :
জেলা :

তফসিল-৪৬

[বিধি ৪১(১) দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়
ভূমি অধিগ্রহণ শাখা
.... জেলা।
www. --------------.gov.bd

নম্বর : .... তারিখ : ....

অধিগ্রহণ কার্যক্রম বাতিল/প্রত্যাহার

(স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ এর অধীন এল.এ. কেস নম্বর : ....)

যেহেতু স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ এর ধারা ৪ অনুসারে নিম্নবর্ণিত সম্পত্তি অধিগ্রহণের নিমিত্ত এল.এ. .... নম্বর কেসের কার্যক্রম .... সনের .... তারিখে আরম্ভ হইয়াছিল এবং যেহেতু ইহার জন্য এই পর্যন্ত কোনো ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদান করা হয় নাই বা ধারা ৮ এর অধীন নোটিশ প্রদান করা হয় নাই;

সেহেতু স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ এর ধারা ১৪(২) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে আমি, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, নিম্নবর্ণিত সম্পত্তির অধিগ্রহণ-সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম বাতিল/প্রত্যাহার করিলাম:

তফসিল

জেলা : ...., থানা/উপজেলা : ...., মৌজা : ...., জে.এল. নম্বর : ....

ক্রমিক নং	খতিয়ান নম্বর	দাগ নম্বর	দাগে মোট জমির পরিমাণ	অধিগ্রহণে সম্পৃক্ত জমির পরিমাণ	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১।					

মোট খতিয়ানের সংখ্যা : .... (কথায়.....................) টি, মোট দাগের সংখ্যা: .... (কথায়.................) টি, অধিগ্রহণে সম্পৃক্ত মোট জমির পরিমাণ: .... (কথায়: ....) একর।

জেলা প্রশাসক
স্বাক্ষর :
নাম :
জেলা :

তফসিল-৪৭

[বিধি ৪২(২) দ্রষ্টব্য]

অধিগৃহীত অব্যবহৃত জমি পুনঃগ্রহণ (রিজিউম) রেজিস্টার

ক্রমিক নং	রিজিউম কেস নম্বর	এল.এ. কেস নম্বর ও সংস্থার নাম	প্রস্তাবিত ভূমির পরিমাণ	তদন্তের তারিখ	সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে নোটিশ প্রদানের তারিখ	সংশ্লিষ্ট সংস্থার মতামত প্রদানের তারিখ	অতিরিক্ত সময়ের আবেদন করিলে মঞ্জুরকৃত সময় অতিক্রান্তের তারিখ	ত্রিশ কার্যদিবস/ পঁয়তাল্লিশ কার্যদিবস অতিক্রান্তের তারিখ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)
১।								

জেলা প্রশাসক/ পুনঃগ্রহণ কমিটির সিদ্ধান্তের তারিখ	প্রত্যাশী সংস্থা আপত্তি দাখিল করিলে শুনানির তারিখ	শুনানি অন্তে সিদ্ধান্তের জন্য নথি ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের তারিখ	সরকার হইতে সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির তারিখ	সিদ্ধান্ত পুনঃগ্রহণের বিপক্ষে হইলে কার্যক্রম স্থগিতের তারিখ	সিদ্ধান্ত পুনঃগ্রহণের পক্ষে হইলে সরকারের অনুকূলে দখল গ্রহণের তারিখ	গেজেট বিজ্ঞপ্তির জন্য প্রেরণের তারিখ	গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	গেজেটের কপি সহকারী কমিশনার (ভূমি) বরাবর প্রেরণের তারিখ
(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)	(১৪)	(১৫)	(১৬)	(১৭)	(১৮)

সহকারী কমিশনার (ভূমি) কর্তৃক দায়েরকৃত নামজারি কেসের নম্বর ও তারিখ	সহকারী কমিশনার (ভূমি) কর্তৃক রেকর্ড সংশোধনের আদেশ প্রদানের তারিখ	সহকারী কমিশনার (ভূমি) কর্তৃক রেকর্ড সংশোধনের তারিখ	রেকর্ডরুমে নথি প্রেরণের তারিখ	ব্যবস্থাপনার জন্য অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) বরাবরে পত্র প্রেরণের তারিখ	মন্তব্য
(১৯)	(২০)	(২১)	(২২)	(২৩)	(২৪)

তফসিল-৪৮
[বিধি ৪২(৩) দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়
ভূমি অধিগ্রহণ শাখা
.... জেলা

বিষয় : রিজিউম (পুনঃগ্রহণ) না করার পক্ষে কারণ দর্শানোর নোটিশ।

প্রাপক : ....
..

স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ এর আওতায় .... জেলার .... উপজেলাধীন .... মৌজার নিম্ন তফসিলভুক্ত জমি এল.এ. কেস নম্বর .... মূলে .... সংস্থার অনুকূলে অধিগ্রহণ করা হইয়াছিল। উক্ত ভূমি সরেজমিন অব্যবহৃত থাকায় এবং অধিগৃহীত সম্পত্তির ব্যবহার-সংক্রান্ত বিষয়ে স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ এর ধারা ১৯(১) ও ১৯(২) এর বিধান লঙ্ঘন করায় সরকার কর্তৃক নিম্ন তফসিলভুক্ত সম্পত্তি কেন পুনঃগ্রহণ (রিজিউম) করা হইবে না সেই বিষয়ে আগামী ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে কারণ দর্শানোর জন্য অনুরোধ করা হইল। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জবাব দাখিল না করিলে উক্ত সম্পত্তি সরকার কর্তৃক পুনঃগ্রহণের (রিজিউম) কোনো প্রকার আপত্তি নাই মর্মে বিবেচিত হইবে।

তফসিল

জেলা : ...., থানা/উপজেলা : ...., মৌজা : ....

ক্রমিক নং	**খতিয়ান নম্বর**	**দাগ নম্বর**	**দাগে মোট জমির পরিমাণ (একর)**	**অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ**	**পুনঃগ্রহণ (রিজিউম) সম্পৃক্ত ভূমির পরিমাণ (একর)**	**মন্তব্য (সম্পূর্ণ/আংশিক)**
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১।						

জেলা প্রশাসক
স্বাক্ষর :
নাম :
জেলা :

তফসিল-৪৯

[বিধি ৪২(৭) দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়
ভূমি অধিগ্রহণ শাখা
.... জেলা।

বিষয়: অধিগ্রহণকৃত স্থাবর সম্পত্তি পুনঃগ্রহণ (রিজিউম) সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি।

যেহেতু .... জেলার .... উপজেলাধীন .... মৌজার নিম্ন তফসিলভুক্ত ভূমি এল.এ. কেস নম্বর .... মূলে .... সংস্থার অনুকূলে অধিগ্রহণ করা হইয়াছিল, যাহা ব্যবহৃত থাকায় এবং অধিগৃহীত সম্পত্তির ব্যবহার-সংক্রান্ত বিষয়ে স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ এর ধারা ১৯(১) ও ১৯(২) এর বিধান লঙ্ঘন করায়/স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল বিধিমালা, ২০২৬ এর বিধি ৪২(১) মোতাবেক প্রস্তাব প্রাপ্তির কারণে (যখন যাহা প্রযোজ্য) সরকার কর্তৃক পুনঃগ্রহণ (রিজিউম) করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে;

সেহেতু স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ এর ১৯(৩) ধারার ক্ষমতাবলে নিম্ন তফসিলভুক্ত সম্পত্তি পুনঃগ্রহণ (রিজিউম) করিয়া সরকারের খাস খতিয়ানভুক্ত করা হইল।

তফসিল

জেলা : ...., থানা/উপজেলা : ...., মৌজা : ....

ক্রমিক নং	**খতিয়ান নম্বর**	**দাগ নম্বর**	**দাগে মোট জমির পরিমাণ (একর)**	**অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ**	**পুনঃগ্রহণকৃত ভূমির পরিমাণ (একর)**	**মন্তব্য (সম্পূর্ণ/আংশিক)**
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১।						

জেলা প্রশাসক
স্বাক্ষর :
নাম :
জেলা :

তফসিল-৫০

[বিধি ৪৩(১) দ্রষ্টব্য]

হুকুমদখল প্রস্তাব দাখিলের সময় সংযুক্ত কাগজপত্রের বিবরণী

ক্রমিক নং	সংযুক্ত কাগজপত্রের বিবরণী	পাতা নম্বর
(১)	(২)	(৩)
১।	হুকুমদখলের বিস্তারিত বিবরণী	
২।	হুকুমদখলের সময় প্রস্তাবিত সম্পত্তি ব্যবহার পরিকল্পনা	
৩।	ন্যূনতম জমির প্রয়োজনীয়তা উল্লেখসহ প্রত্যয়নপত্র (প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক স্বাক্ষরিত/প্রকল্প পরিচালক না থাকিলে প্রত্যাশী সংস্থার প্রধান কর্তৃক স্বাক্ষরিত)	
৪।	ক্ষেত্রমত, প্রত্যাশী সংস্থার নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক হুকুমদখল সংক্রান্ত প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র	
৫।	উন্নয়ন প্রকল্পের অনুমোদন-সংক্রান্ত প্রশাসনিক আদেশ (যদি উন্নয়ন প্রকল্প হয়)	
৬।	অর্থ প্রদানের নিশ্চয়তাপত্র (বাজেট বরাদ্দ বা অনুমোদিত ডিপিপি এর সত্যায়িত কপি বা ডিপিপি না থাকিলে প্রত্যাশী সংস্থা প্রধানের স্বাক্ষরিত পত্র) (তফসিল-৫ অনুযায়ী)	
৭।	প্রস্তাবিত জমির তফসিল (সর্বশেষ চূড়ান্তভাবে গেজেটে প্রকাশিত জরিপ অনুসারে) তফসিল-৫২ ও তফসিল-৫৩ তে বর্ণিত ছক মোতাবেক উল্লেখপূর্বক যথাযথ কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত হার্ডকপি এবং সফট্কপি	
৮।	প্রস্তাবিত এলাকার ভিডিওচিত্রের কপি পেনড্রাইভ বা অন্য কোনো উপযুক্ত মাধ্যমে সরবরাহ করিতে হইবে	
৯।	নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যে উদ্দেশ্যে হুকুমদখল করা হইয়াছে সেই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা না হইলে জেলা প্রশাসক কর্তৃক হুকুমদখলমুক্ত করা হইলে আপত্তি থাকিবে না মর্মে প্রত্যাশী সংস্থা প্রধান কর্তৃক স্বাক্ষরিত অঙ্গীকারপত্র	
১০।	আরবিট্রেটর বা আরবিট্রেশন আপিলেট ট্রাইব্যুনাল এর নির্দেশে ক্ষতিপূরণ বাবদ বর্ধিত অর্থ পরিশোধের সক্ষমতা সম্পর্কে এবং বর্ধিত অর্থ আদালতের আদেশ প্রাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রদান করা হইবে মর্মে প্রত্যাশী সংস্থা প্রধান কর্তৃক স্বাক্ষরিত তফসিল-৫ এ অঙ্গীকারপত্র	

প্রকল্প-পরিচালক/প্রস্তাবকারী/সংস্থা প্রধান

স্বাক্ষর :

নাম :

পদবি :

সিল :

তফসিল-৫১

[বিধি ৪৩(১) দ্রষ্টব্য]

স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ অনুযায়ী হুকুমদখল প্রস্তাব

ক্রমিক নং	বিবরণ	সংযুক্তির প্রমাণপত্রের বিবরণ
(১)	(২)	(৩)
১।	প্রত্যাশী ব্যক্তি/সংস্থার নাম	
২।	নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	
৩।	হুকুমদখলের উদ্দেশ্য	
৪।	হুকুমদখলে ন্যূনতম ভূমির পরিমাণ (একর)	
৫।	প্রস্তাবিত ভূমির প্রকৃতি	
৬।	প্রস্তাবিত ভূমির সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা	
৭।	বিধি ৪৩ এ বর্ণিত প্রয়োজনীয় সংখ্যক কাগজপত্র প্রস্তাবের সঙ্গে যুক্ত করা হইয়াছে কি না?	
৮।	প্রস্তাবিত ভূমির মধ্যে অকৃষি/ইজারাযোগ্য জমির পরিমাণ (একর)	
৯।	প্রস্তাবিত জমিতে কৃষি/ফসল উৎপাদনযোগ্য জমির পরিমাণ (একর)	
১০।	প্রস্তাবিত ভূমিতে কোনো অবকাঠামো/স্থাপনা/ ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান/পুকুর/ গাছপালা বা অন্য কোনো স্থাপনা/প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান রহিয়াছে কি না?	
১১।	অবকাঠামো /স্থাপনা/ ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান/ পুকুর/ গাছপালা বা অন্য কোনো স্থাপনা/প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান থাকিলে প্রকল্পের প্রয়োজনে তা স্থায়ীভাবে অপসারণের প্রয়োজন হইবে কি না?	

<u>প্রকল্প-পরিচালক/প্রস্তাবকারী/সংস্থা প্রধান</u>

স্বাক্ষর :

নাম :

পদবি :

সিল :

তফসিল-৫২

[বিধি ৪৩(১) দ্রষ্টব্য]

হুকুমদখলের জন্য প্রস্তাবিত জমির বিবরণ ও প্রকৃতি

(প্রত্যাশী সংস্থা কর্তৃক পূরণীয়)

প্রত্যাশী ব্যক্তি/সংস্থার নাম : ....

প্রকল্পের নাম: ...., জেলা: ...., থানা/উপজেলা: ...., মৌজা: ....

ক্রমিক নং	খতিয়ান নম্বর	দাগ নম্বর	দাগে মোট জমির পরিমাণ	হুকুমদখলে প্রস্তাবিত জমির পরিমাণ	জমির রেকর্ডীয় শ্রেণি	জমির বাস্তব অবস্থা/প্রকৃতি	জমির উপরিস্থিত অবকাঠামোর বিবরণ (অবকাঠামো/স্থাপনার বিবরণ)	ফসল, গাছপালা, পুকুর, বাগান, ব্যবসায় থাকিলে বিবরণ	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)
১।									

<u>প্রকল্প-পরিচালক/প্রস্তাবকারী/সংস্থা প্রধান</u>

স্বাক্ষর :

নাম :

পদবি :

সিল :

তফসিল-৫৩

[তফসিল-৫০ দ্রষ্টব্য]

হুকুমদখলে প্রস্তাবিত জমির দাগভিত্তিক মালিকানার প্রাথমিক তথ্য

প্রকল্পের নাম : ....

প্রত্যাশী সংস্থার নাম : ....

জেলা : ...., থানা/উপজেলা : ...., মৌজা : ....।

ক্রমিক নং	খতিয়ান নম্বর	দাগ নম্বর	জমির শ্রেণি			জমির মালিকানার বিবরণ					
				দাগে জমির পরিমাণ	হুকুম দখলের জন্য প্রস্তাবিত জমির পরিমাণ	সর্বশেষ রেকর্ড অনুযায়ী ভূমি মালিকগণের নাম ও ঠিকানা	নামজারি অনুযায়ী ভূমি মালিকগণের নাম ও ঠিকানা	জমির পরিমাণ ও নামজারি মামলা নম্বর	দলিল মূলে মালিক কিন্তু নামজারি সম্পন্ন হয় নাই এমন ক্রেতাগণের নাম	রেকর্ডীয়/নামজারিকৃত মৃত মালিকের ওয়ারিশানগণের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)
১।											

<u>প্রত্যাশী সংস্থার প্রতিনিধি</u>
স্বাক্ষর :
নাম :
পদবি :
সিল :

<u>ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা</u>
স্বাক্ষর :
নাম :
সিল :

<u>কানুনগো, উপজেলা ভূমি অফিস</u>
স্বাক্ষর :
নাম :
সিল :

<u>সহকারী কমিশনার (ভূমি)</u>
স্বাক্ষর :
নাম :
সিল :

<u>ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা</u>
স্বাক্ষর :
নাম :
সিল :

নোট ১: ক্রমিক নং ২-৭ প্রত্যাশী সংস্থা পূরণ করিবে এবং এল.এ. শাখা যাচাই করিবে।

নোট ২: ক্রমিক নং ৮-১২ উপজেলা ভূমি অফিস ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস পূরণ করিবে।

নোট ৩: প্রত্যাশী সংস্থা প্রস্তাবের সহিত ছক পূরণপূর্বক হার্ডকপি ও সফট্‌কপি জমা প্রদান করিবে।

তফসিল-৫৪

[বিধি ৪৪(১) ও ৫২(২) দ্রষ্টব্য]

হুকুমদখল সম্পত্তি হিসাব রেজিস্টার

ক্রমিক নং	হুকুমদখল কার্যক্রমের স্তর	গৃহীত কার্যক্রম
(১)	(২)	(৩)
১।	হুকুমদখল মামলা নম্বর	
২।	প্রত্যাশী সংস্থার নাম	
৩।	প্রস্তাবিত সম্পত্তির তফসিল	মৌজার নাম : দাগ নম্বর : খতিয়ান নম্বর: জমির পরিমাণ :
৪।	২০ ধারার আদেশ জারির তারিখ	
৫।	২১ ধারার আপত্তি শুনানির তারিখ	
৬।	জেলা প্রশাসক কর্তৃক দখল গ্রহণ ও হস্তান্তরের তারিখ	
৭।	রোয়েদাদ প্রস্তুতের জন্য ...... ও ...... ধারার নোটিশ জারির তারিখ	
৮।	প্রাক্কলন অনুমোদনের তারিখ ও টাকার পরিমাণ	
৯।	প্রাক্কলিত অর্থ বরাদ্দ গ্রহীতা সংস্থা হইতে প্রাপ্তির তারিখ ও চেক নম্বর	ব্যাংকের নাম : চেক নম্বর : তারিখ :
১০।	স্বার্থসংশ্লিষ্টদের মধ্যে অর্থ বিতরণের তারিখ	
১১।	২২(৫)(ক) ধারা মতে আবর্তক পরিশোধযোগ্য প্রাক্কলন প্রস্তুতের তারিখ ও পরিমাণ	
১২।	আবর্তকভাবে পরিশোধযোগ্য অর্থ বিতরণ ও তারিখ	
১৩।	দখল প্রত্যর্পণ সম্পর্কে আপত্তির তারিখ	
১৪।	২২(৫)(খ) ধারা মতে প্রাক্কলন প্রস্তুতের তারিখ ও অর্থের পরিমাণ	পরিমাণ : তারিখ :

ক্রমিক নং	হুকুমদখল কার্যক্রমের স্তর	গৃহীত কার্যক্রম
(১)	(২)	(৩)
১৫।	২২(৬) ধারার প্রাক্কলন অনুমোদনের তারিখ ও অর্থের পরিমাণ	পরিমাণ : তারিখ :
১৬।	অর্থ বিতরণের তারিখ ও পরিমাণ	পরিমাণ : তারিখ :
১৭।	আরবিট্রেটর আদালতে মামলা নম্বর (যদি থাকে)	
১৮।	আরজির জবাব বিজ্ঞ জিপি বরাবরে প্রেরণের তারিখ	
১৯।	আরিবিট্রেটর আদালতের আদেশ	
২০।	আরবিট্রেশন আপিলেট ট্রাইব্যুনালে মামলা হইলে মামলা নম্বর ও আদেশের বিবরণ	
২১।	আরবিট্রেটর/আরবিট্রেশন আপিলেট ট্রাইব্যুনালের আদেশ মোতাবেক প্রস্তুতকৃত প্রাক্কলন প্রেরণের তারিখ ও পরিমাণ	
২২।	প্রাক্কলিত অর্থ প্রাপ্তির তারিখ, চেক নম্বর ও পরিমাণ	পরিমাণ : চেক নম্বর : তারিখ :
২৩।	স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে অর্থ প্রদানের তারিখ ও পরিমাণ	পরিমাণ : (অঙ্কে ও কথায়) তারিখ :
২৪।	২৬ ধারা মতে হুকুমদখল অবমুক্তকরণ নোটিশ জারির তারিখ	
২৫।	গেজেট প্রকাশের তারিখ	
২৬।	কার্যক্রম সমাপ্তির তারিখ	
২৭।	রেকর্ডরুমে নথি প্রেরণের তারিখ	
২৮।	মন্তব্য	

ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা
স্বাক্ষর :
নাম :
সিল :

তফসিল-৫৫

[বিধি ৪৪(১) দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়
ভূমি অধিগ্রহণ শাখা
...............।

নম্বর :............................. তারিখ : ....

স্থাবর সম্পত্তি হুকুমদখল আদেশ

(হুকুমদখল মামলা নম্বর- ---------/---------------)

যেহেতু নিম্নের তফসিল-ক তে বর্ণিত সম্পত্তি সরকারের প্রয়োজনে এবং জনস্বার্থে ও জনপ্রয়োজনে হুকুমদখল করা আবশ্যক;

সেহেতু স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ এর ধারা ২০(১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে আমি উক্ত সম্পত্তি হুকুমদখল করিলাম এবং এই মর্মে আদেশ প্রদান করিলাম যে,-

জনাব......
ঠিকানা............

উক্ত সম্পত্তির মালিক/দখলকার-

(ক) আমার পক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট আগামী ....তারিখে বর্ণিত সম্পত্তির দখল হস্তান্তর করিবেন;

(খ) নিম্নের তফসিল-খ বর্ণিত সকল অস্থাবর সম্পত্তি অথবা আমার দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক উল্লিখিত অন্য কোনো অস্থাবর সম্পত্তি সরাইয়া লইবেন; এবং

(গ) সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি এমন কোনোভাবে নিষ্পত্তি করিবেন না যেন এই আদেশ বলবৎ থাকাকালীন উক্ত সম্পত্তি আমার ইচ্ছামতো ব্যবহারে কোনো বিঘ্ন ঘটে অথবা কোনোরূপ হস্তক্ষেপ ঘটে।

তফসিল-ক

জেলা : ...., থানা/উপজেলা: ...., মৌজা : ...., জে.এল. নম্বর : ....

ক্রমিক নং	খতিয়ান নম্বর	দাগ নম্বর	জমির শ্রেণি	পরিমাণ (একর)		মন্তব্য
				দাগে মোট জমির পরিমাণ	অধিগ্রহণের জন্য প্রস্তাবিত জমির পরিমাণ	জরিপ খতিয়ান/নামখারিজ খতিয়ান জরিপ শ্রেণি/বাস্তব শ্রেণি
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১।						

তফসিল-খ

(ভবন/বৃক্ষাদি ইত্যাদির বিবরণী)

ভবন সংখ্যা ও প্রকৃতি (কাঁচা/পাকা/----- তলা বিশিষ্ট)	মোট আয়তন (বর্গমিটারে)	ফসল/বৃক্ষাদি/অন্যান্য (যদি থাকে)	পরিমাণ একর/সংখ্যা	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)

তারিখ ....

<u>জেলা প্রশাসক</u>
স্বাক্ষর :
নাম :
জেলা :

তফসিল-৫৬

[বিধি ৪৫(১) দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়
ভূমি অধিগ্রহণ শাখা

...............।

নম্বর :.........................   তারিখ : ....

হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি প্রত্যাশী সংস্থাকে দখল অর্পণ

(হুকুমদখল মামলা নম্বর: ..../................)

যেহেতু তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি জনপ্রয়োজনে ও জনস্বার্থে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে, স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ এর ধারা ২০(১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে হুকুমদখল করিয়া উহার দখল গ্রহণ করা হইয়াছে;

সেহেতু উক্ত সম্পত্তি দখল অর্পণের তারিখ হইতে .... তারিখ পর্যন্ত [সর্বোচ্চ ২ (দুই) বৎসর] উহা যে উদ্দেশ্যে হুকুমদখল গ্রহণ করা হইয়াছে সেই উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য দখল অর্পণ করা হইল। তবে, স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ এবং স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল বিধিমালা, ২০২৬ অনুসারে হুকুমদখলের উক্ত মেয়াদ বৃদ্ধি হইতে পারে।

তফসিল-ক

জেলা : . . . ., থানা/উপজেলা : . . . ., মৌজা : . . . ., জে.এল. নম্বর : . . . .

ক্রমিক নং	খতিয়ান নম্বর	দাগ নম্বর	জমির শ্রেণি	পরিমাণ একর		মন্তব্য
				রেকর্ডীয় পরিমাণ	হুকুমদখলের জন্য প্রস্তাবিত ভূমির পরিমাণ	জরিপ খতিয়ান/নামখারিজ খতিয়ান জরিপ শ্রেণি/বাস্তব শ্রেণি
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১।						

তফসিল-খ
(ভবন/বৃক্ষাদি ইত্যাদির বিবরণী)

ভবন সংখ্যা ও প্রকৃতি (কাঁচা/পাকা/----- তলা বিশিষ্ট)	মোট আয়তন (বর্গমিটার)	ফসল/বৃক্ষাদি/অন্যান্য (যদি থাকে)	পরিমাণ (একর/সংখ্যা)	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)

দখল গ্রহণকারী
প্রত্যাশী সংস্থার পক্ষে
নাম ও স্বাক্ষরসহ সিল

দখল অর্পণকারী
জেলা প্রশাসকের পক্ষে
নাম ও স্বাক্ষরসহ সিল

তারিখ : .../.../.......

তফসিল-৫৭

[বিধি ৪৫(৫) দ্রষ্টব্য]

হুকুমদখলকৃত সম্পত্তির ক্ষতিপূরণের প্রাক্কলন প্রস্তুতের নমুনা ছক

মৌজার নাম	ইজারা মূল্য			ফসলের মূল্য														
				আউশ					আমন (রোপা)					বোরো (রবি)				
	হুকুমদখল প্রস্তাবে ইজারা যোগ্য জমির পরিমাণ	বার্ষিক একর প্রতি ইজারা মূল্য (টাকা)	বার্ষিক ইজারার মোট মূল্য (টাকা) (২×৩)	একর প্রতি ফলন (কেজি)	প্রতি কেজি ফসলের মূল্য (টাকা)	একর প্রতি ফসলের মূল্য (টাকা)	হুকুমদখল প্রস্তাবে ফসল উৎপাদনযোগ্য জমির পরিমাণ (একরে)	ফসলের মোট মূল্য (টাকা) (৭×৮)	একর প্রতি ফলন (কেজি)	প্রতি কেজি ফসলের মূল্য (টাকা)	একর প্রতি ফসলের মূল্য (টাকা)	হুকুমদখল প্রস্তাবে ফসল উৎপাদনযোগ্য জমির পরিমাণ (একরে)	ফসলের মোট মূল্য (টাকা) (১২×১৩)	একর প্রতি ফলন (কেজি)	প্রতি কেজি ফসলের মূল্য (টাকা)	একর প্রতি ফসলের মূল্য (টাকা)	হুকুমদখল প্রস্তাবে ফসল উৎপাদনযোগ্য জমির পরিমাণ (একরে)	ফসলের মোট মূল্য (টাকা) (১৭×১৮)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)	(১৪)	(১৫)	(১৬)	(১৭)	(১৮)	(১৯)

অবকাঠামো/স্থাপনা/গাছপালা ও অন্যান্য মূল্য							ইজারা, ফসল ও অবকাঠামো/ স্থাপনা/ গাছপালা/ অন্যান্যের মোট মূল্য (৪+৯+১৪+১৯+২৬)	ধারা ৯(৩) এবং বিধি ৩০(৩) মোতাবেক বাজারমূল্যের উপর ১০০% হারে অতিরিক্ত মূল্য (২৭)	প্রাক্কলিত মূল্য (ইজারা, ফসল, স্থাপনা, গাছপালা, অবকাঠামো, অন্যান্য মূল্য) (২৭+২৮)	সম্পত্তি পূর্বাবস্থায় ফেরত প্রদান সম্পৃক্ত প্রত্যর্পণ খরচ ও অন্যান্য খরচ	মোট প্রাক্কলিত মূল্য (টাকা) (২৯+৩০)	আনুষ ঙ্গিক খরচ	সর্বমোট প্রাক্কলিত মূল্য (৩১+৩২)	মন্তব্য
অবকাঠামোর মূল্য	পুকুরের মূল্য (খনন ও মৎস্য উপার্জনের খরচ)	গাছপালার মূল্য	ব্যবসায়িক ক্ষতিপূরণের মূল্য	মেশিনারিজের মূল্য	অন্যান্য মূল্য (যদি থাকে)	মোট বাজার মূল্য (২০-২৫)								
(২০)	(২১)	(২২)	(২৩)	(২৪)	(২৫)	(২৬)	(২৭)	(২৮)	(২৯)	(৩০)	(৩১)	(৩২)	(৩৩)	(৩৪)

সার্ভেয়ার	কানুনগো	অতিঃ ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা	ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (এল.এ./রাজস্ব)	জেলা প্রশাসক
স্বাক্ষর :	স্বাক্ষর :	স্বাক্ষর :	স্বাক্ষর:	স্বাক্ষর:	স্বাক্ষর:
নাম :	নাম :	নাম :	নাম :	নাম :	নাম :
সিল :	সিল :	সিল :	সিল :	সিল :	সিল :

তফসিল-৫৮

[বিধি ৪৬(১) দ্রষ্টব্য]

হুকুমদখলের রোয়েদাদ

ক্রমিক নং	রোয়েদাদ গ্রহীতার নাম, ঠিকানা ও **NID** নম্বর	হুকুমদখলকৃত জমির তফসিল ও পরিমাণ				ক্ষতিপূরণের টাকার বিভাজন							মোট টাকা (৭-১৩)
		খতিয়ান নম্বর	দাগ নম্বর	জমির শ্রেণি	পরিমাণ	ইজারার মূল্য	ফসলের মূল্য	দালান/স্থাপনা/ অবকাঠামোর মূল্য	পুকুরের মূল্য	গাছপালার মূল্য	ব্যবসার ক্ষতিপূরণ	অন্যান্য মূল্য	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)	(১৪)
১।													

ধারা ৯(৩) এবং বিধি ৩০(১১) মোতাবেক বাজারমূল্যের উপর ১০০% হারে অতিরিক্ত মূল্য (১৪)	সর্বমোট মূল্য (১৪+১৫)	উৎসে কর কর্তন	নীট পরিশোধিত টাকার পরিমাণ (১৬-১৭)	চেক নম্বর ও তারিখ	ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তার স্বাক্ষর
(১৫)	(১৬)	(১৭)	(১৮)	(১৯)	(২০)

<u>সার্ভেয়ার</u>	<u>কানুনগো</u>	<u>অতিঃ ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা</u>	<u>ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা</u>	<u>অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (এল.এ./রাজস্ব)</u>
স্বাক্ষর :	স্বাক্ষর :	স্বাক্ষর :	স্বাক্ষর :	স্বাক্ষর:
নাম :	নাম :	নাম :	নাম :	নাম :
সিল :	সিল :	সিল :	সিল :	সিল :

তফসিল-৫৯

[বিধি ৪৭(১) দ্রষ্টব্য]

স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ এর ধারা ২২(৪) এর অধীন নোটিশ

নম্বর :.................................... তারিখ : ....

প্রাপক : ....

....

এল.আর. মামলা নম্বর :

এতদ্দারা স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ এর ধারা ২২(৪) মোতাবেক নোটিশ প্রদান করা যাইতেছে যে, আপনি/আপনারা এল.আর. কেসের নিম্নবর্ণিত সম্পত্তির স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/ব্যক্তিগণ বলিয়া গণ্য হইয়াছেন এবং প্রাপ্ত রেকর্ড অনুসারে আপনাকে/আপনাদিগকে মালিকানার প্রমাণ দাখিল সাপেক্ষে নিম্নবর্ণিত হারে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইবে।

তফসিল

জেলা : ...., থানা/উপজেলা : ...., মৌজা : ...., জে.এল. নম্বর : ....

ক্রমিক নং	**খতিয়ান নম্বর**	**দাগ নম্বর**	**দাগের মোট জমির পরিমাণ (একরে)**	**হুকুমদখলকৃত জমির পরিমাণ (একরে)**	**মন্তব্য**
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১।					

হুকুমদখলকৃত সম্পত্তির বার্ষিক ইজারা মূল্য :

অবকাঠামো বা স্থাপনার মূল্য :

অন্যান্য ক্ষতিপূরণ	:	
মোট প্রাপ্য	:	
ক্ষতিপূরণের উপর উৎসে কর	:	
উৎসে কর কর্তন বাদে প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ বাবদ সর্বমোট	:	

যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উপরি-উক্ত ক্ষতিপূরণের টাকা গ্রহণের নিমিত্ত আপনি স্বয়ং বা রেজিস্ট্রিকৃত অফেরতযোগ্য আমমোক্তারনামায় ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে এই নোটিশ প্রাপ্তির ৭ (সাত) দিনের মধ্যে ৩০০/- (তিনশত) টাকার নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পে অঙ্গীকারনামাসহ নির্ধারিত ফরমে আবেদন করিবেন ও আবেদনে উল্লিখিত তারিখে .... অফিসে/স্থানে আমার সম্মুখে মালিকানার কাগজপত্রসহ স্বয়ং বা রেজিস্ট্রিকৃত অফেরতযোগ্য আমমোক্তারনামায় ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির (তফসিল-৩৩ এ বর্ণিত ফরমে) মাধ্যমে হাজির হইবেন।

হুকুমদখলকৃত ভূমির মালিক/স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের জ্ঞাতব্য

১। নিজে বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে সরাসরি আবেদন প্রদান করিবেন। তবে চেক গ্রহণের সময় মালিককে নিজে অথবা রেজিস্ট্রিকৃত অফেরতযোগ্য আমমোক্তারনামায় ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধিকে উপস্থিত থাকিতে হইবে।

২। অনলাইনে আবেদন দাখিল, আবেদন ফরম ও স্বত্ব-স্বার্থের বিবরণী ফরম www.land.gov.bd ও www...........gov.bd সাইটে অধিগ্রহণসংক্রান্ত সেবা গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং অনলাইনেও নির্ধারিত ফি প্রদান সাপেক্ষে আবেদন দাখিল করিতে পারিবেন। তবে শুনানিতে উপস্থিতি বাধ্যতামূলক থাকিবে।

৩। ক্ষতিপূরণের নির্ধারিত ফরমে আবেদন দাখিল করিতে হইবে এবং দাখিলের সময় নিম্নবর্ণিত কাগজপত্র দাখিল করিতে হইবে, যথা:-

(১) জাতীয় পরিচয়পত্রের ছায়ালিপি বা প্রবাসী বাংলাদেশিদের ক্ষেত্রে পাসপোর্টের অনুলিপি;

(২) পাসপোর্ট সাইজের ছবি: ৩ কপি (প্রত্যেক মালিকের);

(৩) ২২(৪) ধারার নোটিশের অনুলিপি;

(৪) সিএস/এসএ/আরএস/মহানগর/দিয়ারা/পেটি খতিয়ানের মূলকপি/অবিকল নকল কপি;

(৫) নামজারি জমাখারিজ খতিয়ানের মূলকপি/অবিকল নকল কপি;

(৬) অধিগ্রহণের পূর্বের বৎসর পর্যন্ত ভূমি উন্নয়ন কর প্রদানের দাখিলার মূলকপি/সত্যায়িত অনুলিপি;

(৭) মালিকানা অর্জন-সংক্রান্ত মূল দলিল/অবিকল নকল কপি;

(৮) মালিকানা প্রমাণক হিসাবে সর্বশেষ চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত জরিপের রেকর্ডীয় মালিক হইতে ক্রয়/হস্তান্তর-সংক্রান্ত বায়া দলিলের মূলকপি/অবিকল নকল;

(৯) রেকর্ডীয় মালিকের ওয়ারিশ/উত্তরাধিকার হিসাবে দাবির সমর্থনে নির্ধারিত ফরমে স্থানীয় মেয়র/চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত ওয়ারিশ/উত্তরাধিকার সনদপত্রের মূলকপি;

(১০) স্থানীয় মেয়র/চেয়ারম্যান/মেম্বার/কাউন্সিলর/গণ্যমান্য (স্থানীয় সরকারি স্কুল/কলেজের প্রধান শিক্ষক/অধ্যক্ষ) ব্যক্তি কর্তৃক শনাক্তকরণ ফরম (তফসিল-৬০ এর সংশ্লিষ্ট অংশ মোতাবেক);

(১১) ব্যাংকের চেক বহির উপরের পাতার অনুলিপি; এবং

(১২) ক্ষতি নিষ্কৃতির চুক্তিনামা (তফসিল-৬০ এর সংশ্লিষ্ট অংশ মোতাবেক);

(১৩) মালিকানা প্রমাণক অন্যান্য কাগজপত্র।

জেলা প্রশাসকের পক্ষে
স্বাক্ষর :
নাম :
পদবি :
জেলা :
সিল :

তফসিল-৬০
[বিধি ৩৪(৯) দ্রষ্টব্য]

অধিগ্রহণকৃত জমি/সম্পত্তির ক্ষতিপূরণের টাকা তোলার জন্য টাকা উত্তোলনকারী অঙ্গীকারনামা ও ক্ষতি নিষ্কৃতির চুক্তিনামা
(৩০০/- টাকার নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পে)

স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ এর আওতায় অধিগ্রহণকৃত অথবা হুকুমদখলকৃত স্থাবর জমি অথবা সম্পত্তি অথবা জমি ও সম্পত্তির মালিক দখলাধিকারী অথবা মালিকের দ্বারা আমমোক্তারনামা মূলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি (পাওয়ার অব অ্যাটর্নি আইন অনুসারে) কর্তৃক সম্পাদিত চুক্তিনামা।

যেহেতু .... জেলার ভূমি অধিগ্রহণ/হুকুমদখল মামলা নম্বর .... এর বিপরীতে ক্ষতিপূরণের অর্থ উত্তোলনের নিমিত্ত নিম্নরূপ চুক্তি সম্পাদনের প্রয়োজন দেখা দিয়াছে, সেহেতু আমরা নিম্নবর্ণিত প্রথম পক্ষ ও দ্বিতীয় পক্ষ অদ্য .... সনের .... মাসের .... তারিখে নিম্নরূপ চুক্তি সম্পাদন করিলাম :

প্রথম পক্ষ	দ্বিতীয় পক্ষ
নাম :	নাম : ....
পিতা :	পদবি : ....
মাতা :	সিল : ....
গ্রাম/ওয়ার্ড/মহল্লা :	পরিচিতি নম্বর : ....
ডাকঘর : ...., ইউনিয়ন :	ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা
উপজেলা : ...., জেলা : ....।	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়
	..........................।

এবং যেহেতু .... জেলার ভূমি অধিগ্রহণ/হুকুমদখল মামলা নম্বর : .... এর অধীনে .... প্রকল্পের জন্য স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ এর আওতায় নিম্ন তফসিলে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি ও অস্থাবর সম্পত্তি স্থায়ীভাবে অথবা অস্থায়ীভাবে অধিগ্রহণ/হুকুমদখল করা হইয়াছে এবং সম্পূর্ণরূপে সরকারের নিকট ন্যস্ত হইয়াছে; এবং

যেহেতু আমি/আমরা মালিক/মালিকগণ তফসিলে উল্লিখিত অধিগ্রহণকৃত জমি অথবা সম্পত্তি অথবা জমি বা সম্পত্তির মালিক/মালিকগণ হিসাবে স্বয়ং দরখাস্ত দাখিল করিয়া অথবা আমমোক্তারনামা মূলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে দরখাস্ত দাখিল করিয়া ক্ষতিপূরণের অর্থ উত্তোলনের দাবি করিতেছি; এবং

যেহেতু আমরা প্রথম পক্ষ এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, এই চুক্তিনামার সকল অনুচ্ছেদ আমরা অথবা আমাদের ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি, উত্তরাধিকারী, এক্সিকিউটর, অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, মুতাওয়াল্লি অথবা আইনানুগভাবে স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অথবা ব্যক্তিবর্গ অথবা প্রতিষ্ঠানের উপর সমভাবে প্রযোজ্য হইবে; এবং

যেহেতু আমি/আমরা প্রথম পক্ষ এই মর্মে শপথপূর্বক ঘোষণা ও সাক্ষ্য দিতেছি যে, তফসিলে উল্লিখিত অধিগ্রহণকৃত জমি অথবা সম্পত্তি অথবা জমি ও সম্পত্তি আমি/আমরা কোনোভাবে হস্তান্তর করি নাই অথবা মৌখিক কবলা, খাই খালাসি, মহাজনি ঋণ, ব্যাংকের ঋণ, বন্ধকি ঋণ, সমবায় ঋণ অথবা অন্য কোনোভাবে আবদ্ধ করি নাই অথবা বিক্রয়ের লক্ষ্যে কোনো বায়না করি নাই অথবা কোনো স্ট্যাম্প দেই নাই; এবং

যেহেতু আমি/আমরা প্রথম পক্ষ এই মর্মে শপথপূর্বক ঘোষণা এবং সাক্ষ্য দিতেছি যে, তফসিলে বর্ণিত জমি অথবা সম্পত্তি ক্ষতিপূরণের অর্থ উত্তোলনের দিন পর্যন্ত কোনোভাবে (যথা- বিক্রয়, দান, ওয়াকফ অথবা অন্য কোনোভাবে) হস্তান্তর করি নাই অথবা হস্তান্তরের কোনো বায়না অথবা চুক্তি করি নাই, অথবা কাহারও নিকট হইতে টাকা গ্রহণ করি নাই অথবা কাহাকেও কোনো লিখিত অথবা অলিখিত স্ট্যাম্প দিয়া অধিগ্রহণকৃত জমি আবদ্ধ করি নাই; এবং

যেহেতু আমি/আমরা প্রথম পক্ষ এই মর্মে শপথপূর্বক ঘোষণা এবং সাক্ষ্য দিতেছি যে, তফসিলে উল্লিখিত অধিগ্রহণকৃত জমি ও সম্পত্তির হাল সন পর্যন্ত ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ করিয়াছি যাহা আবেদনের সহিত জমা প্রদান করিয়াছি; এবং

যেহেতু আমি/আমরা প্রথম পক্ষ এই মর্মে ঘোষণা ও সাক্ষ্য দিতেছি যে, অধিগ্রহণের পর জমির শ্রেণির পরিবর্তন করিয়া জমির কোনো অনিষ্টসাধন করি নাই যাহাতে প্রত্যাশী সংস্থা ক্ষতির সম্মুখীন হইতে পারে, এবং এইরূপ করিয়া থাকিলে আমি/আমরা ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকিব।

সেহেতু এক্ষণে আমি/আমরা প্রথম পক্ষ এই মর্মে সরকারের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইলাম :

১। যেহেতু তফসিলে উল্লিখিত অধিগ্রহণকৃত জমি ও সম্পত্তির ক্ষতিপূরণের পরিমাণের বিষয়ে আমাদের কোনো আপত্তি নাই মর্মে আমি বা আমরা আরবিট্রেশন আদালতে মামলা করিব না অথবা তফসিলে উল্লিখিত অধিগ্রহণকৃত জমি ও সম্পত্তির ক্ষতিপূরণের পরিমাণের ব্যাপারে আমাদের আপত্তি নাই অথবা আমি/আমরা আরবিট্রেশন আদালতে মামলা দায়েরের শর্তে এই অর্থ গ্রহণ করিতেছি (যেটুকু প্রযোজ্য সেটুকু রাখিয়া কাটিয়া দিতে হইবে);

২। বর্ণিত সম্পত্তির মালিকানা বা দাবি লইয়া দেওয়ানি আদালতে কোনো মামলা নাই। বর্ণিত সম্পত্তির মালিকানা ও দাবি লইয়া বিজ্ঞ .... আদালতে মামলা চলমান যাহার মামলা নম্বর .... (যেটুকু প্রযোজ্য সেটুকু রাখিয়া অন্যটুকু কাটিয়া দিতে হইবে);

৩। অধিগ্রহণকৃত জমি ও সম্পত্তিতে আমাদের স্বত্ব নিরসন হইয়া যাইবে;

৪। যদি পরবর্তীকালে দেখা যায় যে, তফসিলে উল্লিখিত জমি অথবা সম্পত্তি অথবা জমি ও সম্পত্তির আমরা বৈধ মালিক ও দখলকার নই, অথবা যদি আমাদের মালিকানায় কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়, তাহা হইলে আমি/আমরা প্রথম পক্ষ চাহিবামাত্র সরকারকে ক্ষতিপূরণের টাকা ফেরত দিতে বাধ্য থাকিব;

৫। যদি প্রমাণিত হয় যে, তফসিলে উল্লিখিত জমি অথবা সম্পত্তির মধ্যে অধিগ্রহণের মামলা অনুসারে দাগের যে অংশে অধিগ্রহণ হইয়াছে, সে অংশে আমি/আমরা প্রথম পক্ষ এককভাবে অথবা যৌথভাবে, সমবায়ভিত্তিতে, ইত্যাদি কোনোভাবেই দখলে না থাকি অথবা অধিগ্রহণকৃত দাগের অপর অংশে ভোগদখলে থাকিয়াও খতিয়ানের অংশীদার হিসাবে ক্ষতিপূরণের অর্থ উত্তোলন করিয়া থাকি, তাহা হইলে আমি/আমরা যতটুকু জমির জন্য ক্ষতিপূরণের অর্থ গ্রহণ করিব, বা করিয়া থাকি, সেই পরিমাণ জমি যাঁহার অংশ অথবা দখল হইতে ক্ষতিসাধিত হইয়াছে, তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য থাকিব অথবা পুনরায় দাগের অন্যান্য শরিকদের মধ্যে জমি পুনর্বণ্টন করিয়া দিতে বাধ্য থাকিব। সেইক্ষেত্রে এই দলিল অংশ পরিত্যাগ ও দখল হস্তান্তরের দলিল হিসাবে গণ্য হইবে, যাহা সর্ব আদালতে সর্বকালে স্বীকৃত হইবে;

৬। এই চুক্তিনামার কোনো অনুচ্ছেদের বিষয়ে কোনো সমস্যার সৃষ্টি হইলে আইনানুগ সিদ্ধান্তই বলবৎ হইবে;

৭। এই চুক্তিনামা সম্পাদনের জন্য সম্পাদনকারী অথবা যাঁহার বা যাঁহাদের পক্ষে সম্পাদন করা হয় তিনি বা তাঁহাদের কৃতকর্মের জন্য দায়ী থাকিবেন;

৮। এই মর্মে আমি অঙ্গীকার করিতেছি যে, আবেদিত জমির প্রকৃত মালিক ও দখলকার হিসাবে আমি/আমরা ক্ষতিপূরণ পাওয়ার জন্য আবেদন দাখিল করিয়াছি। আমি/আমরা আবেদনে কোনো জালিয়াতি বা প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করি নাই। আবেদনের সহিত আমি/আমরা প্রতারণার মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ গ্রহণের উদ্দেশ্যে কোনো জাল দলিল/কাগজপত্র উপস্থাপন করি নাই। তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি আমি/আমরা/আমাদের ওয়ারেশ ইতঃপূর্বে অন্য কাহারও নিকট বিক্রয় বা হস্তান্তর করে নাই। আমার দাখিলীয় কাগজপত্র/দলিলপত্র যদি ভবিষ্যতে উপযুক্ত আদালত/কর্তৃপক্ষের নিকট জাল হিসাবে প্রমাণিত হয় বা জাল কাগজপত্র উপস্থাপনের মাধ্যমে এবং প্রতারণার মাধ্যমে ভুল/মিথ্যা তথ্য

উপস্থাপনপূর্বক আমি ক্ষতিপূরণের চেক/অর্থ গ্রহণ করিয়া থাকি বা মালিক না হইয়াও ক্ষতিপূরণের অর্থ দাবি/গ্রহণ করি; তাহা হইলে এই অফিস হইতে অবগত হইবার সঙ্গে সঙ্গে আমার/আমাদের গৃহীত সমুদয় অর্থ ফেরত প্রদান করিব। অন্যথায় স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল বিধিমালা, ২০২৬ এর বিধি ৩৪(৮) মোতাবেক আমার/আমাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত আদালতে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে। এই বিষয়ে আমি/আমরা অন্য কোনো আদালতে কোনো আপত্তি বা দরখাস্ত দাখিল করিব না, করিলেও তাহা সংশ্লিষ্ট আদালত কর্তৃক গ্রহণযোগ্য হইবে না।

৯। তফসিল বর্ণিত জমি লইয়া .... আদালতে .... নম্বর মামলা চলমান রহিয়াছে। যদি ভবিষ্যতে উক্ত মামলার রায়ে আমার/আমাদের মালিকানাস্বত্ব হারায় বা আমার/আমাদের বিরুদ্ধে রায় ঘোষিত হয় তাহা হইলে আমি/আমরা এই চেক মূলে গৃহীত সমুদয় অর্থ এই কার্যালয় হইতে চাহিবামাত্র ফেরত প্রদান করিতে বাধ্য থাকিব বা ফেরত প্রদান করিব (মামলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে);

১০। আমি/আমরা প্রথম পক্ষ নিম্নবর্ণিত তফসিলের জমি ও সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ বাবদ অদ্য .... তারিখের এল.এ. চেক নম্বর .... মূলে .... টাকা উত্তোলন করিয়া এই চুক্তিনামায় স্বাক্ষর করিলাম :

তফসিল

মৌজা : ...., থানা/উপজেলা : ...., জেলা : ...., এল.এ. কেস নম্বর : ....

রোয়েদাদ নম্বর	খতিয়ান নম্বর	দাগ নম্বর	দাগে মোট জমির পরিমাণ (একরে)	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)	ক্ষতিপূরণ গ্রহণের ও চুক্তিবদ্ধ জমির পরিমাণ (একরে)	ধার্যকৃত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ (টাকায়)	মন্তব্য
					অবকাঠামোর মূল্য :		
					অন্যান্য মূল্য :		
					মোট প্রাপ্ত টাকা :		

১১। এতদুদ্দেশ্যে আমি/আমরা উভয়পক্ষ স্বজ্ঞানে ও স্বেচ্ছায় এ চুক্তিনামা কাহারও কোনো প্রকার ভয়ভীতি ব্যতিরেকে ও বিনা প্ররোচণায় সম্পাদন করিয়া স্বাক্ষর/টিপসহি প্রদান করিলাম।

মালিক/মালিকগণ/আমমোক্তার গ্রহীতার নাম ঠিকানা ও স্বাক্ষর	**শনাক্তকারীর নাম ঠিকানা, স্বাক্ষর ও সিল**
স্বাক্ষর : নাম : পিতা : মাতা: NID : মোবাইল : ই-মেইল : স্থায়ী ঠিকানা : সাং-..................., উপজেলা :................, জেলা :.....................।	(স্থানীয় মেয়র/চেয়ারম্যান/ইউপি মেম্বার/কাউন্সিলর/ গণ্যমান্য ব্যক্তি (স্থানীয় সরকারি স্কুল/কলেজের প্রধান শিক্ষক/অধ্যক্ষ) স্বাক্ষর : নাম : পদবি : সিল :
<u>সাক্ষী:</u> ১। .... ২। .... ৩।	ক্ষতি নিষ্কৃতির চুক্তিনামা গৃহীত হইল এবং নথিভুক্ত করা হইল। <u>ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা</u> স্বাক্ষর : নাম : সিল :

তফসিল-৬১

[বিধি ৫১(১) ও ৫২(১) দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়
ভূমি অধিগ্রহণ শাখা
....

নম্বর : .... তারিখ : ....

বিষয়: স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ এর .... ধারা মোতাবেক এল.আর. কেস নম্বর .... এর সম্পত্তি হুকুমদখল মুক্ত ঘোষণার বিজ্ঞপ্তি।

যেহেতু সরকারের প্রয়োজনে এবং জনস্বার্থে হুকুমদখল করার আবশ্যকতা থাকায় স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ মোতাবেক এল.আর. কেস নম্বর .... এর আদেশে নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি হুকুমদখল করা হইয়াছে; এবং

যেহেতু উক্ত সম্পত্তি হুকুমদখলমুক্ত করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে; এবং

যেহেতু উক্ত সম্পত্তির দখল প্রাপ্তির জন্য জনাব ...., ঠিকানা: ...., NID : ...., মোবাইল: .... উক্ত সম্পত্তির মালিক ও দখলকার; এবং

যেহেতু উপর্যুক্ত ব্যক্তিকে পাওয়া যাইতেছে/যাইতেছে না বা তাঁহার/তাঁহাদের পক্ষে কোনো বৈধ প্রতিনিধি বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনো ব্যক্তি বা উত্তরাধিকারের অনুকূলে দখল হস্তান্তর করা হইতেছে/দখল হস্তান্তরের জন্য পাওয়া যাইতেছে না;

সেহেতু এক্ষণে আইনের ধারা ২৬(৪) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এই মর্মে ঘোষণা করা যাইতেছে যে নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি অদ্য হইতে হুকুমদখল মুক্ত করা হইল।

তফসিল

জেলা :................, থানা/উপজেলা :..................., মৌজা : ...., জে.এল. নম্বর : ....

ক্রমিক নং	খতিয়ান নম্বর	দাগ নম্বর	দাগে মোট জমির পরিমাণ	হুকুমদখলকৃত জমির পরিমাণ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১।				

মোট খতিয়ানের সংখ্যা : ....(কথায় ....) টি, মোট দাগের সংখ্যা : .... (কথায় ....) টি, মোট হুকুমদখলকৃত জমির পরিমাণ : .... (কথায় :..................................) একর।

(বিস্তারিত দাগসূচি ও ভূমি নকশা এই কার্যালয়ের ভূমি অধিগ্রহণ শাখায় সংশ্লিষ্ট নথির সঙ্গে সংরক্ষিত আছে)

জেলা প্রশাসক

স্বাক্ষর :

নাম :

জেলা :

তফসিল-৬২

[বিধি ৫৬(৩) দ্রষ্টব্য]

আরবিট্রেশন মামলা রেজিস্টার

ক্রমিক নং	প্রত্যাশী সংস্থার নাম	এল.এ./এল.আর. কেস নম্বর	আরবিট্রেশন মামলা নম্বর	আরবিট্রেশন মামলার ১ম পক্ষ	আরবিট্রেশন মামলার আরজি প্রাপ্তির তারিখ	এসএফ (ঘটনা বিবরণী) প্রাপ্তিপূর্বক বিজ্ঞ জিপি বরাবর প্রেরণের তারিখ	আরবিট্রেশন মামলার সিদ্ধান্তের তারিখ এবং সিদ্ধান্তের সঠিক বিবরণ	আরবিট্রেশন আপিলেট ট্রাইব্যুনালে আপিল করা হইয়া থাকিলে মামলা নম্বর ও তারিখ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)
১।								

আরবিট্রেশন আপিলেট ট্রাইব্যুনালে আপিল না করা হইয়া থাকিলে কারণ ও বর্ণনা	আরবিট্রেশন আপিলেট ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্তের তারিখ এবং সংক্ষিপ্ত বিবরণ	আরবিট্রেশন আপিলেট ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে উর্ধ্বতন আদালতে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইলে বর্ণনা	আরবিট্রেশন/আরবিট্রেশন আপিলেট ট্রাইব্যুনাল এবং সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যাশী সংস্থাকে পরিবর্তিত প্রাক্কলন প্রেরণের তারিখ	নূতনভাবে প্রাক্কলিত টাকার পরিমাণ	প্রত্যাশী সংস্থা হইতে টাকা প্রাপ্তির তারিখ এবং পরিমাণ	ক্ষতিপূরণ প্রদানের তারিখ	মন্তব্য
(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)	(১৪)	(১৫)	(১৬)	(১৭)

তফসিল-৬৩

[বিধি ৬৩(১) দ্রষ্টব্য]

এল.এ. কেসে আনুষঙ্গিক বাবদ অর্থ প্রাপ্তি ও জমা রেজিস্টার

ক্রমিক নং	এল.এ. কেস নম্বর	প্রত্যাশী সংস্থা	প্রকল্পের নাম	জমির পরিমাণ	প্রাক্কলিত টাকার পরিমাণ	আনুষঙ্গিক খরচের হার	আনুষঙ্গিক খরচের পরিমাণ	প্রাপ্ত টাকার পরিমাণ	জেলা প্রশাসকের পি.এল. খাতে টাকা জমা প্রদানের চালান নম্বর এবং তারিখ	কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও সিল
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)

তফসিল-৬৪

[বিধি ৬৩(২) দ্রষ্টব্য]

হিসাব সমন্বয় ফরমের নমুনা

এল.এ. কেস নম্বর : ....

প্রকল্পের নাম : ....

প্রত্যাশী সংস্থা : ....

বরাদ্দকৃত মোট অর্থের পরিমাণ : ....

হিসাব খাতের কোড নম্বর : ....

ক্রমিক নং	গ্রহীতার নাম	ইস্যুকৃত এল.এ. চেক নম্বর ও তারিখ	চেকে প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ	অ্যাডভাইস কনফারমেশনের স্মারক ও তারিখ	প্রদত্ত টাকার পরিমাণ	স্থিতি
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১।						

উল্লিখিত বিবরণ পরীক্ষা করা হইল। সঠিক গণ্যে এল.এ. কেস নম্বর : .... এর হিসাব সমন্বয় করা যায়।

উল্লিখিত হিসাব সঠিক স্থিতি (Balance) .... টাকা উল্লিখিত হিসাব খাতে সংরক্ষিত।

জেলা প্রশাসক/ ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

স্বাক্ষর :

নাম :

পদবি:

সিল :

জেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা

স্বাক্ষর :

নাম :

সিল :

তফসিল-৬৫

[বিধি ৬৫(১) দ্রষ্টব্য]

.................সনে বিভিন্ন সংস্থা/ব্যক্তিভিত্তিক সম্পত্তি অধিগ্রহণ/হুকুমদখল/পুনঃগ্রহণ মামলার বার্ষিক বিবরণী

জেলার নাম : .... সময় : ....

ক্রমিক নং	প্রত্যাশী সংস্থা/ ব্যক্তির নাম	পূর্ববর্তী বৎসরে অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা	বিবেচ্য বৎসরে প্রাপ্ত মামলার সংখ্যা	মোট মামলা		চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তিকৃত মামলা		অনিষ্পন্ন মামলা		মন্তব্য
				মামলার সংখ্যা	সম্পত্তির পরিমাণ	মামলার সংখ্যা	সম্পত্তির পরিমাণ	মামলার সংখ্যা	সম্পত্তির পরিমাণ	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)
১।										

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (এল.এ./রাজস্ব)

স্বাক্ষর :

নাম :

সিল :

তফসিল-৬৬

[বিধি ৬৫(১) দ্রষ্টব্য]

.... সনে বিভিন্ন সংস্থা/ব্যক্তিভিত্তিক সম্পত্তি অধিগ্রহণ/হুকুমদখল/পুনঃগ্রহণ মামলার বার্ষিক বিবরণী
(চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তিকৃত কেসের বিবরণ)

জেলার নাম : .... সময় : ....

ক্রমিক নং	এল.এ./এল.আর./ পুনঃগ্রহণ (রিজিউম) কেস নম্বর	প্রকল্পের নাম	জমির পরিমাণ	প্রত্যাশী সংস্থার নাম	দখল হস্তান্তরের তারিখ	গেজেট প্রকাশে প্রেরণের তারিখ	গেজেট প্রকাশের তারিখ	নামজারি মামলা নম্বর, তারিখ ও খতিয়ান নম্বর	রেকর্ডরুমে প্রেরণের তারিখ	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)
১।										

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (এল.এ./রাজস্ব)
স্বাক্ষর :
নাম :
সিল :

তফসিল-৬৭

[বিধি ৬৫(১) দ্রষ্টব্য]

.... সনে বিভিন্ন সংস্থা/ব্যক্তিভিত্তিক সম্পত্তি অধিগ্রহণ/হুকুমদখল/পুনঃগ্রহণ মামলার বার্ষিক বিবরণী
(অনিষ্পন্ন মামলার বিবরণী)

জেলার নাম : .... সময় : ....

ক্রমিক নং	**এল.এ./এল.আর./ পুনঃগ্রহণ (রিজিউম) কেস নম্বর**	**প্রকল্পের নাম**	**প্রত্যাশী সংস্থার নাম**	**বর্তমান যে স্তরে চলমান**	**দখল হস্তান্তরের সম্ভাব্য তারিখ**	**অনিষ্পন্ন থাকার কারণ**	**মন্তব্য**
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
১।							

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (এল.এ./রাজস্ব)
স্বাক্ষর :
নাম :
সিল :

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এ এস এম সালেহ আহমেদ
সিনিয়র সচিব।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd